২৭ মার্চ ২০২৫

আনন্দলোক



ভারতীয় ক্রিকেটারদের ব্যক্তিগত জীবনে হানা

কোটি টাকার প্রতারণা... কী বললেন পরিচালক রাজর্ষি দে

নুসরত, মীর রিজ়ওয়ানদের ইদের রেসিপি

সুনীতার ব্রহ্মাণ্ড দর্শন

তাঁর দীর্ঘ মহাকাশবাস অবাক করেছে বিশ্ববাসীকে। দুর্গম যাত্রাপথ থেকে সুগম অবতরণ... রকেট সায়েন্সের প্রতি আস্থা বাড়িয়ে তোলা সুনীতা উইলিয়ামসের জীবনের অজানা গল্প



আরও আনন্দ | ORIGINALS
শ্যামল দত্ত চৌধুরী-র গল্প 'নিশুতিরাতের ঢাকি' অবলম্বনে
ঢাকি
পরিচালনা : সর্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় | পরিবেশনা : অভিরূপ ঘোষ
আরও ভয়, আরও শিহরণ, আরও আতঙ্ক...
দেখুন 'আনন্দপ্লেক্স'-এ
ইনস্টল করে সাবস্ক্রিপশন করলেই আপনার জন্য থাকছে এমনই আরও ওয়েব সিরিজ় সহ বাঙালি সংস্কৃতির বিশাল সম্ভার।
QR কোডটি স্ক্যান করে অ্যাপ ডাউনলোড করুন
AARO ANANDA available on
GET IT ON Google Play
Download on the App Store
https://www.facebook.com/aaroananda ওয়েবসাইট aaroananda.com
আরও আনন্দ
যা কিছু বাঙালির
An ABP Initiative
sosideas

আনন্দলোক কোথায় কী
৫১ বর্ষ ৫ সংখ্যা ২৭ মার্চ ২০২৫

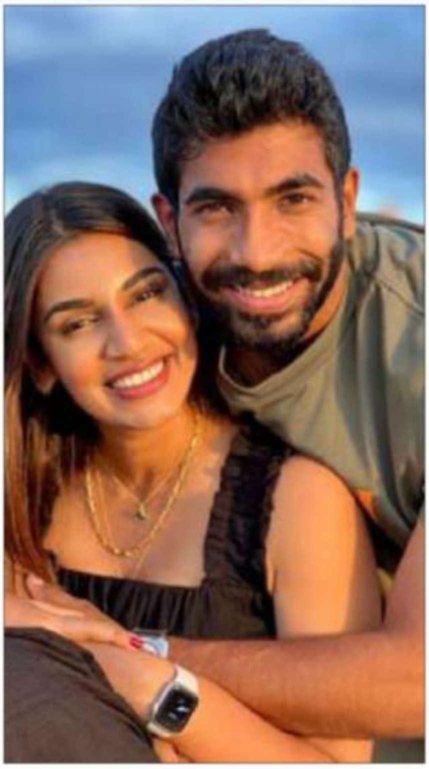
কভার ড্রাইভ



জুম ইন



ছোটপর্দার তারা



চ্যাপ্টার ২

সম্পাদক: কৌশিক পাল

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে জ়াহরা বসরাই কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৩৫ টাকা

Rs. 35.00/-

Edited by Kausik Pal and printed and published fortnightly by Zahra Basrai on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001. Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata- 700091

Export of this magazine to U.S.A is through our authorised agent only.

Year 51, Issue 5th
RNI Regd No. 27039/74

সেলেবদের আরও হাঁড়ির খবর জানতে চোখ রাখুন www.anandalok.in-এ।

ফলো করুন Anandalok anandalok_abp anandalok_abp



■ 'জোধা আকবর' ছবির দৃশ্য

ইতিহাস কথা বলে

ঐতিহাসিক বিষয় যে সব ছবিতে থাকে, তা খুবই মনোগ্রাহী। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় অতিরঞ্জিত। সেই সব ছবিকে তুলে ধরে বেশ সুন্দর একটি প্রবন্ধ পরিবেশন করেছেন বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। খুব ভাল লাগল। অন্যরকম বিষয়, অন্যরকম ভাবে তুলে ধরা হয়েছে লেখাটি।

সমর রায়, কোচবিহার

মনামীর হোলি ফ্যাশন

অনেকদিন পর স্টাইলোমিটারের পাতায় অন্যরকম কিছু দেখলাম। মহানায়কের লুকে মনামী! অবাক হয়েছি। ভাল লেগেছে। ঝকঝকে পাতাগুলো।

রোহিনী বসাক, যাদবপুর

অম্বরীশের প্রিয় খাবার

বড় মজার মানুষ অম্বরীশ ভট্টাচার্য। খাদ্যপ্রেমীও। ভাল লাগল তাঁর ছোটবেলার কথা পড়তে আর দাদার হাতের রেসিপি জানতে। বাড়িতে চেষ্টা করে দেখব।

সম্প্রীতি মজুমদার, বেহালা

এখনও তরজা?

ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের বিষয়ের কথা জানা অসম্ভব। আগে তা প্রকাশ্যে আসলেও, এখন আরওই অসম্ভব! সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরকম একটা প্রবন্ধ অনেক কিছু তুলে ধরে। তথ্যসমৃদ্ধ এবং বেশ সহজ ভাবে বিশ্লেষণ কথা। ধন্যবাদ এরকম প্রবন্ধর জন্য।

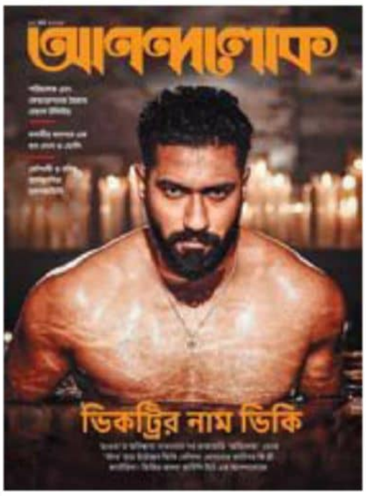
রাজীব তালুকদার, আসানসোল



■ টলিপাড়ার অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিচালকরা



■ অম্বরীশ ভট্টাচার্য



সুন্দর লেখনী

ভিকি কৌশল বা কোনও অভিনেতার প্রাপ্তি নিয়ে এত সুন্দর ভাবে লেখা যায়, তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। যেমন সুন্দর বর্ণনা, তেমনই বিশ্লেষণ। পুরনো ছবিগুলো দেখে আরও ভাল লাগল। এরকম বই সংগ্রহে রাখার মতো।

দুর্বা দেবনাথ, জলপাইগুড়ি



■ মনামী ঘোষ

এই পত্রিকায় যাঁরা লিখেছেন বা যাঁদের নিয়ে লেখা বেরিয়েছে, তাঁদের উদ্দেশে জানানো হচ্ছে, পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সব লেখা বা সম্পূর্ণ পৃষ্ঠার ছবি কোনও সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিজের পুরো ঠিকানাসহ অনধিক ১০০ শব্দে চিঠি পাঠান। সেরা পত্র-প্রেরক পাবেন আকর্ষণীয় পুরস্কার। ঠিকানা: আনন্দলোক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১
মতামত জানাতে পারেন ই-মেলেও।
anandalok@abp.in


UNLATCHED
TEST
EQUALIZE
LATCHED
huginn



■ স্পেস স্টেশন থেকে ভিডিয়ো বার্তা পাঠাচ্ছেন সুনীতা

সুনীতার ব্রহ্মাণ্ড দর্শন

মহাকাশচারণা রূপকথার মতোই সুন্দর। কিন্তু পাশাপাশি তা কঠিন এবং 'অসম্ভব'ও! অনিশ্চিত সেই দুর্গম পথে তিন-তিনবার পাড়ি দিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর **সুনীতা উইলিয়ামস**। সম্প্রতি মহাকাশে ন'মাস কাটিয়ে পৃথিবীতে ফেরার পর সুনীতা এখন তারকা। তাঁর দীর্ঘ মহাকাশবাস অবাক করছে বিশ্ববাসীকে। সুনীতার আকাশ-জয়ের কাহিনি তুলে ধরলেন সাগরিকা চক্রবর্তী।

ঘড়িতে তখন ভোর ৩টে ২৭ মিনিট (ভারতীয় সময়)। ফ্লরিডার সমুদ্রে এসে পৌঁছল স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্যাপসুল। গুজরাতের প্রত্যন্ত গ্রাম ঝুলাসনে তখন খুশির আমেজ। ঘরের মেয়ে আকাশ-জয় করেছেন। ২০০৭ সালে গ্রামবাসীদের সঙ্গে শেষবার দেখা করেছিলেন নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। ২০১৩ সালে আরও একবার গিয়েছিলেন গুজরাতে। তবে সেই বার আগের মতো দেখা হয়নি কারও সঙ্গে। ১৮ বছর আগের স্মৃতি আজও টাটকা। কীভাবে গ্রামে এসে সুনীতা গুজরাতি ভাষায় কথা বলতেন, ভালবাসতেন থেপলা, রোতলো, শিরোর মতো গুজরাতি খাবার... এত বছরেও কেউ ভোলেনি। বিগত ন'মাস ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে গ্রামবাসীরা। শেষ কিছু দিনে ঘরের মেয়ের জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলতে বসেছিল গ্রামের ছোট থেকে বড় সকলে। সুনীতা ফেরার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত চোখ শুধুই টিভিতে। মন্দিরে-মন্দিরে পুজো, ভেসে আসছিল শুধুই নামকীর্তনের আওয়াজ। বিশ্বাস, মেয়েটা ফিরবেই! তারপরই শুরু আতশবাজির ফোয়ারা, ঘরে ঘরে চকলেট-মিষ্টি বিতরণ। ধরা ছুঁলো ঘরের মেয়ে!

ইচ্ছেপূরণের পথে

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারী

সুনীতা উইলিয়ামসের বাবা দীপক পাণ্ড্যর বাড়ি গুজরাতের মেহসানা জেলার ঝুলাসন গ্রামে। কিন্তু সুনীতার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ওহায়োর ইউক্লিডে। মা উরসুলিন বনি স্লোভাকিয়া বংশোদ্ভূত। আমেরিকার নেভাল অ্যাকাডেমিতে স্কুলিং এবং গ্র্যাজুয়েশন ফ্লরিডা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে। মহাবিশ্বের সীমানা পেরিয়ে সুনীতা আজ সত্যিই তারকা! এই উচ্ছ্বাস বিশ্ব জয়ের সমান! কিন্তু মহাকাশচারী হিসেবে যাকে আজ গোটা বিশ্ব চিনছে, সেই সুনীর (সুনীতার ডাকনাম) প্রথম পছন্দ ছিল পশু চিকিৎসা করা। ছিল না সেই ডিগ্রি। তাই ইচ্ছেপূরণ হয়নি। স্বামী ও পোষ্যদের নিয়ে ছোট্ট সংসার তাঁর। সুনীতা এবং তাঁর স্বামী মাইকেল জে উইলিয়ামস, দু'জনেই নেভাল অ্যাকাডেমিতে পাইলট হওয়ার প্রশিক্ষণ নিতেন। বিয়ের পর সুনীতা পাণ্ড্য থেকে সুনীতা উইলিয়ামসের যাত্রা শুরু। বিদেশে বড় হলেও, ছোট থেকেই নিজের গ্রামের প্রতি, দেশের সংস্কৃতির প্রতি ভীষণ টান ছিল তাঁর। তার প্রমাণ মেলে, যখন শোনা

মহাকাশ অভিযানের সময় তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন 'ভগবদ্গীতা'। তবে জন্মসূত্র অনুযায়ী দুটো পরিচয়ই বহন করতেন সুনী।

যায়, মহাকাশ অভিযানের সময় তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন 'ভগবদ্গীতা'। তবে জন্মসূত্র অনুযায়ী দুটো পরিচয়ই বহন করতেন সুনী। একবার ভারতীয় ও স্লোভাকিয়া জন্মসূত্রকে মহাসমারোহে পালনও করেছিলেন। মহাকাশে নিয়ে গিয়েছিলেন শিঙাড়া আর সসেজ! তবে পোষ্যদের প্রতি ভালবাসা তাঁর আজও রয়ে গিয়েছে। বাড়িতে রয়েছে দু'টি পোষ্য। পৃথিবীতে পা রেখেই তাই পোষ্যদের খোঁজ নিয়েছিলেন। ইচ্ছে প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাদের নিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে চান!

শূন্য থেকে শুরু

সুনীতার মহাকাশযোগ ঘটে ১৯৯৮ সালে। তার আগে দীর্ঘ সময় নৌবাহিনীতে কাজ করেছেন তিনি। নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। সেই কাজকারার সময়ই মহাকাশ যানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন সুনীতা। সেই কাজে সঙ্গে পেয়েছিলেন স্বামী মাইকেলকেও। এই আগ্রহ থেকেই ক্রমে যুক্ত হন নাসা-র (ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স



■ বাবা-মা এবং দাদা-দিদির সঙ্গে সুনীতা (উপরে), মায়ের জন্মদিনে (নীচে)





■ খেলাধুলো ও শরীরচর্চায় বরাবরই পারদর্শী তিনি

অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) সঙ্গে। ২০০৬ সালে ছ' মাসের জন্য প্রথমবার আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। ২০১২ সালে ফের ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন (আইএসএস)-এর উদ্দেশে তাঁর উড়ান। সেই সময় আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের কম্যান্ডার সুনীতা। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৫ জুন তৃতীয়বারের জন্য যাত্রা শুরু করেন। পরিকল্পনা ছিল, আট দিনের মধ্যে আবার ফিরে আসবেন এই ধরাধামে। সুনিতার সঙ্গী ছিলেন নভশ্চর বুচ উইলমোর। কিন্তু সেই আটদিনের যাত্রা ন'মাসের যাত্রায় পর্যবসিত হয়ে এক রূপকথার মতো গোটা বিশ্ববাসীর কাছে রইল এক ইতিহাস হয়ে! এই প্রথম বোয়িং-এর স্টারলাইন এয়ারক্র্যাফ্টে ভরসা করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। এর আগে যে মহাকাশযানে একাধিক ত্রুটি দেখা গিয়েছিল, তাতেই ভরসা রেখেছিলেন সুনীতারা। স্বভাবতই বিপত্তি পিছু ছাড়েনি!

আবারও পুরনো গোলযোগ... বোয়িং-এর ওই মহাকাশযানের প্রোপালশন সিস্টেমে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দেয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষামূলক ওই একই মহাকাশযানে আর ভরসা রেখে মহাকাশ থেকে ফিরে আসা যায়নি। সুনীতা ও বুচ থেকে যান স্পেস স্টেশনেই। প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে এই দীর্ঘ ন'মাস সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার কোনও চেষ্টাই কি করা হয়নি? রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয় এ বিষয়ে। সুনীতারা অবশ্য ভেবেছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই সেই মহাকাশযান সারিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু তা না হয়ে বাড়তে থাকে তাঁদের মহাকাশবাসের দিন। অবশেষে দীর্ঘ ন' মাসের অপেক্ষার অবসান। রাশিয়ার উপর নির্ভর না করে, ধনকুবের ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের 'ড্রাগন ক্রু' এসে দাঁড়ায় ত্রাতার ভূমিকায়। এই মহাকাশযানের বিশেষত্ব, এটি টু ফল্ট টলারেন্ট। অর্থাৎ ফিরে আসার সময় পরপর দুটো বড় ত্রুটি দেখা দিলেও এই যান সফলভাবে ল্যান্ড করবে নীল জলরাশির বুকে।



■ গুজরাতে নিজের গ্রামে, বাবার সঙ্গে

সুনীতার পরিচয়

জন্ম: ১৯ সেপ্টেম্বর, ওহায়ো, ইউক্লিড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

বাবা: দীপক পাণ্ড্য (ভারতীয়)

মা: উরসুলিন বনি (স্লোভাক)

স্বামী: জে. উইলিয়ামস (আমেরিকান)

পড়াশোনা: নেভাল অ্যাকাডেমি, ফ্লরিডা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি

কর্মজীবন: নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন (১৯৮৭-২০০৭)

নাসায় যোগ (১৯৯৮- বর্তমান)



■ মহাকাশ থেকে ফিরতি পথে সুনীতা, বুচ ও বাকিরা (উপরে), স্পেস স্টেশনে সুনীতা ও বুচ (নীচে)



এমনিতে হয়তো পৃথিবীতে ফিরতে লাগে তিন ঘণ্টা মতো সময়। কিন্তু সেটি সুরক্ষিত ছিল না। তাই ১৭ ঘণ্টার পূর্বপরিকল্পিত একটি যাত্রাপথ তৈরি করেন সুনীতারা। সেই আগের তিন ঘণ্টার রাস্তায় হাঁটতে চাননি কেউই। একটা সময় ক্যাপসুলের (ড্রাগন ক্রু) বাইরের তাপমাত্রা পৌঁছেছিল ১৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (ঘণ্টায় ২৭০০০ কিলোমিটার স্পিডে মহাকাশ থেকে যে মুহূর্তে ক্যাপসুলটি প্রবেশ করে পৃথিবীর উপরের বায়ুমন্ডলে), যা মুহূর্তেই বাষ্প করে দিতে পারে মহাকাশচারীদের। এক্ষেত্রে 'হিট শিল্ড'ই ছিল মুশকিল আসান। সুনীতাদের ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল সর্বাধুনিক হিট শিল্ড 'পিকা-এক্স'। তাই তথ্যপূর্ণ ও নিঁখুত পরিকল্পনায় সাফল্য এসেছে নিঃসন্দেহে।

মহাকাশে দিনযাপন

হালফিলের নানা ঘটনার মাঝে বারবার সুনীতাদের বিভিন্ন ভিডিয়ো নাসা মারফত

এসেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। মহাকাশে দীর্ঘ দিনযাপন শুরু করেন সুনিতা ও বুচ। মাঝে মাঝেই মুহূর্তগুলোকে বন্দি করেন ভিডিয়ো ক্যামেরায়। পরীক্ষামূলক যানে করে মহাকাশে যাওয়ার আগে ঠিক যেভাবে ফ্রেমবন্দি করা হয়েছিল তাঁদের, সেই চিত্র ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। প্রকট হতে থাকে সকলের দুশ্চিন্তা। যদিও পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান মহাকাশের যে স্টেশনটিতে তাঁরা ছিলেন, সেটি বসবাসযোগ্য। পৃথিবীর অন্যতম বড় গবেষণাগার বলেও আখ্যা দেওয়া যায় আইএসএসকে। প্রায় ২৫ বছর ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন নভশ্চর গিয়েছেন এই স্পেস সেন্টারে। কিন্তু দীর্ঘদিনের জন্য সেই স্পেস সেন্টারে আটকে থাকা অসম্ভব! খাবার, জল সবকিছুই অত্যন্ত সীমিত। মহাকাশচারীরা কিছুদিনের খাবার সঙ্গে নিয়ে যান ঠিকই, কিন্তু আটকে পড়লে প্রথম প্রশ্ন থাকে, খাবেন কী? কীভাবে দিন কাটাবে? কীভাবে বেঁচে থাকবেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর বিগত ন'মাসে দিয়ে দিয়েছেন সুনীতারা। নাসা মারফত নানা দৃশ্য ফুটে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। ভিডিয়ো মারফত সুনীতা দেখিয়েছিলেন, তাদের খাবার তালিকা থেকে শুরু করে রোজনামচা। ক্রিসমাস পালন থেকে শুরু করে, গাছ রোপন... আট দিনের জন্য মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় তিন মাসের মতো খাবার, ফল, শাকসবজি





■ বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন সুনীতা

নিয়েছিলেন সঙ্গে। ধীরে ধীরে সেই খাবারে টান পড়ে। যদিও তাতে সমস্যা নেই। স্পেস সেন্টারের একটি বিশেষ জায়গায় সঞ্চয় করা থাকে খাবার। ঠিক বাড়িতে রাখা ফ্রিজের মতো। পিৎজ়া, রোস্টেড চিকেন, স্টু, সবকিছুই ছিল। আর ছিল শুকনো পুষ্টিকর খাবার। বাড়ির মতো সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজা থেকে ব্রেকফাস্ট কিংবা রাতে



■ ২০১৩ সালে এদেশে এসে দেখা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে



■ এর আগের মহাকাশ অভিযানে সঙ্গীদের সঙ্গে সুনীতা



■ মহাকাশে সুনীতাদের ক্রিসমাস সেলিব্রেশন



■ ইন্টারনেট কলিংয়ে কথা বলতেন পরিবারের সঙ্গে

ডিনার, স্পেস সেন্টারে সম্ভব সবকিছু। তবে সুনীতা জানিয়েছিলেন, মহাকাশে থাকা সব খাবারই ডিহাইড্রেট অবস্থায় রাখা থাকে। হাইড্রেট করে নিতে হয় নিজেদের। প্রয়োজন হয় প্রচুর জলের। তাহলে জলের জোগান? মহাকাশবাস করার সময় মহাকাশচারীরা নিজেদের ঘাম, প্রস্রাব পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন এবং ব্যবহারযোগ্য জল হিসেবে কাজে লাগান। ন'মাসের এই যাত্রা অনেক বিজ্ঞানীর কাছেই স্বপ্নের মতো, আবার আতঙ্কেরও। তবে স্বপ্ন সত্যি হলে তা উপভোগ করার অনুভূতি আলাদা। সুনীতারা সেটাই করেছিলেন প্রতিটি পদে। হাসিমুখে তাঁরা বিশ্ববাসীকে বার্তা পাঠাতেন, 'ভাল আছেন, সুস্থ আছেন'। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে ইন্টারনেটে কলিংয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেছিলেন। এ দিকে বুচের মেয়ে ছোট ছোট ভিডিয়ো আকারে বাবার খবর দিতেন সাধারণ মানুষকে। তাঁদের অদম্য জেদ জিতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গেও লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে অনবরত।

স্পেস স্টেশনে ন'মাস

স্পেস স্টেশনকে প্রতিনিয়ত রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। প্রতিদিন সুনীতাদের প্রথম কাজ ছিল এটাই। বিভিন্ন যন্ত্রাংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন তাঁরা। স্পেস ওয়াক চালিয়ে যেতে হত প্রতিদিন। বলে রাখা ভাল, এই স্পেস ওয়াকিংয়ে বিশেষ নজির গড়েছেন সুনীতা। মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় প্রায় ৬২ ঘণ্টা ৯ মিনিট স্পেস ওয়াক করেছেন তিনি। ফ্লুইড সিস্টেমের উপরে মাইক্রোগ্র্যাভিটি ঠিক কীভাবে কাজ করে চলেছে, তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন সুনীতারা। ফুয়েল সেলস্ টেকনোলজি থেকে ওয়াটার রিকভারি... এরকম একাধিক কাজ করেছেন। সেই গবেষণায় সাফল্যও পেয়েছেন। তবে

মহাকাশে কতবার সুনীতা?

প্রথম অভিযান: ২০০৬ সাল
(৬ ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে ২২ জুন ২০০৭)

দ্বিতীয় অভিযান: ২০১২ সাল
(১৪ জুলাই থেকে ১৮ ডিসেম্বর)

তৃতীয় অভিযান: ২০২৪ সাল
(৫ জুন ২০২৪ থেকে ১৯ মার্চ ২০২৫)

মহাকাশে ন'মাসে করা কাজ

স্পেস সেন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ।
রেডিয়েটর, আর্ম, প্যানেলের মতো একাধিক যন্ত্রাংশ সারানো।
নিয়মিত স্পেসওয়াক।
মাইক্রোগ্র্যাভিটির গতিবিধি গবেষণা করা।
ব্যবহারযোগ্য জলের জোগান।
ফুয়েল সেলস টেকনোলজির রি-অ্যাক্টর বানানো।
বায়ো-নিউট্রিয়েন্টসকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা।
মাইক্রোবসদের জীবনচক্র নিয়ে পরীক্ষা।

তাঁদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল, বায়ো-নিউট্রিয়েন্টস নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। ওখানে থাকাকালীন অণুজীব এবং ব্যাকটেরিয়া নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন তাঁরা। বুঝতে চেয়েছেন, আগামী দিনে মহাকাশে নিউট্রিয়েন্টস বানানো সম্ভব কিনা। এই গবেষণায় তাঁরা উত্তীর্ণ হলে, আগামী দিনে মহাকাশচারীদের খাবারের বোঝা কমবে।

মর্তে অবতরণ

সুনীতাদের মর্তে অবতরণ আশঙ্কা আর খুশির সংমিশ্রণে তৈরি এক অভিজ্ঞতা। ৩ ঘণ্টার যাত্রাপথ ১৭ ঘণ্টায় পরিবর্তিত হয়েছে, শুধুমাত্র সুনীতাদের জন্যই। বোয়িংয়ের প্রতি ভরসা হারিয়ে স্পেসএক্সের ড্রাগন ক্রু রওনা দেয় ঘরের মানুষদের উদ্দেশে। তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য এখান থেকে পাঠানো হয়েছিল মহাকাশচারী নিক হেগ এবং রাশিয়ার আলেকজ়ান্ডার গর ভুনাফকে। সঙ্গে ছিলেন আরও দু'জন। অত্যন্ত ক্যালকুলেটিভ এবং পরিকল্পনামাফিক ফেরার এই অভিযানে প্রতিবারের মতো আর ক্যাপসুলকে সরাসরি মহাসাগরের বুকে নামানো হয়নি। চারটে প্যারাশুটের সাহায্যে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে ফ্লরিডার মহাসাগরে অবতরণ করানো হয় ক্যাপসুলটিকে। সেখানে আগে থেকেই স্পেসএক্স-এর জাহাজ ও কর্মীরা অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের অবতরণের অপেক্ষায় বিশ্ববাসী তখন ধৈর্যহারা। ফিরে আসার প্রতিটি দৃশ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ চলেছে বিশ্ববাসীর সামনে। ক্রু থেকে জাহাজে তাঁদের বের করে আনার মুহূর্ত পর্যন্ত সকলের দৃষ্টি ছিল স্থির। তবে অবতরণের আগের ১৬ মিনিট ছিল আতঙ্কের। সেই সময় কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগ ছিল না স্পেসএক্স-



স্পেস স্টেশনে একাধিক গবেষণা শুরু করেন সুনীতা ও বুচ



বুচ ও বাকিদের সঙ্গে ড্রাগন ক্রুয়ে সুনীতা



স্পেস স্টেশনে সুনীতার গার্ডেনিংয়ের ছবি

এর ড্র্যাগন ক্রুর। বাইরের তাপমাত্রাও ছিল প্রতিকূল। তবে নিখুঁত হিসেব মেনে ৬৫০০ ফুটে এসে খুলে যায় চারটি প্যারাশুট। নীল জলরাশিতে প্যারাশুটের নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্রু এরপর ধীরে ধীরে নেমে আসে। জলে থাকা জাহাজকে চারিদিকে ঘিরে ধরে ডলফিনরা... অক্ষরিক অর্থেই যেন রচিত হয় এক রূপকথা!

শুধুই কি সাফল্য?

মহাকাশে দিনযাপন স্বপ্নের মতো সুন্দর। পৃথিবীতে থেকে মহাকাশচারীদের দিনযাপন দেখা সত্যিই বিস্ময়ের। কিন্তু সত্যিই কি সেখানে থেকে সুনীতাদের মতো সর্বক্ষণ হাসিমুখে ভিডিয়ো ক্যামেরায় ধরা দেওয়া যায়? উত্তরটা হল, না! সুনীতা ও বুচ পৃথিবীর বুকে পা রাখার পর বোঝা যায়, অক্ষমতা কতটা গ্রাস করেছে তাঁদের। দীর্ঘ ন'মাসে



■ ৬২ ঘণ্টা ৯ মিনিট স্পেস ওয়াক করে রেকর্ড গড়েছেন



■ পৃথিবীতে পা রেখে সুনীতার উজ্জ্বল হাসি

চলমান কক্ষপথে থাকাকালীন পৃথিবীর চারদিকে ৪,৫৫৭ বার প্রদক্ষিণ করেছেন তাঁরা। ২২৬ দিনের মহাকাশবাসে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপক্ষে এক নতুন অভ্যেস। শূন্যে ভেসে থাকার আনন্দ বেদনায় পরিণত হয় ধীরে ধীরে। বোঝা যায়, পায়ের শক্তি হারিয়েছেন দু'জন। ড্র্যাগন ক্রু থেকে নামানোর পর বিশেষ স্ট্রেচারে বসানো হয় সুনিতা ও বুচকে। দীর্ঘদিন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে থাকলে অর্থাৎ মহাকাশে থাকলে, শরীরের তরল সঞ্চালন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের মুখ ফুলে গেছে। পা ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। দীর্ঘ সময় হাঁটাচলা হয়নি বলে, পায়ের পাতার উপর তাঁরা ভর দিতে পারছেন না। এরপর যখন হাঁটতে শুরু করবেন, ক্রমেই বোঝা যাবে পায়ের পাতা কতটা পাতলা হয়ে গিয়েছে। উঠতে শুরু করবে পায়ের চামড়াও, যাকে বলে চিলড্রেন সিনড্রোম। এই ক'মাস পেশির প্রয়োজন পড়েনি তাঁদের। এর ফলে পেশিও বেশ দুর্বল। এছাড়া মহাকাশে থাকলে প্রতি মাসে হাড়ের ক্ষয় হয় প্রায় ১-২ শতাংশ। ছোট হয়ে আসে হৃদযন্ত্র। ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় যখন তাঁরা ব্যস্ত থাকবেন, ঠিক সেই সময় বমি, মাথা ঘোরার মতো একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। প্রয়োজন বিশ্রাম ও শরীরচর্চার। মহাকাশে থাকাকালীন তাদের স্বাস্থ্যের উপর যেমন বিশেষভাবে নজর রাখা হচ্ছিল। ঠিক একই ভাবে তারা যখন ফিরে এসেছেন, তখন প্রায় ৪৫ দিন তাঁদের বিশেষ রিহ্যাবে থাকতে হবে। যেখানে ৫২ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তাঁদের স্বাস্থ্যের দেখাশোনা করবেন। আপাতত বেশ কিছুদিন তাঁদের রাখা হবে হুইলচেয়ার এবং পাঁচ ডিগ্রি হেলানো সোফায়। এসব ক্ষেত্রে আশঙ্কা থাকে পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ার, শরীরের হাড় দুর্বল হয়ে যাওয়াসহ আরও অনেক শারীরিক সমস্যার। কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে পা রাখতেই সুনীতার মুখের হাসি, সব প্রতিকূলতা ভুলিয়ে দেয়। ভারতীয় পরিচয় শুধুই নামমাত্র, আসলে তিনি মার্কিন মুলুকেরই মেয়ে। তবুও সুনীতা আসলে আমাদেরই ঘরের একজন, তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে বারবার। তাঁর স্পর্ধা দেখে স্বপ্ন বোনে ভারতের আনাচে-কানাচে থাকা আরও কত কিশোরী মন!

স্পেসে কারা, কতদিন?

পেগি উইটসন	৬৭৫ দিন
সুনীতা উইলিয়ামস	৬০৮ দিন
জেফ উইলিয়ামস	৫৩৪ দিন
মার্ক বন্দে হেই	৫২৩ দিন
স্কট কেলি	৫২০ দিন
মাইক বরাত	৪৪৭ দিন
শানে কিমব্রো	৩৮৮ দিন



■ ড্র্যাগন ক্রু অবতরণের আগে খোলা হয়েছিল চারটি প্যারাশুট



■ অবতরণের পর স্পেসএক্সের জাহাজ



বিরাট ও অনুষ্কা

দ্বিচারিতা কার?

ভাল সময় থাকলে, মাথায় তুলে নাচা হয় আর খারাপ সময়ে পরিবারকে নিয়ে করা হয় ট্রোল। ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাবে কি গা ভাসাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডও? লিখছেন **সায়ক বসু**

ঘটনা ১: ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বরের রাত। ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনাল (৫০ ওভারের) জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। বিধ্বস্ত, ক্লান্ত বিরাট কোহলি ডাগআউটের পিছনে জড়িয়ে ধরলেন অনুষ্কা শর্মাকে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল ট্রোলিং। এই নারীর স্টেডিয়ামে উপস্থিতির কারণেই নাকি হাতছাড়া হয়েছে বিশ্বকাপ!



■ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি জেতার পর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে মাঠে রোহিত শর্মা



ঘটনা ২: ২০২৪-এর অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেন রোহিত শর্মা। প্রথম অধিনায়ক হিসেবে টেস্ট ম্যাচ থেকে বাদও গেলেন। সেই সময় রব উঠল, পুত্র সন্তানের জন্মের সময় যে খেলোয়াড় দল ছেড়ে বাড়ি চলে যেতে পারে, তার সঙ্গে এমনটাই হওয়া উচিত। এক্ষুনি যেন অবসর ঘোষণা করেন। ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি জিতে ক্যাপ্টেন রোহিত বললেন, তিনি যথেষ্ট পরিণত। জানেন, কখন কী করতে হবে। তবে অবসর তিনি এখন নিচ্ছেন না।

অবস্থা এখন এটাই। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো ক্রিকেটারদের কী করা উচিত, এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সেটাই ঠিক করে দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। বহু বছর ধরে এই ঘটনাই ঘটে চলেছে অবিরাম। যখন ক্রিকেটারদের ভাল সময় যায়, তখন তাঁদের মাথায় তুলে রাখা হয়। স্ত্রী-দের সঙ্গে ক্রিকেটারদের ভিডিয়ো নিয়ে আদিখ্যেতাও করা হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে খারাপ সময় আসে, তখন কাঠগড়ায় তোলা হয় সেই স্ত্রী ও বান্ধবীদেরই। এটা কি দর্শকদের দ্বিচারিতা নয়? দেশকে ভালবেসে, শুভমন গিলের ফ্যান হিসেবে মাঠে গিয়ে ‘হমারি ভাবি ক্যায়সি হো, সারা ভাবি জ্যায়সি হো’ বলাটা আর যাই হোক, কোনও ক্রিকেট ভালবাসা দর্শকের চরিত্র

> দেশকে ভালবেসে, শুভমন গিলের ফ্যান হিসেবে মাঠে গিয়ে ‘হমারি ভাবি ক্যায়সি হো, সারা ভাবি জ্যায়সি হো’ বলাটা আর যাই হোক, কোনও ক্রিকেট ভালবাসা দর্শকের চরিত্র হতে পারে না। রোহিত শর্মা খারাপ খেললে…

হতে পারে না। রোহিত শর্মা খারাপ খেললে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের দোষ হয়ে যায় না। বিরাট কোহলি ব্যর্থ হলে, কেন তিনি লন্ডনে গিয়ে বসবাস করছেন, তা নিয়ে মিম তৈরি করাটাও সমীচীন নয়। কিন্তু তাও প্রশ্ন থেকে যায় কিছু। সাধারণ মানুষ কী করবে, তা নিয়ন্ত্রণ করার দায় কারও উপর থাকে না। এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সেই সীমারেখা ঠিক করে দেওয়ার জায়গাটা আরওই নেই। কিন্তু ভারতের ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআই? তাদের উপরেও কি দায়

বর্তায় না? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখানে এই সংস্থাও অদ্ভুতভাবে কাজ করছে। একে তো সোশ্যাল মিডিয়া ফলোয়ার দেখে পছন্দের খেলোয়াড়কে বেশি করে সুযোগ দেওয়া, লাইমলাইট দেওয়ার অভিযোগ ভারতীয় নির্বাচকদের উপর বহুদিনের। তার উপর কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত ফতোয়া। নিউ জ়িল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ়ে খারাপ খেলতেই বোর্ড কিছু ধারা আরোপ করে ক্রিকেটারদের উপর। সেখানে স্পষ্ট করে লেখা ছিল, লম্বা বিদেশ সফরে ক্রিকেটারদের স্ত্রী ও বান্ধবীরা বেশিদিন এক হোটেলে থাকতে পারবেন না। টিম বাসে করে একসঙ্গে ক্রিকেটারদের যাওয়া আসা করতে হবে... টাইপের কিছু কথা। ব্যাপার হল, সাধারণ মানুষের মতো

> সাধারণ মানুষের মতো বিসিসিআইও ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল নাকি যে, খারাপ খেলার জন্য স্ত্রী বা বান্ধবীরাই দায়ী?



আইপিএলের মাঠে স্ত্রীরা থাকেন সবসময়



শুভমনকে নিয়ে টেনিস ম্যাচ দেখছেন বিরাট-অনুষ্কা



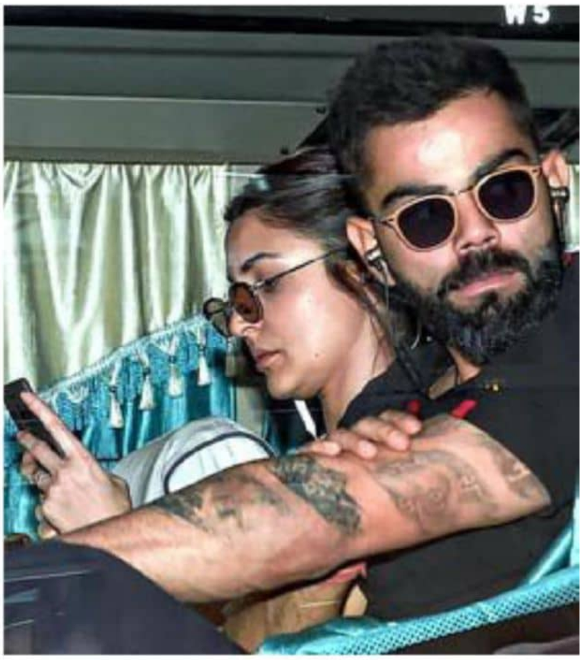
সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে বিরাট-অনুষ্কা

বিসিসিআইও ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল নাকি যে, খারাপ খেলার জন্য ক্রিকেটারদের সঙ্গে থাকা স্ত্রী বা বান্ধবীরাই দায়ী? তা হলে তো এর চেয়ে হীন মনোবৃত্তি আর হয় না। আর তারকা ক্রিকেটাররা একসঙ্গে যাওয়া আসা করবেন, সেটা খুব ভাল কথা। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের চেয়ে বেশি তারকাপ্রথা বিশ্বের আর অন্য কোথাও আছে কি? বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের ঈশ্বর যতটা না বানিয়েছে মানুষ, তার চেয়ে অনেক বেশি

করে তাতে ইন্ধন দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সেই ইন্ধনের ফলে যদি নিজেদের নিয়ম নিজেরা তৈরি করেন ক্রিকেটাররা, তা হলে তার দায়ও তো বোর্ডের উপরেই বর্তায়! তাই নয় কি? সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানেন, চ্যাম্পিয়নস ট্রোফি জেতার পর যখন সারা দেশ এই জয়ে মাতোয়ারা, তখন সন্তর্পণে সেই 'কঠোর' নিয়ম তুলে দেওয়ার কথা ভাবছে বিসিসিআই। মানে, জয় এল মানে, স্ত্রী বা বান্ধবীরা আর খেলোয়াড়দের মনোসংযোগে বাধা নন! সত্যি কথা বলতে কী, বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মারা শুরু থেকেই এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করে আসছিলেন আকারে ইঙ্গিতে। এখন সারা বছর এত বেশি ক্রিকেট খেলতে হয় ভারতীয় দলকে যে, সেখানে স্ত্রী ও পরিবার সঙ্গে থাকলে তাঁদের ভাল লাগাটাই



সর্বত্র অনুষ্কার উপস্থিতি কি মেনে নিতে পারছেন না কেউ কেউ?



টিম বাসে অনুষ্কার সঙ্গে বিরাট



ব্রিটেনের ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেটদল। সঙ্গে অনুষ্কা শর্মা

নির্বাচকরা চাইছেন বিরাট রোহিতরা যেন ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপটাও খেলে দেন। এতে অঙ্ক কতটা আছে, জানা নেই। কারণ ২০২৭ সালে তাঁরা দু'জনেই চল্লিশের কোঠায় গিয়ে পৌঁছবেন। তবে এই স্লোগানের নেপথ্যে যে তারকা...

স্বাভাবিক। কিন্তু নিয়ামক সংস্থা যেন সাধারণ ট্রোলবাহিনীর মন জুগিয়ে চলতেই ব্যস্ত ছিল। এখন এই জয়ের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নির্বাচকরা চাইছেন বিরাট-রোহিতরা যেন ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপটাও খেলে দেন। এতে অঙ্ক কতটা আছে, জানা নেই। কারণ ২০২৭ সালে তাঁরা দু'জনেই চল্লিশের কোঠায় গিয়ে পৌঁছবেন। তবে এই স্লোগানের নেপথ্যে যে তারকাপুজো আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এটা যদি দ্বিচারিতা না হয়, তা হলে দ্বিচারিতা কোনটা? শুধু তো ফ্যানদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

দোল বলুন কিংবা হোলি, রংয়ের উৎসবে মাতোয়ারা হতে কে না চায়! আর টলিউড সেলেব্রিটিদের এই উৎসবে নেই কোনও লাগাম। এছাড়া ছবির প্রচার, ঘুরতে যাওয়া তো আছেই। সঙ্গে রয়েছে আনন্দলোক

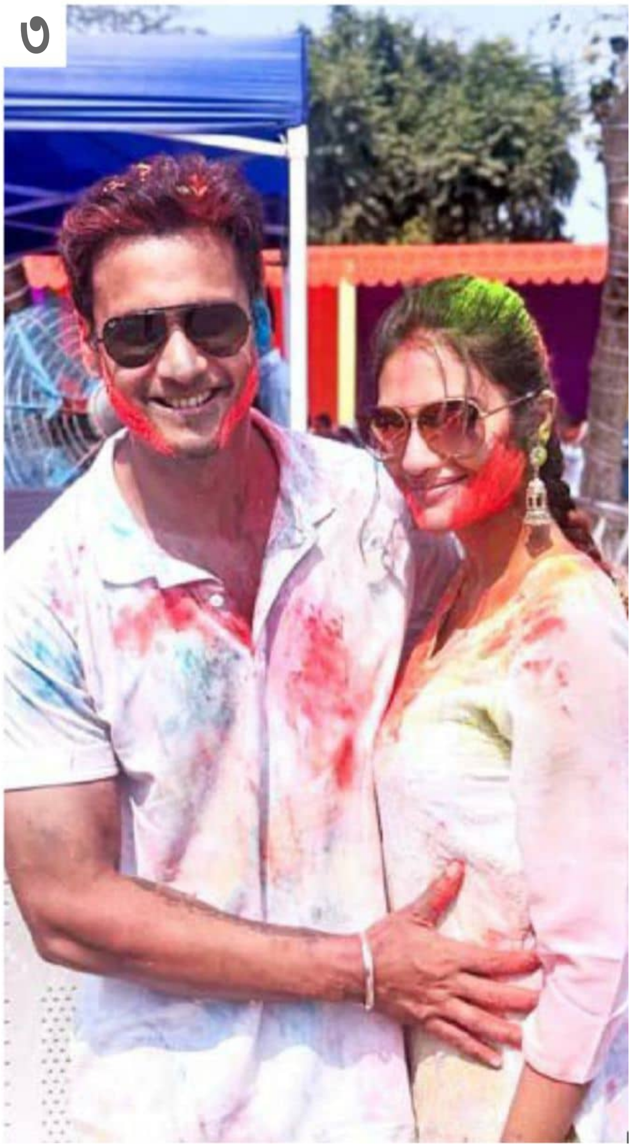


১

২



৩





৪



৫



৬



৭

১ বাবা মায়ের সঙ্গে বাড়িতে দোল উৎসবে মাতলেন দেব

২ একটি হোলি পার্টিতে ডি জে মিউজ়িকের সঙ্গে ক্লোজ় ডান্স করলেন কৌশানী মুখোপাধ্যায় এবং বনি সেনগুপ্ত

৩ দোলের রংয়ে মিলে মিশে গেলেন যশ দাশগুপ্ত ও নুসরত জাহান

৪ শহরে একটি হোলি পার্টিতে স্টেজ মাতালেন সমিধ মুখোপাধ্যায় এবং উর্বী

৫ বাড়ির নীচে হোলি পার্টিতে ছেলে সহজকে নিয়ে প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং রাহুল

৬ দোল উৎসবে মাতলেন সাহেব-সুস্মিতা

৭ একে-অপরকে রং মাখিয়ে দিলেন ঐন্দ্রিলা ও অঙ্কুশ



৯



১০





৮ নিজের প্রিয় মানুষ দেবমাল্যর সঙ্গে সিকিমে মধুমিতা সরকার

৯ নতুন বাংলা ছবি ‘দুর্গাপুর জংশন’-এর গান লঞ্চে রূপম ইসলাম ও বিক্রম



১২



১৩

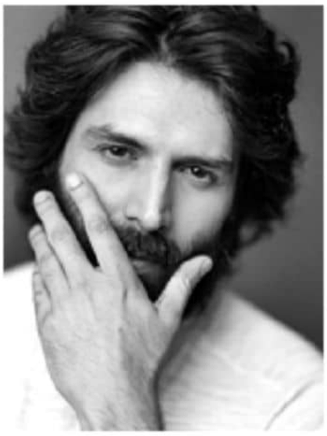
১০ প্রভাত রায়ের ৮১-তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে প্রভাত রায় ও একতা ভট্টাচার্যর সঙ্গে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়

১১ একই অনুষ্ঠানে চিরঞ্জিতের সঙ্গে প্রভাত রায়

১২ মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে অভয় দেওল ও এষা দেওল

১৩ মুম্বইতে একটি স্পোর্টস ইভেন্টে ফুটবলার মেহতাব হোসেনের সঙ্গে কার্তিক আরিয়ান

ছবিগুলো তুলেছেন প্রবীর মিত্র: ৯, ১০, ১১



কার্তিক আরিয়ান

শ্রীলীলার ইতিবৃত্ত

রশ্মিকা নয়, ইন্ডাস্ট্রিতে এখন তুমুল চর্চিত দক্ষিণী নায়িকা শ্রীলীলা। ‘পুষ্পা টু’র আইটেম সং থেকেই যেন আরও খানিক জনপ্রিয়তা পেলেন তিনি। কার্তিক আরিয়ানের পরবর্তী ছবির নায়িকাও হলেন। এ দিকে শুটিংয়ের ফাঁকেই নাকি শ্রীলীলার প্রেমে মশগুল কার্তিক। এমন জল্পনা শুরু হতেই, কার্তিককে উদ্দেশ্য করে নোরার বক্তব্য, “ও তো কাউকেই ছাড়ে না!” আবার কার্তিকের মা জানান, তাঁর ছেলের বউ যেন ডাক্তার হয়। ঘটনাচক্রে শ্রীলীলাও ডাক্তারি পড়ুয়া। দু’য়ে দু’য়ে যে চার হয়ে যাচ্ছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীলীলার প্রেমে মগ্ন কার্তিক, এ গুঞ্জনে আরও কিছুটা সিলমোহর দিয়েছে কার্তিকের বাড়িতে পারিবারিক এই অনুষ্ঠানে নায়িকার উপস্থিতি।



দক্ষিণী তারকা শ্রীলীলা

খলনায়ক শাহরুখ

অভিনয় জীবনের শুরুতে আজকের কিং খান জনপ্রিয় ছিলেন খলনায়ক হিসেবেই। পরিবর্তিতে প্রেমিক ও নায়কের অবতারে ধরা দেন তিনি। কিন্তু এক সময়ে খলনায়ক হিসেবে শাহরুখের জনপ্রিয়তা পৌঁছেছিল তুঙ্গে। সেই পুরনো অবতারেই আবার ফিরে আসতে চলেছেন তিনি। দক্ষিণী পরিচালক সুকুমারের ছবিতে নেগেটিভ চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। শাহরুখের বিপরীতে নায়কের চরিত্রে থাকবেন অল্লু অর্জুন। এর আগে দক্ষিণী পরিচালকদের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কাজ করেছেন কিং খান। এবার সুকুমারের ছবিতে মুখোমুখি অল্লু-শাহরুখ, যা নিয়ে উত্তেজিত দর্শকমহল। কিন্তু দুই ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় দুই হিরোকে এক করা যাবে কিনা, সেই নিয়ে এখনও রয়েছে সংশয়!

■ এবার খলনায়কের চরিত্রে শাহরুখ



এগিয়ে অমিতাভ

শাহরুখ, সলমনকে পিছনে ফেলে অর্থের দৌড়ে এগিয়ে গেলেন অমিতাভ বচ্চন। চলতি বছরে করদাতা হিসেবে সবচেয়ে বেশি অর্থ প্রদান করেছেন তিনি। গত বছর ৩৫০ কোটি টাকা আয় করেছেন বিগ বি। যার ফলে ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে তাঁকে মোট ১২০ কোটি টাকা কর প্রদান করতে হবে। গত বছর একাধিক বিগ বাজেটের বিজ্ঞাপন ও ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। এছাড়া 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'র সঞ্চালক হিসেবে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন। এর ফলে বিগত কয়েক বছরে করদানের তালিকায় এগিয়ে থাকা অক্ষয়, সলমন ও শাহরুখকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন অমিতাভ।

■ অমিতাভ বচ্চন

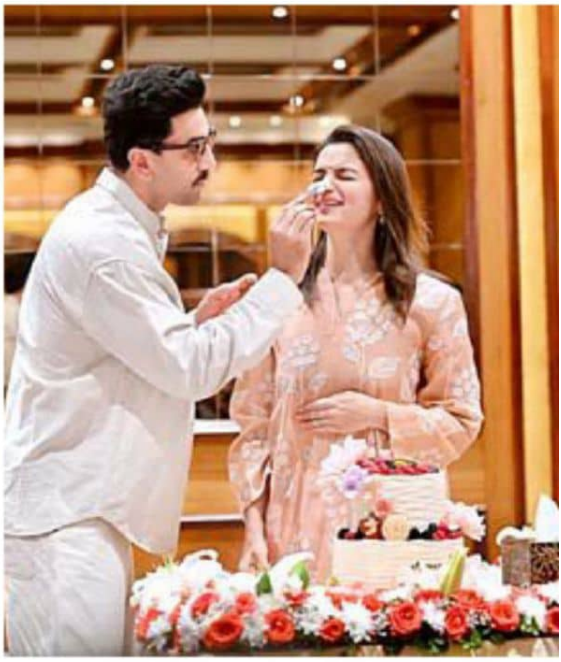


■ হৃতিক ও রাকেশ

সঙ্কটে 'কৃষ' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ি

গত বছর পর্যন্ত 'কৃষ ফোর' নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী ছিলেন রাকেশ রোশন। বরাবর 'কৃষ' ফ্র্যাঞ্চাইজ়ির ছবি দর্শকদের মন জয় করেছে। তাই সেই ছবি নিয়ে সংশয় থাকার কথাও নয়। কিন্তু সমস্যা হল বাজেট। 'কৃষ ফোর'-এর জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই কারণেই প্রযোজক পেতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এ দিকে হৃতিক মুখ্য চরিত্রে থাকলেও, পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরে যেতে চাইছেন রাকেশ রোশন। তাঁর ইচ্ছে নতুন প্রজন্ম এই দায়িত্ব নিক। অনেকে অবশ্য বলেছেন, ১২ বছর পর ছবির সিকোয়েলের জনপ্রিয়তা নিয়েও সংশয়ে রয়েছেন রাকেশ। তবে এ ছবি না হওয়ার অন্যতম কারণ আর্থিক অনটন, তা বলাই যায়।





■ রণবীর-আলিয়ার সেই সুন্দর মুহূর্ত

আদুরে মুহূর্ত

জন্মদিনের চেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকল আলিয়ার এবারের প্রাক্-জন্মদিন উদ্‌যাপন। জন্মদিনের ঠিক দু'দিন আগে মুম্বইয়ের সকল সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীদের উপস্থিতিতে কেক কেটেছেন আলিয়া ভট্ট। পাশে ছিলেন রণবীর কপূর। ফ্রেমবন্দি করে রাখার মতো তাঁদের আদুরে মুহূর্তগুলো। কখনও আলিয়াকে কেক মাখিয়ে দিচ্ছেন রণবীর, কখনও বা স্নেহের চুম্বন এঁকে দিচ্ছেন কপালে... এরপর সকল সাংবাদিককে নিয়ে একটা সুন্দর ছবি, যেখানে আলিয়াকে বাহুডোরে আগলে রেখেছেন রণবীর। তবে উদযাপন মিটতেই সাংবাদিকদের কাছে এক বিশেষ অনুরোধ রাখেন রাহার বাবা-মা। রাহার ছবি তোলা থেকে বিরত থাকতে বলেন তাঁদের। সাংবাদিকদের নিজের 'পরিবার' বলে পরিচয় দিয়ে, এই অনুরোধ করেন তাঁরা। তবে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপও নিতে পারেন, সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

সাক্ষাতে

শুভশ্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক

প্র বাংলায় ‘সারভাইভ্যাল থ্রিলার’ ছবির সংখ্যা বেশ কম। থাকলেও তা অ্যাডভেঞ্চারে সীমাবদ্ধ। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে ‘ডাইনি’র মতো একটা প্রোজেক্টে কাজ করতে চাইলেন কেন?

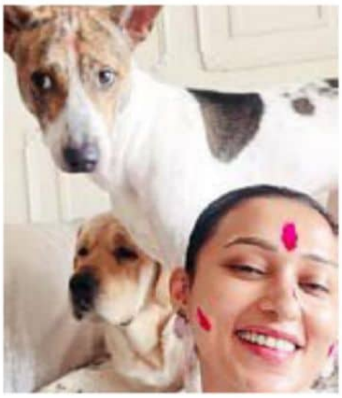
এটাই বাংলার প্রথম সারভাইভ্যাল সিরিজ়। রাজি হওয়ার কারণ, এরকম কাজ প্রথম হচ্ছে বলেই। বাংলা ছবিতে গল্পের মাধ্যমে বাস্তব জীবন খুব কমই তুলে ধরা হয়। আমি দেখেছিলাম, ‘ডাইনি’ সিরিজ়ের মাধ্যমে সমাজে একটা বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তাছাড়া এই সিরিজ়ে অভিনেত্রী হিসেবে আমার অনেক কিছু করার ছিল। অনেকেই ভাবে ‘ডাইনি’ শব্দটার সঙ্গে শুধুমাত্র ভূত-প্রেত ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু এটা আসলে একটা ‘প্রতীকী’ শব্দ। এই শব্দগুলো ব্যবহার করে সমাজে দিনের পর দিন নারীদের সঙ্গে নানা ঘটনা ঘটে চলেছে। আমি চেয়েছিলাম দর্শক এই ধরনের গল্প দেখুক। আমাদের জীবনযাপন অনেক স্বচ্ছল ও স্বাভাবিক, কিন্তু একই সময়ে দাঁড়িয়ে কোনও এক গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এরকম কোনও না কোনও ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই সিরিজ়ের সত্যতা ও গভীরতা বোঝানোর জন্য শেষে রিসার্চের সব তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্র নারী হিসেবে এই সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজে এরকম আর কী কী জিনিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন?

নারীদের ওপর হয়ে চলা শারীরিক, মৌখিক বা মানসিক যে-কোনও ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তো আমি জানতাম ‘ডাইনি প্রথা’ বলে কিছু একটা রয়েছে। কিন্তু এটা যে প্রত্যন্ত গ্রামের কোনও একটা অঞ্চলে আদতে ঘটে চলেছে, সেই ব্যাপারে আমাদের অনেকেরই হয়তো কোনও ধারণা নেই। এই যে যৌতুক নেওয়ার রীতি, এর বিরুদ্ধেও আইন তো রয়েছে। কিন্তু তাতেও আইনের চোখে ফাঁকি দিয়ে এই ধরনের ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে।



শুরু হয়েছে ‘রক্তবীজ ২’-এর শুটিং



পোষ্যরা তাঁর প্রিয় সঙ্গী

সদ্য মুক্তি পেয়েছে **মিমি চক্রবর্তী** অভিনীত দ্বিতীয় ওয়েব সিরিজ় ‘ডাইনি’। কাজ থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন, ইন্ডাস্ট্রির অন্দরের বন্ধুত্ব... সব বিষয়েই বেশ স্পষ্টবাদী অভিনেত্রী। সেই সব কিছু নিয়ে তাঁর সঙ্গে আড্ডায়

সাগরিকা চক্রবর্তী

বাসে, ট্রেনে প্রতিনিয়ত মেয়েদের অবাঞ্ছিত স্পর্শগুলো মেনে নিতে হয়! ২০২৫- এ দাঁড়িয়ে পুরুষ-নারীর সমান অধিকারের দাবি করি আমরা অথচ বাসে এখনও পর্যন্ত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সিট থাকে। ট্রেনে মহিলাদের জন্য আলাদা কামরা... তাহলে আর কীসের সমানাধিকার চর্চা? পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বড় প্রমাণ, স্যানিটারি ন্যাপকিন নিয়ে দ্বিধাবোধ। যে প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানব জীবন জড়িয়ে রয়েছে, সেটাকেই অন্তরালে রাখার চেষ্টা। দোকানে স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে গেলে এখনও লুকিয়ে নিয়ে আসা হয়, কেন? এটা তো নারী জীবনের একটা অংশ! আর এটা ছাড়া তো একটা সমাজ গড়ে ওঠাই অসম্ভব। আগেকার সময়ের সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে বাল্যবিবাহ এবং এখনও পর্যন্ত সমাজের নারীদের উপর যা যা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা যা অন্যায় করা হচ্ছে, এই সবকিছুর বিরুদ্ধেই রুখে দাঁড়ানোর প্রয়োজন।

প্র এরকম প্রতিবাদী চরিত্রেই তো আপনাকে বেছে নেওয়া হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিংবা ‘রক্তবীজ’-এর মতো অ্যাকশন ছবিও আপনার হাত ধরে হিট হয়...

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রেরই আকার ধারণ করতে হয়। আমি জানি না আমাকে কী ভেবে বা কী কারণে এই ধরনের ছবিতে কাস্ট করা হয়। কিন্তু যে ধরণের চরিত্রেই আমাকে কাস্ট করা হোক না কেন, সেটার জন্য আমি নিজের প্রাণ উজাড় করে দিই। প্রস্তুতি পর্ব থেকে শুরু করে শুটিং পর্ব, চরিত্রের প্রয়োজনে আমি কোথাও যাই না, কারও সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করি না। যতদিন না পর্যন্ত আমি ‘মিমি’ থেকে ওই চরিত্রটা হয়ে উঠতে পারছি, ততদিন এটা চলতেই থাকে। পর্দায় আমাকে দেখে যেন মিমি না মনে হয়। মনে হয় ওই বিশেষ চরিত্রটি আসলে আমি।

প্র খুব কম সময়ের ব্যবধানে



কখনও খারাপ ছিল না: মিমি চক্রবর্তী

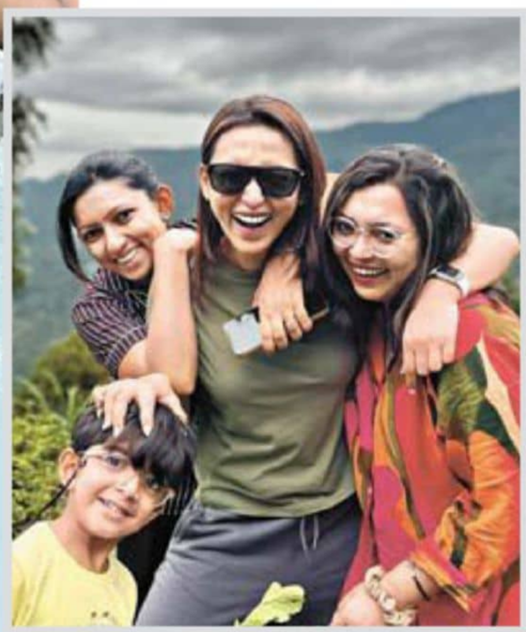


ওটিটিতে দুটো কাজ। সিনেমার চেয়েও কি বেশি সাড়া পাচ্ছেন?

‘যাহা বলিব সত্য বলিব’ করার পর সবার একটাই প্রশ্ন ছিল, এতদিন পর কেন ওটিটি প্ল্যাটফর্মে এলাম? এই দুটো সিরিজ় থেকে আমি অনেক জনপ্রিয়তা পেয়েছি। যেদিন মুক্তি পেয়েছে সেদিন থেকেই কাছের মানুষদের ফোন ভর্তি মেসেজ এবং শুভেচ্ছা বার্তা... আসলে সিনেমার ক্ষেত্রে একটা গল্পকে তুলে ধরার জন্য খুব কম সময় পাওয়া যায়। ওটিটিতে সেই সময়টা বেশি। অবশ্য আমার এই দুটো সিরিজ়ই কম সময়ের। এই সিরিজ়টা তো প্রায় সিনেমার আকারে শুট করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে আড়াই ঘণ্টা, ছ’টি পর্ব মিলিয়ে। ওয়েব সিরিজ় করার পর তা ভাল হবে তো ভেবেছিলাম, কিন্তু দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা এতটা বেশি পাব, সেটা ভাবতে পারিনি।

প্র ছবির ক্ষেত্রেও আপনার এই গ্রহণযোগ্যতাটা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এক বলে মনে হয়?

সেটা তো সম্পূর্ণভাবে দর্শকদের ওপর নির্ভর করছে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দর্শক ‘আলাপ’, ‘তুফান’, ‘রক্তবীজ’ সবগুলোই



■ পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে বেশি ভালবাসেন



■ মায়ের সঙ্গে ফ্রেমবন্দি

পছন্দ করেছে। ওয়েব সিরিজ়ও একই ভাবে পছন্দ করছে। আমার মনে হয়, কাজের মধ্যে বৈচিত্র থাকতে হবে। তবেই সেটা দর্শক গ্রহণ করবে। এটার জন্য আমি অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাই দর্শকদের, কারণ তারা আমার প্রতিটা কাজকে পছন্দ করেছে। আর যারা আমার কাছে কাজ নিয়ে আসে, তাদেরও। তারাই আমার কাজের মধ্যে বৈচিত্র রাখার চেষ্টা করেছে।

প্র প্রাক্তন সাংসদ হিসেবে ছবি হোক বা রাজনীতির ময়দান, প্রচারে কতটা বিশ্বাস রাখেন?

আমি শুধুমাত্র কাজে বিশ্বাস করি। আমাকে কেউ ফলো করলেই বুঝতে পারবে, আমি ব্যক্তিগত জীবনটাকে কতটা গোপনে রাখতে পছন্দ করি। ক্লাবিং, শপিং... এসব কোনও কিছুতেই আমাকে বিশেষভাবে দেখতে পাবেন না। তবে যাঁরা প্রচারে বিশ্বাস রাখেন বা করেন, তাঁদের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, কাজ ভাল হলে কোনও প্রচার ছাড়াই তা দর্শকদের কাছে অনায়াসে পৌঁছে যাবে। এটাই বিশ্বাস আমার। অবশ্য ভগবানের আশীর্বাদ, মা-বাবার আশীর্বাদও প্রয়োজন একই সঙ্গে। তবে রাজনীতি হোক বা সিনেমা, কাজটাই আসল।

প্র আপনার এই সিরিজ়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রির অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন, সঙ্গে শুভশ্রীও। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা বাস্তবেও রয়েছে?

আমার আর শুভশ্রীর মধ্যে এই ব্যবধানটা কেন বারবার হাইলাইট করা হয়, বুঝতে পারি না! আমাদের মধ্যে কখনওই খারাপ সম্পর্ক ছিল না। ও আমার সম্পর্কে কোনওদিন খারাপ কথা বলেনি, আমিও ওর সম্পর্কে কোনওদিন কোনও খারাপ কথা বলিনি। অন্য বিষয় টেনে বারবার এসব নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। এসবের থেকেই মানুষের মনে আমাদের নিয়ে একটা অদ্ভুত কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। শুভশ্রী আমার অনেক আগে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছে। ও আমার সিনিয়র। আমি ওকে যথেষ্ট সম্মান করি, যথেষ্ট ভালবাসি। শুভশ্রীও আমাকে একইভাবে সম্মান করে, ভালবাসে।

প্র আপনাদের অতীতের দূরত্বটা (রাজের সঙ্গে বিয়ে) তার মানে মিথ্যে প্রচার বলছেন?

এখনকার দিনে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা খুব কম মানুষই করেন। তাই লিখে দিতে বেশি সময় লাগে না। পরবর্তী প্রতিক্রিয়া বা প্রভাবের কথা মানুষ একবারের জন্যও চিন্তা করে না। একটু আগেই বলছিলাম না, আমি সব সময় নিজেকে একটু আড়ালে বা দূরে রাখতে পছন্দ করি। ঠিক এটাই হল তার অন্যতম কারণ... নিজে থেকেই মানুষ বিভিন্ন জিনিস উপলব্ধি করতে শুরু করে। আর ছোট একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে এত বিরোধ থাকবেই বা কেন? আমি জানি না অন্য কারওর কী মনে হয় বা তাদের প্রতিক্রিয়া কী। কিন্তু অন্য কেউ পুরস্কার পাচ্ছে বা ভাল কাজ করছে, এটা সামনে থেকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।



■ জন্মদিনে বাবার সঙ্গে



■ 'ডাইনি' ওয়েব সিরিজ়ের প্রেস-মিটে টিমের সকলের সঙ্গে মিমি

Tum Mile আমাদের মিলিয়েছে :- আজ আমরা দুই মডেল এবং অভিনেত্রীর বন্ধুত্বের গল্প বলব। এই বন্ধুত্বের শুরু হয় কিন্তু একটি মিউজিক অ্যালবাম থেকে যেটি খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে Saregama Music এ (Tum Mile) রবি চৌধুরীর গানে। ৯০'s এর বিখ্যাত একটি হিন্দি গানের রিক্রিয়েট ভার্সন। আমরা কথা বলছি প্রহেলিকা এবং ঋত্বিকার। প্রহেলিকা নামটা আপনাদের অনেকের কাছেই সুপরিচিত, তার ঝুলিতে রয়েছে বেশ কিছু সিনেমা, সিরিজ, মিউজিক অ্যালবাম এছাড়াও বহু নামী ব্র্যান্ডের অ্যাড এবং টিভি কমার্শিয়ালেও আমরা তাঁকে দেখতে পাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ২ লাখের বেশি ফলোয়ার তার । অন্যদিকে ঋত্বিকারও বেশ কিছু কাজ আসতে চলেছে। তাছাড়াও তার হিন্দি একটি মিউজিক অ্যালবাম আসতে চলেছে। ইন্ডাস্ট্রি তে নিজের জায়গা কিন্তু দিন দিন শক্ত করে চলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় রয়েছে ৬০ হাজারের বেশি ফলোয়ার। দুজনের একসঙ্গে বেশ কিছু কাজ পর পর আসছে। দুটি মিউজিক অ্যালবাম এবং একটি ফিচার ফিল্ম। প্রশ্ন:- সিনেমার জন্য কি প্রস্তুত ছিলেন দুজন? প্রহেলিকা:- শুধুই সিনপসিস পেয়েছি স্ক্রিপ্ট এখনও রেডি হয়নি, তবে যেহেতু সময় টা ১৮৬০ এর তাই ওইসময়ের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটু পরাশোনা করছি, আমি শুট শুরু হওয়ার আগে একটা ট্রিপ এ যাচ্ছি যাতে একটু হালকা হয়ে আসতে পারি। (হেসে)ঋত্বিকা:- আমাদের দুজনেরই খুব কঠিন কিছু পাঠ আছে সেগুলো নিয়ে একটু চর্চা করছি। বাংলা ভাষায় ১৮৬০ এর বাচন ভঙ্গি রপ্ত করছি, আর একটু বেশি হাই ফ্যাট যুক্ত খাবার খাচ্ছি সিনেমার প্রয়োজনে ওজন বাড়াতে হবে। প্রশ্ন:- ফিউচারে কি প্ল্যানিং?প্রহেলিকা:-আমি নিজে কোনও প্ল্যান করিনা, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কৃষ্ণকে খুব মানি,তাকেই প্ল্যান করতে দিয়েছি। তবে আরও ভালো কাজ করার আশা আছে, জীবনে fullest বাঁচার আশা আছে। আমি জানি কৃষ্ণ এইসব পূরণ করবেন। ঋত্বিকা:- আর যাইহোক তাড়াতাড়ি বিয়ে করার প্ল্যান নেই (হেসে), নিজেকে বড় অভিনেত্রী হিসেবে দেখতে চাই , একটাই জীবন এখানে রিগ্রেটের কোনো জায়গা রাখতে চাইনা। ওদের জন্য ওদের আগামী কাজের জন্য অনেক শুভ কামনা।







Name : Prahelika Solitaire
Insta Id : Prahelikasolitaire
Name : Rittika Nandi
Insta Id : Rittika Nandi

Click : Soumyo Shubhra Das
Agency : The Aristro (Mob : 7686001051)
Mua : Mou Jain Chakraborty



গৌরী স্প্র্যাট ও আমির খান

আমিরের প্রেমযোগ

আমির খানের নতুন প্রেম নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। কিন্তু দীর্ঘ ১৮ মাস গোপনে প্রেম কীভাবে সম্ভব? আমিরের স্বীকারোক্তি কি যথেষ্ট?

লিখছেন **সাগরিকা চক্রবর্তী**



পাপারাৎজ়ির ক্যামেরায় ধরা পড়েন তাঁরা

তৃতীয় বার প্রেমে পড়েছেন আমির খান। এই ব্যাপারে তিন খানের মধ্যে এগিয়ে তিনিই! প্রথম স্ত্রী রিনা দত্তর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর পরিচালক কিরণ রাওয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন আমির। স্বামী হিসেবে নিজের জায়গা ধরে থাকতে না পারলেও, বাবা হিসেবে তিনি সত্যিই 'মিস্টার পারফেকশনিস্ট'। জুনেইদ এবং ইরাকে আগলে রাখেন সবসময়। কিন্তু এই মানুষটার যে মানসিক শান্তির প্রয়োজন ছিল, তা হয়তো বুঝতে পারেনি কেউই। দু'বারের বিচ্ছেদের পর অবশেষে সঠিক মানুষের খোঁজ পেলেন অভিনেতা। বেঙ্গালুরু নিবাসী গৌরী স্প্র্যাটকে মন দিয়েছেন তিনি। তবে গোপনে। প্রায় দেড় বছর একে অপরকে ডেট করছেন। কিন্তু সকলের অন্তরালে এই অসম্ভবকে কীভাবে সম্ভব করলেন আমির?

দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু যাতায়াত করতেন তিনি। মুম্বইয়ে পাপারাৎজ়ির চোখে ফাঁকি দিয়ে এভাবেই বেঙ্গালুরুতে সময় কাটাতেন তাঁরা দু'জন। এখানে কারও কাছেই ছিল না সেই খবর। সম্প্রতি নিজের জন্মদিনে গৌরীর কথা প্রকাশ্যে আনেন আমির খান। ১৪ বছরের ছোট গৌরীকে নিয়ে নিজের জীবনে স্বস্তিতে রয়েছেন আমির!



একটি অনুষ্ঠানে আমির-গৌরী একসঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন কিরণ ও রিনাও

আপাতত গৌরীর স্থায়ী ঠিকানা মুম্বই। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে এখানেই রয়েছেন। আমির খানের প্রযোজনা সংস্থায় কাজ করেন। তাঁদের আলাপ প্রায় ২৫ বছর আগে। অনেক আগে আমির খানের একটি ছবিতে প্রযোজনা সংস্থার হয়ে গৌরী কাজ করেছিলেন। মাঝে অবশ্য তাঁদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। শেষ দেড় বছরে তাঁরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছেন। গৌরী বিবাহবিচ্ছিন্না। স্টাইলিং অ্যান্ড ফোটোগ্রাফি ফ্যাশন নিয়ে পড়াশোনা করে একাধিক সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। শরীরচর্চা ভীষণ ভালবাসেন। ভালবাসেন বই পড়তে আর ঘুরতে।

আমিরকে মন দিলেও, হাতে গুনে আমিরের মাত্র দু'টি ছবি গৌরী দেখেছেন। তাতে অবশ্য কোনও আক্ষেপ নেই খান মহারাজের। তাহলে বিয়েটা কবে? এ প্রশ্ন শুনে বিস্তর হেসেছেন পারফেকশনিস্ট নিজেও। ৬০ বছরের জন্মদিনে এ বিষয়ে মুখ খোলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন গৌরীর। তবে প্রেম করেছেন বিয়ের জন্য নয়। গৌরীকে নিজের জীবনে পেয়ে শান্তিতে রয়েছেন তিনি। অপর দিকে স্বাধীনচেতা গৌরী জানিয়েছেন শান্ত, নরম মনের মানুষ খুঁজছিলেন এবং পেয়েছেন। তবে বিয়ে আপাতত নয়।



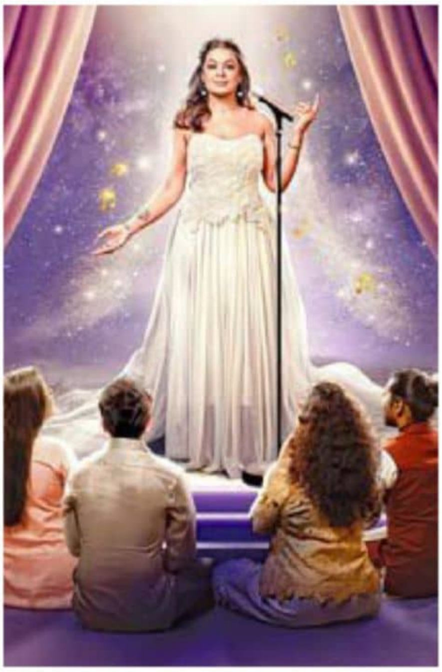
■ অরিজিৎ সিংহ

রবীন্দ্রসঙ্গীতের পারিশ্রমিক

মুম্বইয়ের এক অডিয়ো সংস্থার উদ্যোগে হিন্দিতে অনুবাদ করা হচ্ছে ছ'টি রবীন্দ্রসঙ্গীত। নেপথ্যে রয়েছেন বাবুল সুপ্রিয়। তিনি গীতিকার অমিতাভ ভট্টাচার্যকে গান অনুবাদের দায়িত্ব সঁপেছিলেন। শান, বাবুল সুপ্রিয়, শ্রেয়া ঘোষাল, মধুমন্তী বাগচি গান গেয়েছেন এই নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীতের হিন্দি অ্যালবামে। কথা ছিল অরিজিৎ সিংহ একটি একক এবং দ্বৈত গান গাইবেন এখানে। কিন্তু শোনা গিয়েছে, এই দু'টি গান গাইতে নাকি অরিজিৎ সিংহ তিন কোটি টাকা পারিশ্রমিক দাবি করেছেন। পারিশ্রমিকের অঙ্ক শুনে কার্যত হতবাক বাবুল। জানা গিয়েছে, বাকি সঙ্গীতশিল্পীরা ন্যায্য পারিশ্রমিকের চেয়ে অনেক কম পারিশ্রমিকে গান গেয়েছেন। বাবুল ভেবেছিলেন অরিজিৎ হয়তো রবীন্দ্র সঙ্গীতের কথা ভেবেই রাজি হয়ে যাবেন। কিন্তু সেটি আর হয়নি। তাতে বেশ অবাক হয়েছেন বাবুল।

শহরের বুকে ইমনের ব্রডওয়ে মিউজ়িক্যাল

কলকাতা শহরের বুকে দু'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল এক অভিনব প্রযোজনা। ব্রডওয়ে মিউজ়িক্যালের ধাঁচে 'তোমাকে দেখব বলে'। সঙ্গীতশিল্পী ইমন চক্রবর্তীর একক অনুষ্ঠান। তবে এই অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল পাশ্চাত্য অপেরার আদলে নাচে, গানে, অভিনয়ে ভর করে। ইমন নিজেই নিজের গান গাইছেন আবার অভিনয়ও করছেন। এই অপেরাধর্মী মিউজ়িক্যালটি সাজানো হয়েছিল ইমনকে ঘিরে চারজন বন্ধুর বন্ধুত্বের উদ্‌যাপন দিয়ে। ইমন নিজেও এই গল্পের একটি চরিত্র, তিনিই গল্পের ক্যাটালিস্ট। চরিত্ররা কখনও কোরাসের হারমনি গাইছেন, আবার চোখের পলকে তাঁরাই জীবন্ত চরিত্র হয়ে অভিনয় করছেন। মিউজ়িক ডিজ়াইন থেকে সেট... সবকিছু জুড়ে মঞ্চে একের পর এক মায়াবী মুহূর্তের সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ প্রযোজনাটির পরিচালনায় নীলাঞ্জন ঘোষ। চিত্রনাট্য লিখেছেন আকাশ চক্রবর্তী। ইমন সঙ্গীত একাডেমির ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রধান কলাকুশলী। ইমন-এর ব্যান্ড টিম টুগেদারনেস এর মিউজ়িশিয়ানরাই সঙ্গী হয়েছেন এই অপেরার। ইমন চক্রবর্তী জানান, "খুবই ইচ্ছা ছিল একটু অন্য ধরনের কাজ করি। তবে এই ভাবনাটা নীলাঞ্জনের মাথায় প্রথম আসে। আমরা বিদেশে 'দ্য ফ্যান্টম অফ দ্য অপেরা' দেখেছিলাম। সেই থেকেই এই অপেরাধর্মী মিউজ়িক্যাল এর পরিকল্পনা তৈরি হয়।" এই শোয়ের প্রস্তুতির জন্য ইমন গত কয়েকদিন বাইরের কোনও শো করেননি।



■ ইমন চক্রবর্তী



আইফার মঞ্চে শাহিদ-করিনার রি-ইউনিয়ন

পুনর্মিলন এরেই কয়

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় রিয়েল লাইফ কাপল ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিচ্ছেদের পর তিক্ততা এমন পর্যায়ে যায় যে, মুখ দেখাদেখিও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আবার একসঙ্গে **শাহিদ কপূর-করিনা কপূর খান**! খবর দিচ্ছেন **আসিফ সালাম**

গত বছর দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের অনুষ্ঠানের ঘটনা। রেড কার্পেটের মঞ্চে শাহিদ কপূরের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন পরিচালক রাজ অ্যান্ড ডিকে। করিনা কপূর খান এলেন, রাজের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন এবং চলে গেলেন। শাহিদ কপূর যে ওখানে উপস্থিত, তা একপ্রকার পাত্তাই দিলেন না! যদিও শাহিদ পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসিমুখেই দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু শাহিদকে ইচ্ছাকৃত অগ্রাহ্য করার বিষয়টি নজর এড়ায়নি নেটিজেনদের। ২০০৭ সালে প্রেম সম্পর্কে ইতি টানার প্রায় ১৭ বছর পরও কি তাহলে তিক্ততা একফোঁটা কমেনি? পাশে দাঁড়ানো প্রাক্তন প্রেমিককে এমনভাবে অবহেলা করছেন যখন, তাহলে কি মুখ দেখাদেখিও বন্ধ করিনা-শাহিদের? এই নিয়ে সরগরম ছিল চারিদিক। বলিউডে তিক্ত বিচ্ছেদের সমীকরণ যেমন আছে, তেমন আবার বিচ্ছেদ-পরবর্তী বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উদাহরণও প্রচুর। শাহিদ ও করিনার সম্পর্ক তিক্ততা দিয়ে শেষ হলেও, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা হয়তো থিতিয়ে যাবে, ধরে নিয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু না, ২০২৪-এ ছবিটা একেবারে আলাদা ছিল।

কাট টু, আইফা ওটিটি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫। সাংবাদিক সম্মেলনে দেখা গেল একেবারে ব্যতিক্রমী ছবি! শাহিদ ও করিনা পাশে দাঁড়িয়ে খোশমেজাজে গল্প করছেন। কোথাও তিক্ততার আভাসটুকু নেই। এমনকি, একে অপরকে উষ্ণ আলিঙ্গনও করলেন তাঁরা। পাশে দাঁড়ানো কার্তিক আরিয়ান ও করণ জোহরও কি পুরোটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন? ফ্যানেরাও বোধহয় মেলাতে পারছিলেন না! এই শাহিদ-করিনাকে তো তাঁরা আগে দেখেননি! এক বছরে সমীকরণ এতটা বদলে গেল কীভাবে? জল্পনায় ঘি ঢেলে শাহিদের মন্তব্য, "আমাদের জন্য ব্যাপারটা নতুন নয়। আজ স্টেজে দেখা হল। এমনিতে এদিক-ওদিক আমাদের দেখা হতেই থাকে। একদমই স্বাভাবিক বিষয়। মানুষের ভাল লেগে থাকলে, ভাল।" তবে সাম্প্রতিক কালে প্রকাশ্যে এই জুটিকে খুব একটা একসঙ্গে বলে মনে করতে পারছেন না কেউই। তাহলে কি দু'জনে পুরনো সম্পর্ককে বন্ধুত্বের মোড়কে জোড়া লাগিয়ে নিয়েছেন? গত এক বছর ক্যামেরার আড়ালে দেখাসাক্ষাৎ করেছেন তাঁরা? শাহিদের কথায় ইঙ্গিত স্পষ্ট...

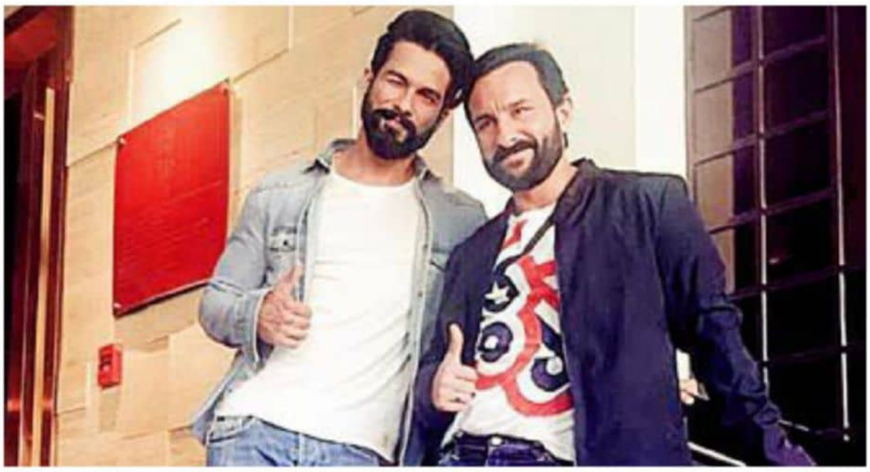
করিনার গোপন প্রেম, তাই ভাঙে সম্পর্ক?

আইফায় তাঁদের সুসম্পর্কের নেপথ্য কারণ খোঁজার আগে একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক। ২০০৪ সালে প্রেমের শুরু। শোনা যায়, 'ফিদা'র সেটে নাকি শাহিদের প্রেমে পড়েন করিনা। 'কফি উইথ করণ'-এর এক পর্বে করিনা জানিয়েছিলেন, প্রেমের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথমে এগিয়েছিলেন। প্রায় দু'মাস করিনা শাহিদকে রাজি করানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। লাজুক স্বভাবের শাহিদের নাকি শুরুর দিকে কোনও আগ্রহই ছিল না! বরং, করিনাই তাঁকে মেসেজ করতেন, বাইরে খেতে যেতে বলতেন। এভাবেই ধীরে ধীরে প্রেমের শুরু তাঁদের। ২০০৪ থেকে ২০০৭ অবধি চলে প্রেম। শাহিদের জন্যই নাকি আমিষ খাওয়া

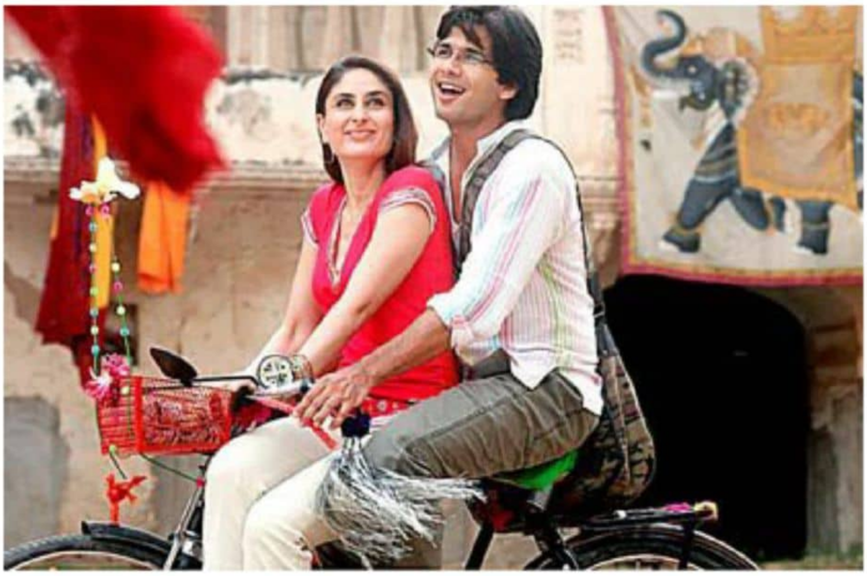
ছেড়ে দেন করিনা। করণ জোহরের মতে, সে সময়ে করিনা খানিকটা আধ্যাত্মিকও হয়ে ওঠেন। শাহিদেরই প্রভাবে। বছরতিনেকের প্রেমপর্ব কারও কাছ থেকে লুকোনোর চেষ্টা করেননি তাঁরা। এমনকি, তাঁদের চুম্বনের ছবিও সে সময়ে ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল। এমন তুমুল প্রেম ভাঙল কেন, তার কারণ সুস্পষ্ট নয়। কেউ বলেন, করিনার মা ববিতা ও দিদি করিশমা কপূর চাননি শাহিদের সঙ্গে করিনার সম্পর্ক। কপূর পরিবারের ঐতিহ্য ও বিত্তের ধারেকাছেও শাহিদের পরিবার আসেন না... এমনটাই ভাবতেন তাঁরা। পরিবারের চাপেই নাকি প্রেমে ইতি পড়ে। আবার শাহিদের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতে, বিচ্ছেদের জন্য দায়ী করিনাই। আউটডোরে শুটিংয়ে গিয়ে এক সহ অভিনেতার প্রেমে মশগুল হয়ে যান করিনা। মুম্বই ফিরে আসার পর শাহিদ পুরো ঘটনা জানতে পারেন, কিন্তু করিনা এমন ভাব দেখান যেন কিছুই হয়নি! এই সহ অভিনেতা সেফ আলি খান, এমনটাই ধরে নেওয়া হয়। 'তশন'-এর সেটে তাঁদের প্রেম গাঢ় হয়। পরবর্তীকালে শাহিদকে এক সাক্ষাৎকারে নেহা ধুপিয়া প্রশ্ন করেন, তাঁকে কেউ প্রেমে ঠকিয়েছে কি না? তিনি বলেন, "একজনের ব্যাপারে তো আমি নিশ্চিত। আর একজনেরটা নিশ্চিত হয়ে বলতে পারছি না।" অনেকেই ধরে নেন তাঁর ইঙ্গিত করিনার দিকে। তবে ইন্ডাস্ট্রির কোনও কোনও সূত্রের মতে, শাহিদ ডমিনেটিং বয়ফ্রেন্ড হতে চেয়েছিলেন। করিনা কোন ছবি করবেন, কার সঙ্গে কাজ করবেন, সবই নাকি তিনি ঠিক করে দিতে চাইতেন। দু'জনের জীবনধারা ও ব্যক্তিত্বও আলাদা ছিল।

'জব উই মেট'-এর সেটে কথা বন্ধ?

শাহিদ-করিনার উত্তাল প্রেমে ছেদ পড়ে যখন, তখন 'জব উই মেট'-এর শুটিং শেষ হয়নি। তবে বেশিরভাগ শুটিংই শেষ হয়ে যাওয়ায় অসুবিধে হয়নি। ইমতিয়াজ় আলি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "ছবির প্রায় শেষের দিকে ওঁদের ব্রেক আপ হয়। বেশিরভাগ শুটিংই হয়ে গিয়েছিল তখন। ব্রেক আপের পর দিন দুয়েকের শুটিং বাকি ছিল। তবে ওঁরা দুজনেই পেশাদার, ফলে কোনও প্রভাব পড়েনি।" ভাল অভিনেতা হওয়ায় কাজ হয়তো উতরে গিয়েছিল, কিন্তু শোনা যায় ছবির সেটে কথা অবধি বলতেন না দু'জনে। কিন্তু তার বহু বছর পরে 'উড়তা পঞ্জাব'এ একসঙ্গে কাজ করেন শাহিদ-করিনা। তবে একসঙ্গে কাজ করলেও একসঙ্গে কোনও দৃশ্য ভাগ করে নেননি তাঁরা। এই নিয়ে ছবির প্রচারে শাহিদকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি এড়িয়ে যান। তবে করিনা বলেন, তাঁদের যদি কেউ একসঙ্গে দেখতে চান, তাহলে 'জব উই মেট'এর ডিভিডি কিনে দেখতে পারেন। ওই সময়েই শাহিদকে প্রশ্ন করা হয়, 'জব উই মেট'-এর সিকোয়েল হলে, তিনি করিনার সঙ্গে কাজ করবেন কি না। শাহিদ জানিয়েছিলেন, "সিকোয়েল হওয়ার থাকলে আগেই হতে পারত। ইমতিয়াজ় আলিও মুভ অন করে গিয়েছেন।" পরে করিনা এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'জব উই মেট' ও 'তশন'এর সময়ে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। এবং তার পরেই যে যাঁর রাস্তা বেছে নেন।



প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামী, অর্থাৎ করিনার স্বামী সেফ আলি খানের সঙ্গে বরাবর সুসম্পর্ক ছিল শাহিদের



'জব উই মেট'-এর সিকোয়েল আসবে বলেই কি লোকদেখানো অভিনয়?

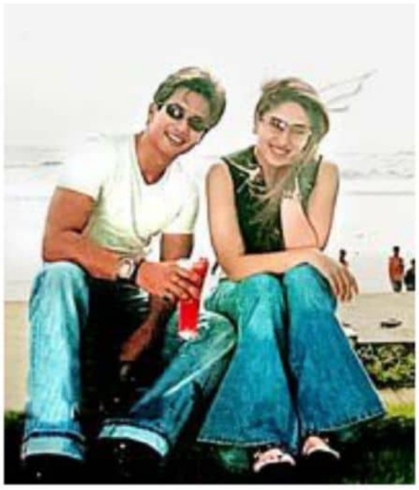
বরফ গলার ইঙ্গিত আগেই ছিল?

করিনা এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, শাহিদ বন্ধুর মতো ভাল। কিন্তু তাঁর ইগোর সমস্যা ছিল। সম্পর্কে ফাটল তৈরি করেছিল সেই ইগো। সামান্য কথাতে ঝগড়া হত। ঝগড়া হলে নাকি শাহিদ কথা বলা বন্ধ করে দিতেন। ফোনও করতেন না। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শাহিদ বদলেছেন, এ কথাও ওই সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেন অভিনেত্রী। বিচ্ছেদের খানিক পরপরই সেফ আলি খানের সঙ্গে করিনার সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসে। সে সময়ে নিন্দুকদের একাংশ করিনাকে 'গোল্ড ডিগার' বলেও অভিহিত করেন। ২০১২-তে করিনার বিয়েতে শাহিদ তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। অনেকের মতে, তিক্ততা থাকলেও প্রকাশ্যে সৌজন্য প্রকাশ করতে ভোলেননি অভিনেতা। তবে আড়ালে আবডালে দু'জনের কেউই নাকি একে অপরকে নিয়ে ইতিবাচক কথা বলতেন না। এর তিন বছর পরে শাহিদের বিয়ের সময়েও করিনা তাঁকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি এও বলেন, শাহিদ নাকি আগেই তাঁকে জানিয়েছিলেন বিয়ের ব্যাপারে। করিনা সে সময়ে বলেছিলেন, "মিডিয়াকে জানানোর আগেই ও আমাকে জানিয়েছিল যে বিয়ে



'উড়তা পঞ্জাব'-এর প্রচারের সময় একে-অপরের সঙ্গে কথা বলেননি শাহিদ-করিনা

করতে চলেছে।" তবে বিয়েতে নাকি করিনা নিমন্ত্রণ পাননি, তেমনটাও শোনা গিয়েছিল। 'রঙ্গুন-এর কাস্টিংয়ে সেফ আলি খান ও শাহিদ কপূর ছিলেন। অনেকে ধরে নেন করিনাও হয়তো থাকবেন। কিন্তু শেষমেশ ছবিতে অভিনয় করেন কঙ্গনা রানাওয়াত। তাহলে কি বিচ্ছেদের পরে 'উড়তা পঞ্জাব' ছাড়া (তাও স্ক্রিন শেয়ার নয়) আর প্রাক্তনের সঙ্গে কাজ করতে চাননি কেউই? করিনা অবশ্য তখন বলেন, স্ক্রিপ্ট ভাল হলে আর ভাল পারিশ্রমিক পেলে কারও সঙ্গে কাজ করতেই আপত্তি নেই তাঁর। ইন্ডাস্ট্রি সূত্রের খবর, শাহিদের তুলনায় করিনা এই বিচ্ছেদকে সহজভাবে নিয়েছিলেন। শাহিদ প্রকাশ্যে ভদ্রতা মেন্টেন করলেও, একটা সময় অবধি পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেননি। তবে করিনার সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধে নেই, এ কথা 'উড়তা পঞ্জাব'এর সময়েই জানিয়েছিলেন শাহিদ। 'রঙ্গুন'-এ প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীর সঙ্গে কাজ করতে দ্বিধাবোধ করবেন কি না, এমন প্রশ্নও শুনতে হয়েছিল শাহিদকে। তিনি বলেন, "থ্যাঙ্ক গড, সেফ অ্যান্ড আই নেভার হ্যাড অ্যান অ্যাফেয়ার।" তিনি এও বলেন, একটা সময়ের পরে সকলেই পরিণত হয়ে ওঠেন। সারাজীবন বোঝা বয়ে বেড়ানো তো সম্ভব নয়। তাই একটা সময়ের পর অপ্রয়োজনীয় ব্যাগেজ ঝেড়ে ফেলতে হয়। বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কথাবার্তাতেই স্পষ্ট, অতীতকে পুরো ভুলতে পারেননি হয়তো কেউই। কিন্তু প্রকাশ্যে অসৌজন্যতাও দেখাননি কেউ কাউকে। এমনকি, প্রেগন্যান্ট করিনাকে এক অনুষ্ঠানে দেখে শাহিদ তাঁর বাবা হওয়ার অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন প্রাক্তনের সঙ্গে। করিনার সন্তান জন্মের তারিখও জানতে চান। আবার শাহিদের স্ত্রী মীরা রাজপুতের প্রেগন্যান্সির খবর নাকি



যখন তাঁরা প্রেম করতেন, সেই সময় মুম্বইয়ে

প্রথম জানতেন করিনাই! হয়তো শাহিদের বক্তব্যই ঠিক... একটা সময়ের পর পুরনো তিক্ততা পুরোপুরি না মেটাতে পারলেও, তা অনেকটাই ম্লান হয়ে আসে হয়তো। তাই বোধহয় আইফার মঞ্চেও একে অপরের সঙ্গে উষ্ণতা বিনিময়ে পিছপা হননি তাঁরা।

'জব উই মেট ২'-এর কারণেই এতকিছু?

শাহিদ-করিনার আইকনিক 'জব উই মেট'এর পরিচালক ইমতিয়াজ় আলিকে একাধিকবার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে যে, কবে তিনি ছবির সিকোয়েল বানাবেন। শাহিদ-করিনার সমীকরণ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, তাতে অন্তত তাঁদের নিয়ে সিকোয়েল ভাবনারও বাইরে ছিল এতদিন। একবার করিনা বলেওছিলেন, সিকোয়েল হলে গীতের ভূমিকায় তিনি কুশা কপিলাকে দেখতে চান। কিন্তু অমন কাল্ট হিট ছবির নায়ক-নায়িকা বদলে গেলে কি আর সেই চার্ম থাকবে? যদিও এই ছবির সিকোয়েল বা শাহিদ-করিনাকে নিয়ে কোনও ছবি ভাবনাতে নেই, জানিয়েছিলেন ইমতিয়াজ়। কিন্তু আইফা পর্বের পর অনুরাগীরা ক্রমাগত অনুরোধ করছেন পরিচালককে, যাতে ছবির সিকোয়েল বানান তিনি। ইমতিয়াজ় বলেছেন, "শাহিদ-করিনার আইফায় সাক্ষাতের বিষয়টি বেশ ইন্টারেস্টিং। লোকে আবার আমাকে 'জব উই মেট'এর কথা বলছেন। শাহিদ আগে বলেছিলেন যে আমি বোধহয় মুভ অন করে গিয়েছি। আসলে, সকলেই বোধহয় মুভ অন করেছেন। অনেকটা সময় তো পেরিয়ে গিয়েছে জব উই মেট-এর পর।" তবে কাল্ট ছবির সিকোয়েল বানিয়ে তিনি অরিজিন্যালের নির্যাসটুকু নষ্ট করতে চান না, তেমনটাও জানিয়েছেন ইমতিয়াজ়। তাহলে কি শাহিদ-করিনাকে নিয়ে অন্য ছবির ভাবনা আছে? ইমতিয়াজ় বলেন, "ছবি তৈরির কথা ভাবছি না। তবে দু'জনেই দারুণ অভিনেতা। ওঁদের সঙ্গে কাজ করার সময়টাও দারুণ ছিল আমার জন্য। ইটস গ্রেট দ্যাট দে মেট।" তবে সূত্রের মতে, এক বছরের মধ্যে তিক্ততা কাটিয়ে বন্ধু হয়ে ওঠার নেপথ্যে থাকতে পারে নতুন ছবির সম্ভাবনাও। শাহিদ ও করিনাকে একসঙ্গে পর্দায় দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন দর্শক, সে কথা বিলক্ষণ জানেন তাঁরা। পর্দায় ফের একবার তাঁদের একসঙ্গে দেখা গেলে, তা হবে সোনায় সোহাগা। এর পাশাপাশি একতা কপূর 'উড়তা পঞ্জাব'এর সিকোয়েল বানাবেন বলেও খবর। সিকোয়েলেও তিনি শাহিদকেই চান। তবে বাকি কাস্টিং এক থাকবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে আইফায় বরফ গলার পরে এই ছবির সিকোয়েলে করিনা-শাহিদের দেখা হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

তবে অনেকের মতে, দু'জনের বাক্যালাপ ও সৌহার্দ্য বিনিময়কে এখনই এত গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। অনেকগুলো বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর দুজনেই অনেকটা ম্যাচিয়োরড। আর শাহিদের কথা অনুযায়ী, এর মাঝে তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। হয়তো তা আইফার মঞ্চে প্রথম জনসমক্ষে এল। সেফ আলি খানের উপর আক্রমণের ঘটনার পরেও শাহিদ বিবৃতি দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলেন, এও বলেন এমনটা যে কারও সঙ্গেই ঘটতে পারে! আপাতত দু'জনেই নিশ্চিন্তে সংসার করছেন। এই অবস্থায় পুরনো খারাপ লাগার বোধ হয়তো থিতিয়ে গিয়েছে। কোনও ছবিতে কাজ করার জন্য হয়তো তাঁরা সমীকরণ বদলাননি, কিন্তু তাঁদের বদলে যাওয়া সমীকরণ নিঃসন্দেহে দর্শক ও পরিচালকদের মনে আশা জাগাবে।

গডফাদার উইলিয়াম

বিয়ে করেছিলেন এক বছর আগে। এর মধ্যেই প্রথম সন্তান আসার খুশির খবর দিলেন ডিউক এবং ডাচেস অফ ওয়েস্টমিনস্টার হিউ এবং অলিভিয়া গ্রসভেনর। কিছুদিন আগেই জানানো হয়েছে, ডাচেস এখন থার্ড ট্রাইমেস্টারের সময় কাটাচ্ছেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সন্তানের জন্ম দেবেন। মজার ব্যাপার হল, সন্তানের জন্মের আগেই তার 'গডফাদার' ঠিক করে ফেলেছেন বাবা-মা। প্রিন্স উইলিয়াম যেহেতু হিউয়ের খুব ভাল বন্ধু, তাই তিনি রাজি হয়েছেন শিশুর গডফাদার হওয়ার ব্যাপারে। শোনা গিয়েছে, প্রিন্স উইলিয়াম নাকি নিজের হাতে শিশুর বড় হওয়ার ব্যাপারটা তদারক করবেন।



পোপ এবং রাজা চার্লস

কেন অসুস্থ?

ডেনমার্কের রানি মেরি কি গুরুতর অসুস্থ? সেই অসুস্থটা যে ঠিক কী, তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু ৫৩ বছর বয়সি রানি একের পর এক অনুষ্ঠান বাতিল করে দিয়েছেন। সেটা কখনও নিজের ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের অনুষ্ঠান হোক বা, কাছের মানুষের বাগদান পর্ব। মেরির অসুস্থতার খবরে চারিদিকে বেশ জল্পনা চলছে। যেহেতু রানি বেশ জনপ্রিয়, তাই 'গেট ওয়েল সুন' কার্ডও আসছে দেদার। তবে রাজপ্রাসাদের তরফ থেকে আলাদা করে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। দেখা যাক, রানি কিছু বলেন কি না। যদিও মনে হচ্ছে ব্যাপার বেশ গুরুতর।



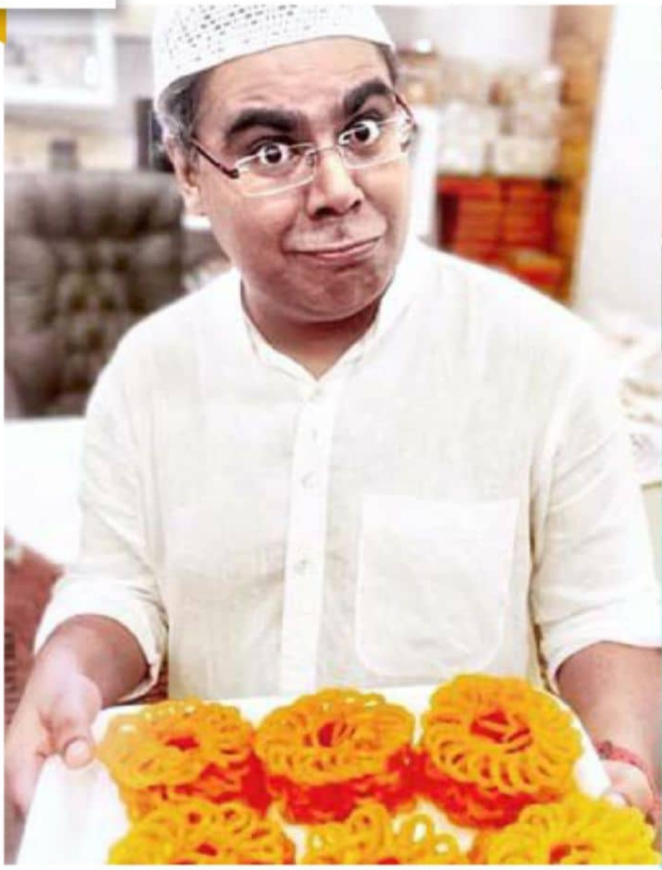
হিউ এভং অলিভিয়া

রাজা-পোপ সাক্ষাৎ

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে একটি বিরাট সাক্ষাৎ ঘটতে চলেছে। 'বিরাট' কারণ সম্ভবত এই প্রথমবার বাকিংহাম প্যালেসের বাইরে দেখা করতে চলেছেন রাজা চার্লস এবং পোপ ফ্রান্সিস। ভ্যাটিক্যান সিটিতে হয়তো যাবেন রাজা চার্লস। মনে করা হচ্ছে, দু'জনের সাক্ষাৎ বেশ বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। অনেক আগেই নাকি সাক্ষাৎ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পোপের নিউমোনিয়া এবং রাজার ক্যান্সার ব্যাপারটা পিছিয়ে দেয়। মিটিং নিয়ে বেশ গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। দেখা যাক, কোন দিকে বিষয়টি গড়ায়।



রানি মেরি



■ ইদ মানেই মীরের কাছে খাওয়াদাওয়া



■ ইদের দিন হাতে মেহেন্দি মাস্ট নুসরতের

সেলেব্রিটিদের ইদের মহাভোজ

ইদ মানেই নো ডায়েট, শুধুই কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া। বাংলার সেলেব্রিটিদের মধ্যে থেকে এবারের ইদ-উল-ফিতরের জন্য **নুসরত জাহান, মীর আফসার আলি ও শেখ রিজ়ওয়ান রব্বানি** ভাগ করে নিলেন তাঁদের ইদের স্মৃতি ও বিশেষ রেসিপি। শুনলেন **আসিফ সালাম**

ইসলাম মত অনুসারে, ইদ-উল-ফিতর শুরু হয় মহম্মদের মক্কা থেকে হিজরাতের সফরের পর। মদিনায় এই উৎসব প্রথম শুরু হয়েছিল। প্রথম চাঁদ দেখার রাতে, সূর্যাস্তের সময় ইদ-উল- ফিতরের শুরু। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইদের দিন মানেই ভুরিভোজ এবং নতুন জামাকাপড় পরা। এর আগে একমাসের রমজ়ান পর্ব কাটিয়ে ইদের দিন সকালে নমাজ় সেরে, সকলেই এই খুশির উৎসবে মেতে ওঠেন। বাদ যান না সেলেব্রিটিরাও। এই প্রতিবেদনে বাংলার সেলেব্রিটিদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হল নুসরত জাহান, মীর আফসার আলি এবং শেখ রিজ়ওয়ান রব্বানিকে। তাঁদের ইদের স্মৃতি, খাওয়াদাওয়া, শপিং...এগুলোর বৃত্তান্ত থাকল। এছাড়া ইদের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ইদি পাওয়া। ইদি মানে, বড়দের সালাম (প্রণাম) করলে তাঁরা খুশি হয়ে ছোটদের টাকা দেন। সেই ইদি পাওয়ার খুশি আজও যেন এই সেলেব্রিটিদের মধ্যে থেকে গিয়েছে। বাবা-মা কিংবা পরিবারের গুরুজনদের কাছ থেকে ইদি পেতে আজও ভালবাসেন তাঁরা। তবে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে অন্যান্য দিন কড়া ডায়েট ফলো করলেও, এই দিন সমস্ত ডায়েট ভুলে কব্জি ডুবিয়ে খেতেই পছন্দ করেন নুসরত, রিজ়ওয়ান, মীররা। আর সেই খাদ্যতালিকায় মাস্ট হল বিরিয়ানি, দই বড়া এবং সিমুই।



■ ইদের দিন কোনও ডায়েট মানেন না শেখ রিজ্‌ওয়ান রব্বানি



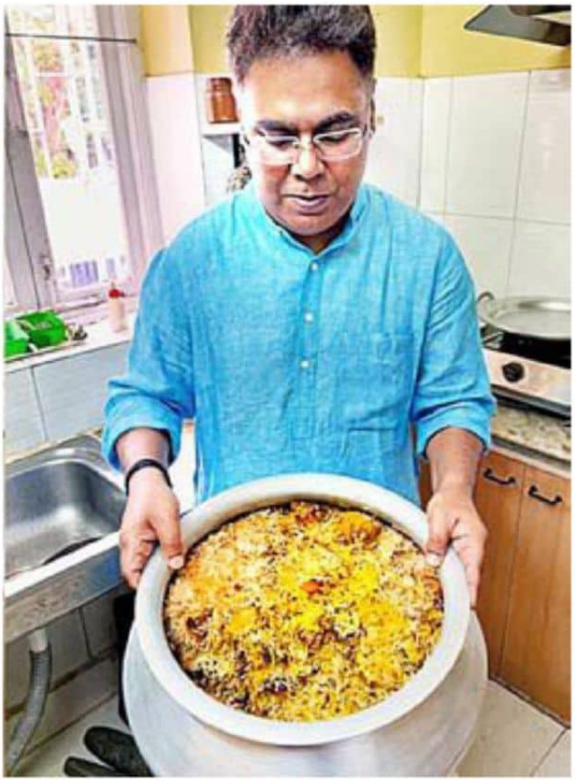
মায়ের হাতের বিরিয়ানি: মীর আফসার আলি

ঈদ মানেই আমার কাছে খাওয়াদাওয়া, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো। সকালে নিয়ম করে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের কাছে টিপু সুলতান মসজিদে নামাজ় পড়তে যাই। তারপর বাড়ি ফিরে খাওয়াদাওয়া পর্ব শুরু হয়। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনরা বাড়িতে আসেন। আর ইদের খাবার বললে প্রথমেই মনে পড়ে মায়ের হাতে তৈরি স্পেশ্যাল মটন বিরিয়ানি। সেই বিরিয়ানির স্বাদ আমি আর কোথাও খুঁজে পাইনি। বিরিয়ানির গন্ধেই অর্ধেক খাওয়া হয়ে যেত। আমার ইন্ডাস্ট্রির অনেক সহকর্মীও আমার মায়ের হাতে তৈরি এই বিরিয়ানির খুব বড় ফ্যান। ইদে আর একটি বিষয় হল বাড়ির ছোটদের হাতে ইদি তুলে দেওয়া। ওরা অপেক্ষা করে থাকে কখন আমি পকেটে হাত দেব আর ওদের জন্য ইদি বের করব। ইদ একটা খুশির দিন, যেখানে সকল ধর্মের লোকেরা মিলেমিশে, আনন্দ করে এই দিনটা উদযাপন করেন।



উপকরণ: খাসির মাংস : দেড় কেজি, তেল: ১/২ কাপ , ঘি: ২ টেবিল চামচ , পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ , আদা বাটা: দেড় টেবিল চামচ , রসুন বাটা: ১ টেবিল চামচ , আস্ত কাঁচালঙ্কা: ১২ টি, এলাচ, দারচিনি: ৪টি করে , দুধ, টক দই: ৩/৪ কাপ করে , আলুবোখারা: ৭টি , বিরিয়ানি মশলা: ১ চা চামচ, কেওড়া জল: ১ টেবিল চামচ , পেঁয়াজ বেরেস্তা: ২ টেবিল চামচ , টমেটো সস: ২ টেবিল চামচ , লবণ স্বাদমতো, চিনি: ১ চা চামচ। পোলাওর চাল: ৭৫০ গ্রাম , জল: চালের দেড় গুণ, নুন স্বাদমতো, এলাচ, দারুচিনি: ৪টি করে। পেঁয়াজ বেরেস্তা : ১/২ কাপ (গার্নিশিং), চিনি:দেড় চা চামচ , গুঁড়ো দুধ: ২ টেবিল চামচ, ঘি: ১/২ কাপ , কিশমিশ ও বাদাম কুচি: প্রয়োজনমতো, আস্ত ছোট আলু (বা টুকরো): ২ কাপ।

প্রণালী: তেল ও ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ কিছুক্ষণ নেড়ে কাঁচালঙ্কা দিন । বাদামি হয়ে গেলে আদা, রসুন, এলাচ, দারচিনি, টক দই ও নুন দিয়ে মাখা মাংস দিন । মাংস কিছুক্ষণ কষিয়ে অল্প জল দিয়ে ঢেকে দিন । ফুটে উঠলে কেওড়া জল, আলুবোখারা, টমেটো সস ও দুধ দিয়ে আবারও ঢেকে দিন । মাংস সেদ্ধ হয়ে, জল শুকিয়ে এলে পেঁয়াজ বেরেস্তা ও বিরিয়ানি মশলা ছিটিয়ে ১৫ মিনিট অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন। আলুতে সামান্য নুন মেখে তেলে ভেজে রাখুন। একটি বড় পাত্রে জল, ঘি, গুঁড়ো দুধ,



এলাচ, দারুচিনি, ১ টেবিল চামচ বেরেস্তা, নুন ও চিনি দিয়ে গ্যাসে বসান । ফুটে উঠলে চাল দিয়ে ঢেকে দিন । জল শুকিয়ে চালের সমান হলে ১০ মিনিট অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন । এরপর পোলাওর সাথে রান্না করা মাংস, ভাজা আলু, বিরিয়ানি মশলা, কিশমিশ, বাদাম কুচি ও বাকি বেরেস্তা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে দিন । এবার একটি তাওয়ার উপর অল্প আঁচে আরও ২০ মিনিট অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন । চাল পুরোপুরি সিদ্ধ হলে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ।





শির খুর্মা: নুসরত জাহান

ইদের মজাটা শুরু হয় আগের রাত থেকে, অর্থাৎ চাঁদ রাতে। যখন আমরা সকলকে ‘চাঁদ রাত মুবারক’ বলি। আমি প্রত্যেকবার হাতে মেহেন্দি পরি। তার আগে চুটিয়ে শপিং করি। ছোটবেলায় মনে আছে, আমরা বাচ্চারাই সবকিছু আয়োজন করতাম। বাবা নামাজ় পরে এসে আমাদের সকলকে ইদি দিতেন। ওটাই ছিল বড়দের তরফ থেকে আমাদের জন্য আশীর্বাদ। ইদের দিন পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হত। এই দিন মা শেফের দায়িত্ব নিয়ে নেন। তার মধ্যে থেকে মায়ের হাতের তৈরি শির খুর্মার রেসিপি আমার সবচেয়ে প্রিয়। সবসময় মুখে লেগে থাকে। বাকি সময় ডায়েটে থাকি

উপকরণ: জল: ২ কাপ, আমন্ড: ১৫টি, পেস্তা: ২০টি, কাজু: ১২টি, খেজুর: ৮টি, ঘি: ৪৫ মিলি, সিমুই: ৫০ গ্রাম, দুধ: ৪ কাপ, দারুচিনি গুঁড়ো: ১/২ চা-চামচ, চিনি: ৫০ গ্রাম, কনডেন্সড মিল্ক: ৩-৪ টেবিল চামচ।

প্রণালী: জল ফুটিয়ে তাতে ড্রাই ফ্রুটস আধঘণ্টা মতো ভিজিয়ে রাখুন। জল ছেঁকে নিয়ে ঠান্ডা জলে আর একবার ধুয়ে নিন। আমন্ড ও পেস্তার স্কিন ছাড়িয়ে আরও ঘণ্টাদু’য়েক ভিজিয়ে রাখুন। খেজুর ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। ড্রাই ফ্রুটস ছোট করে কেটে নিন। তলা ভারী পাত্রে খানিকটা ঘি গরম করে, তাতে কাজু ও আমন্ড ভেজে নিন। তাতে পেস্তা দিয়ে নেড়েচেড়ে নিন। সোনালি রং ধরলে একটি পাত্রে আলাদা করে রাখুন। ওই একই পাত্রে খেজুর নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। আর একটু ঘি দিয়ে সিমুই দিন, হালকা রোস্ট করে নামিয়ে নিন। ওই পাত্রে মাঝারি আঁচে দুধ ফুটিয়ে রোস্টেড সেমুই, অর্ধেক ড্রাই ফ্রুটস, খেজুর দিন। কম আঁচে সেদ্ধ হতে দিন, মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে নেবেন। চিনি, দারুচিনি, কনডেন্সড মিল্ক দিন। ৩-৫ মিনিট ফুটে উঠলেই ঘন শির খুর্মা তৈরি। ঠান্ডা করে বাকি ড্রাই ফ্রুটস ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।





প্রণালী:
বিউলির ডাল দু'ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। মিক্সিতে ডাল ভাল করে পেস্ট করে নিতে হবে। প্রয়োজনমতো তেঁতুলের চাটনি (পাকা তেঁতুল, চিনি, জল আর লেবুর রস), চিনি, পাতিলেবু, পেস্ট করা ডাল এবং অল্প নুন ও ভাজা মশলা মিশিয়ে সাদা তেলে বড়া ভাজতে হবে। ভাজা বড়া একটা পাত্রে নুন মেশানো ফুটন্ত জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। ১০ মিনিট পর জল থেকে চেপে চেপে বড়াগুলো তুলে নিতে হবে। ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা লঙ্কা, আমচুর পাউডার ও বিট নুন মিশিয়ে একটা চাটনি বানাতে হবে। টক দই এ ভাজা মশলা, অল্প চিনি ও বিট নুন মিশিয়ে খুব ভাল করে ফেটিয়ে রাখতে হবে। সব শেষে একটা প্লেটে বড়াগুলো রেখে উপর থেকে টক দইয়ের মিশ্রণ, ধনে পাতার চাটনি, তেঁতুলের চাটনি, ঝুরিভাজা আর ভাজা মশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করতে হবে।



দই বড়া: শেখ রিজ়ওয়ান রব্বানি

ইদের দিন মানে আমার কাছে ফুল রিল্যাক্সেশনের দিন। বাকি সবদিন শুট থাকে, তাই এই দিনটা একটু আরাম করি। সঙ্গে মায়ের হাতের রান্না, পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ করা, নতুন জামাকাপড় পরা। এছাড়া ইদি পাওয়ার একটা আলাদা মজা থাকে। ছোটবেলায় ইদি পেয়ে রাস্তার যত জাঙ্ক ফুড আছে, সব খেয়ে নিতাম। এখন অবশ্য আমি ছোটদের ইদি দিই এবং ওদের আইসক্রিম, রোল খাওয়াতে নিয়ে যাই। ইদের আর একটা বিশেষত্ব হল অনেক বন্ধু এবং পরিবারের লোকের সঙ্গে দেখা হয়, যাদের সঙ্গে সারাবছর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আর ইদের সবচেয়ে প্রিয় রেসিপি হল মায়ের হাতের দই বড়া।



উপকরণ: বিউলির ডাল: ২০০ গ্রাম
টক দই: দেড় কাপ
প্রয়োজনমতো ভাজা মশলা (গোটা জিরে, ধনে ও শুকনো লঙ্কা খোলায় ভেজে গুঁড়ো করা),
স্বাদমতো নুন, বিট নুন
প্রয়োজনমতো ধনেপাতা, পুদিনা পাতা
স্বাদমতো কাঁচালঙ্কা
আমচুর পাউডার: এক চা-চামচ
প্রয়োজনমতো ঝুরিভাজা



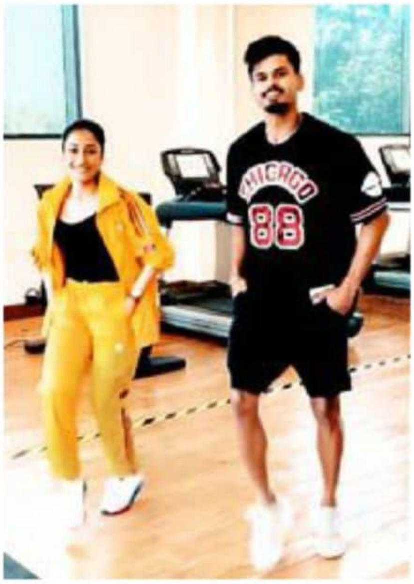
■ ধনশ্রী ভর্মা এবং যজুবেন্দ্র চাহল

বিনোদন জগতের সঙ্গিনীরা

যজুবেন্দ্র চাহলের বিবাহবিচ্ছেদ আবার চিহ্নিত করল বিনোদন জগতের নারীদের প্রতি ক্রিকেটারদের চিত্তচাঞ্চল্যকে। বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেটাররা পুরনো ট্র্যাডিশনকেই টেনে নিয়ে চলেছেন। লিখছেন **অংশুমিত্রা দত্ত**

ক্রিকেট এবং বিনোদনের যোগাযোগ নিবিড়। ক্রিকেটারদের সঙ্গে বিনোদন জগতের সুন্দরীদের প্রেমও চিরকাল হয়ে আসছে। ক্রিকেটারদের সুন্দরী স্ত্রী বা বান্ধবীদের নিয়ে সর্বক্ষণই চর্চা চলতে থাকে। অনেকক্ষেত্রে সেই সঙ্গিনীদের নিয়ে কটাক্ষও চলে। যেন শুধুমাত্র অর্থ এবং যশের লোভেই এই সুন্দরী নারীরা 'দখল' করে সফল ক্রিকেটারদের। এমনই চর্চা হচ্ছিল যজুবেন্দ্র চাহলের প্রাক্তন স্ত্রী ধনশ্রী ভর্মাকে নিয়ে। যজুবেন্দ্রর কাছে তিনি ৬০ কোটি টাকা খোরপোশ দাবি করেছিলেন! এই 'উইচ হান্ট' যে কতটা

মিথ্যে, তা বোঝা গেল, যখন ২০ মার্চ ২০২৫ তাঁদের আইনি বিচ্ছেদ হল বান্দ্রা ফ্যামিলি কোর্টে এবং জানা গেল ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা খোরপোশ নিয়েছেন ধনশ্রী। লকডাউনের মাঝেই ধনশ্রীর ইনস্টাগ্র্যাম অ্যাকাউন্ট ফলো করে তাঁর কাছে নাচ শিখতে চান চাহল। সেই ভার্চুয়াল নাচের ক্লাসেই তাঁর প্রেমে পড়েন এবং সেই বছরই তাঁদের বিয়ে হয়। কিন্তু ২০২২ থেকে তাঁরা আলাদা থাকেন। দু'জনের ইনস্টা হ্যান্ডল থেকে যখন পরস্পরের সঙ্গে পোস্ট করা ছবি ডিলিট হতে থাকে, তখনই জল্পনা শুরু হয়। একদিকে যেমন চাহাল ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিতে থাকেন যে তাঁকে অর্থের জন্য একপ্রকার ফাঁসিয়েছিলেন ধনশ্রী, উল্টোদিকে ধনশ্রীও 'টক্সিক সম্পর্ক' নিয়ে গান রিলিজ় করেন।



■ শ্রেয়সের সঙ্গে ধনশ্রীর নাচের ভিডিয়ো বেরোয়



■ আরজে মহবাশ যজুবেন্দ্র চাহলের বর্তমান বান্ধবী

ধনশ্রী সুন্দরী, কোরিয়োগ্রাফার, সফল ইনফ্লুয়েন্সার, গাইতে পারেন ভালই। সেখানে চাহল শুধুমাত্র ক্রিকেটার বলে কি এই বিদ্বেষ তাঁর প্রাপ্য ছিল? নিজের পেশায় তো তিনি রীতিমতো সফল।

এক জটিল চতুর্ভূজ

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি জেতার পর শ্রেয়স আইয়ারের ডান্স মুভস দেখে মুগ্ধ হয়েছেন? তবে জানবেন, তার নেপথ্যেও রয়েছেন ধনশ্রী ভর্মা! আজ্ঞে হ্যাঁ, ধনশ্রী এবং শ্রেয়সের একটি নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। তাতে কোরিয়োগ্রাফার ধনশ্রীর কাছে নাচের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন শ্রেয়স। এবং তারপর থেকে ধনশ্রীর সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রেয়সকে দেখা যায়। এই যে চাহল এবং তাঁর ফ্যানেরা চেষ্টা করছিলেন ধনশ্রীর প্রতি 'প্রতারণা'র অভিযোগ আনতে, তা-ই একরকম প্রতিষ্ঠিত করা গেল কি? আসলে শ্রেয়সের বোন শ্রেষ্ঠা আইয়ার ধনশ্রীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তাই নানা অনুষ্ঠানে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যায়। তবে সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে ধনশ্রীকে যে শ্রেয়স আলিঙ্গন করেছেন, তাও মিথ্যে নয়! তা তো ঠিক বন্ধুত্বের মতো ঠেকছে না। তবে ধনশ্রী যেমন সুন্দরী এবং প্রতিভাময়ী, তাতে তাঁকে পছন্দ না হওয়াই তো অস্বাভাবিক। শ্রেয়সের আর দোষ কী! চাহল অবশ্য একা নন। তাঁর চোখ জহুরির চোখ। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফির ফাইনালে ইন্ডিয়া ও নিউ জ়িল্যান্ডের খেলা দেখতে গিয়েছিলেন তিনি। তবে সব ক্যামেরার ফোকাস ছিল তাঁর পাশে বসা সুন্দরীর দিকে। চোখে পড়ার মতোই সুন্দরী বটে। কে তিনি? মহবাশ নামের এক রেডিয়ো জকি। তিনিও আবার ইনফ্লুয়েন্সার। একদিকে যেমন শ্রেয়স এবং ধনশ্রীকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই, তখন চাহলই বা কী করে নিজের সুন্দরী বান্ধবীকে লুকিয়ে রাখেন, বলুন? তবে এই মহবাশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও কিন্তু নতুন নয়! ক্রিসমাসে নৈশভোজের টেবিলে চাহালের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেছিলেন মহবাশ। তার আগে যে ধনশ্রী ইঙ্গিত করেছিলেন চাহলের চারিত্রিক স্খলনের, তাতেও খানিক সত্যতা ছিল কিনা বোঝা মুশকিল। আসলে এত সুন্দরীর মধ্যে কাকেই বা বেছে নিতেন চাহল?

বিতর্কের বাইরে

চাহল-ধনশ্রী-শ্রেয়স-মহবাসের চতুর্ভুজ ছেড়ে এবার নজর দেওয়া যাক, অন্য ক্রিকেটারদের সুন্দরী সঙ্গিনীদের দিকে। সেখানে বিতর্কও যেমন আছে, আছে সত্যিকারের ভালবাসার গল্পও। তবে একথা ঠিক যে, বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত সুন্দরীদের প্রতি ক্রিকেটারদের একটা বিশেষ ঝোঁক রয়েছে বরাবরই। যেমন ধরুন জসপ্রীত বুমরার লভ স্টোরি।

> একদিকে যেমন শ্রেয়স এবং ধনশ্রীকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই, তখন চাহলই বা কী করে নিজের সুন্দরী বান্ধবীকে (আরজে মহবাশ) লুকিয়ে রাখেন, বলুন?

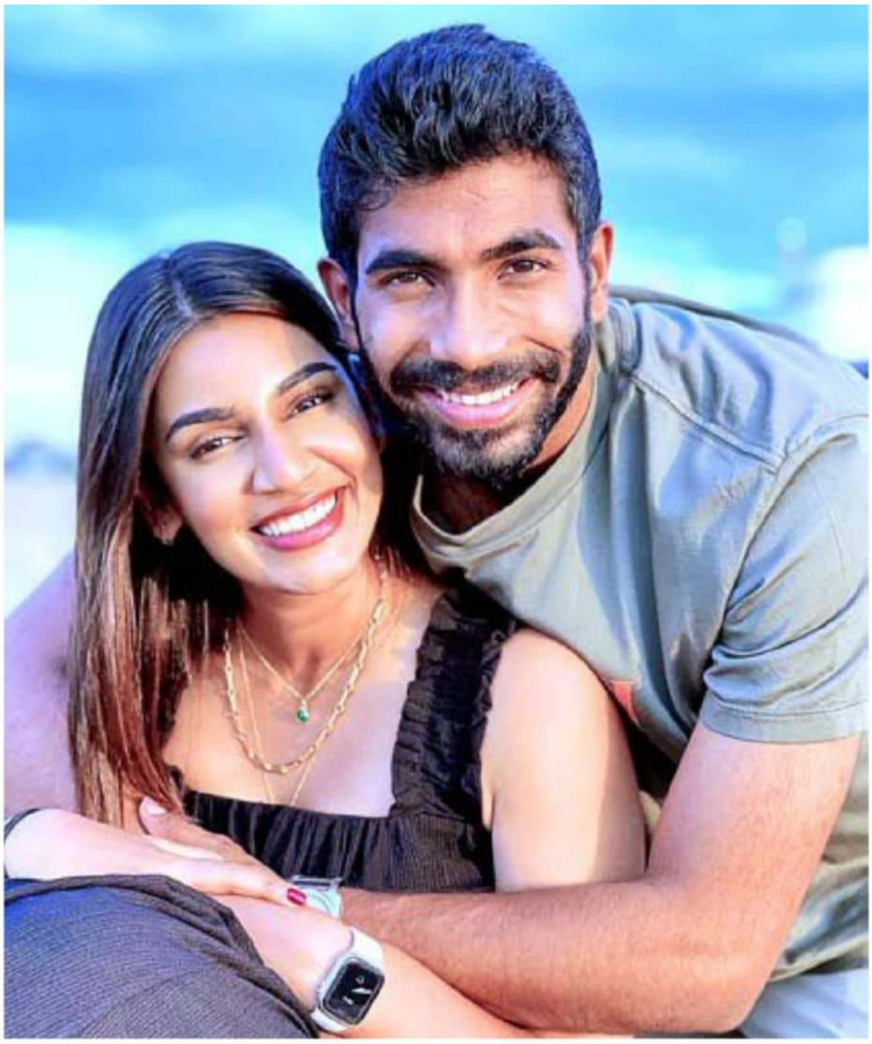
তাঁর স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন আইটি-তে বি.টেক পাশ করলেও প্রথম থেকেই বিউটি প্যাজেন্টে অংশগ্রহণ করে এসেছেন। এমটিভি-র স্প্লিটসভিলাতেও অংশ

নিয়েছিলেন। তবে একটি প্রথম সারির স্পোর্টস চ্যানেলে সঞ্চালকের চাকরি পাওয়ার পর থেকে তিনি আইসিসি-র নানা টুর্নামেন্টে স্পোর্টস প্রেজেন্টার হয়ে যান। ২০১৩-র আইপিএলে সঞ্চালনা করতে গিয়ে বুমরার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ। তবে ২০১৯-এর আইসিসি ওয়র্ল্ড কাপের সময় বুমরা ধীরে ধীরে সঞ্জনার প্রেমে পড়েন। দু'জনের কেরিয়ার তুঙ্গে থাকাকালীনই সেই প্রেম ঘনীভূত হয় এবং ২০২১-এ তাঁরা বিয়ে করেন। ২০২৩-এ তাঁদের পুত্রসন্তান অঙ্গদের জন্ম।

কে এল রাহুল যে বাবা হতে চলেছেন, এ খবর তো পাঠক জেনেই গিয়েছেন ইতিমধ্যে (এই লেখা প্রেসে যাওয়া অবধিও সুখবর আসতে পারে)। তাঁর এবং সুনীল শেট্টির কন্যা আথিয়া শেট্টির প্রেমকাহিনিও রূপকথার মতোই। মডেল এবং অভিনেত্রী আথিয়ার সঙ্গে রাহুলের আলাপ এবং প্রেমের সূচনা ২০১৯ সালে। কাছের কিছু বন্ধুবান্ধব মারফত একটি পার্টিতে তাঁদের আলাপ। আলাপ জমার পরই তাঁরা থাইল্যান্ডে ছুটি কাটাতে যান। সেই সময়কার অনেক ছবি ভাইরাল হয়। আসলে প্রথম থেকে দু'জনে বুঝেছিলেন, এই সম্পর্ক লুকিয়ে রাখার নয়। কিন্তু একটা সময় যখন খারাপ ফর্মের জেরে রাহুল ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন, এমনটাও রটেছিল যে আথিয়ার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। তবে তা ভুয়ো খবর ছিল। ২০২৩-এ সুনীল শেট্টির খন্ডালার ফার্ম

> ২০১৩-র আইপিএলে সঞ্চালনা করতে গিয়ে বুমরার সঙ্গে তাঁর আলাপ। ২০১৯-এর আইসিসি ওয়র্ল্ড কাপের সময় বুমরা সঞ্জনার প্রেমে পড়েন।

হাউজে তাঁরা সাতপাকে বাঁধা পড়েন। তবে আথিয়াও উইচ হান্ট থেকে বাদ পড়েননি। ২০২৪-এর টি-২০ বিশ্বকাপ দল থেকে যখন রাহুল বাদ পড়েন, তখন আথিয়ার দিকে কটাক্ষ ধেয়ে আসে সমাজমাধ্যমে। যেন রাহুলের বাদ পড়ার কারণ আথিয়া! তবে তাতে যে তাঁদের সম্পর্কে কোনও



■ স্ত্রী সঞ্জনা গণেশনের সঙ্গে জসপ্রীত বুমরা

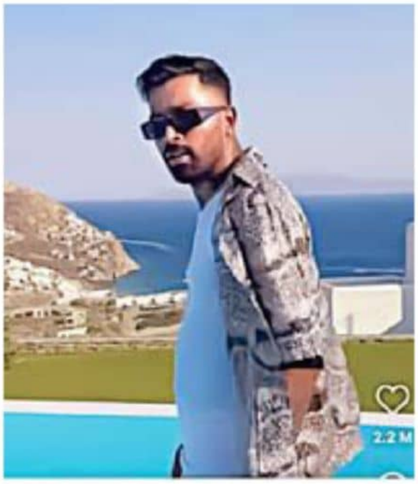


■ প্রথম সন্তানের অপেক্ষায় আথিয়া শেট্টি ও কে এল রাহুল

প্রভাব পড়েনি, তার প্রমাণ ২০২৪-এর নভেম্বর সন্তানধারণের সুখবরের মাধ্যমে দেন। আথিয়ার স্টাইলিংয়ে রাহুল ক্রমশ মডেলিংয়েও পারদর্শী হয়ে উঠছেন বরং।

দুর্দিনেই সঙ্গী

দেরাদুনের মেয়ে ইশা নেগির সঙ্গে ঋষভ পন্থের প্রেম সেই ২০১৫ সাল থেকে। যখন ঋষভ অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটার ছিলেন। ২০১৯-এ অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ় জেতার পর ঋষভের একটি ইনস্টাগ্র্যাম পোস্টের মাধ্যমে জানা যায়, মডেলকন্যে ইশা নেগি তাঁর বান্ধবী। তারপর থেকে আইপিএল-এ প্রায়ই স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ঋষভকে চিয়ার করতে দেখা যায়। মাঝে একসময় ঊর্বশী রউতেলার সঙ্গে ঋষভের নাম জড়ায় এবং তারপরই ২০২২-এ ঋষভের সেই মারাত্মক পথ দুর্ঘটনা... ইশার কোনও খবর তখন ছিল না। ধরেই নেওয়া হয়েছিল ইশা বুঝি ঋষভের জীবনে আর নেই। তবে ঋষভের বোনের বিয়েতে যেভাবে ইশা নেগি বাড়ির সদস্যের মতো অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন (নানা ভিডিয়ো এবং ছবিতে দেখা গিয়েছে ইশাকে), তাতে বোঝাই যাচ্ছে, তিনি ঋষভের জীবনে ভাল মতোই বিরাজমান। ঋষভের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথায়, দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ঋষভের পাশে সবসময় ছিলেন ইশা। কোনওদিনই তাঁদের বিচ্ছেদ হয়নি। ইশা মডেল হিসেবে জনপ্রিয় হলেও পাশাপাশি তিনি ইন্টিরিয়র ডিজ়াইনারের কাজও করেন।



■ গ্রিসে হার্দিকের ছবি



■ গ্রিসের একই রিসর্টে জ্যাসমিন ওয়ালিয়ার ছবি



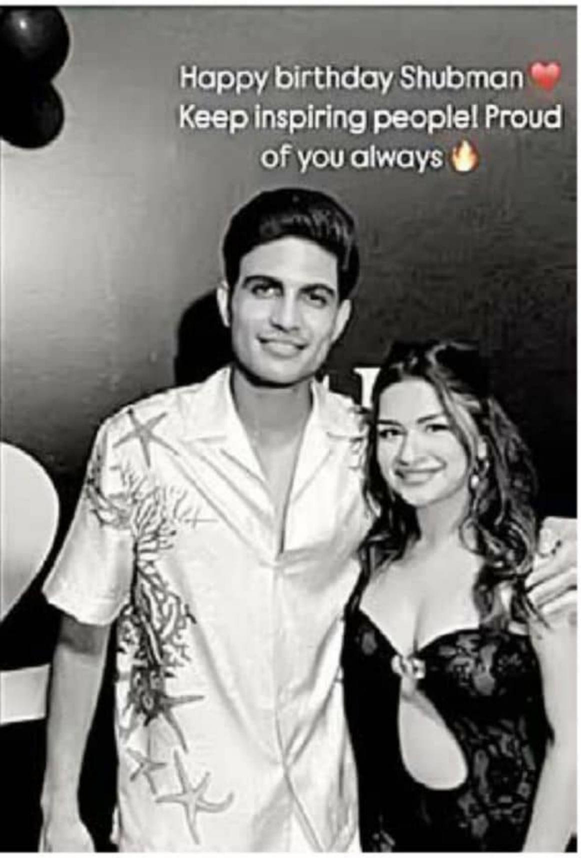


■ দশ বছরের প্রেম ঋষভ পন্থ ও ইশা নেগির

> ঋষভের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কথায়, দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ঋষভের পাশে সবসময় ছিলেন ইশা। কোনওদিনই তাঁদের বিচ্ছেদ হয়নি। ইশা মডেল হিসেবে জনপ্রিয়

এক হৃদয়ে কয়জনা

হার্দিক পান্ড্যও বারবার প্রেমে পড়েন বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত সুন্দরীদের। লকডাউনের মাঝেই অন্তঃসত্ত্বা বান্ধবী নতাশা স্ট্যানকোভিচকে সিঁদুরদান করেন



■ শুভমনের জন্মদিনে অভনীতের পোস্ট

অভিনেত্রী, মডেল এবং নত্যশিল্পী অভনীত কওরের সঙ্গে শুভমন গিলের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর চর্চার বিষয়, অভনীতই কি এখন শুভমনের বর্তমান বান্ধবী?

নিজের বাড়িতে। এই সার্বিয়ান মডেল 'ডিজেওয়ালে বাবু' গানে নাচার সুবাদে জনপ্রিয় হন। হার্দিক এবং নতাশার সন্তান অগস্ত্যের জন্মের পর দু'জনে বিয়ে করেন। কিন্তু হার্দিকের জীবনযাপনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে, ২০২৪-এ আইনি বিচ্ছেদ করে নতাশা সার্বিয়া চলে যান। তবে বেশিদিন একা থাকতে হয়নি হার্দিককে। ব্রিটিশ গায়িকা এবং মডেল জ্যাসমিন ওয়ালিয়ার সঙ্গে অনতিবিলম্বে তাঁর ঘুরতে যাওয়ার ছবি প্রকাশ্যে আসে। তবে বিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন দু'জনে প্রকাশ্যে আসার বোকামো করেননি। গ্রিসে যে রিসর্টে জ্যাসমিন ওয়ালিয়ার ছবি পোস্ট হয়, সেই একই জায়গায় হার্দিকের ছবি সামনে আসে... এমন অনেকবার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য রহস্য ঘনীভূত হয়। তবে ডিভোর্স হওয়ার পর আর দু'জনে রাখঢাক করেননি। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রোফি টুর্নামেন্টে হার্দিকের জন্য স্ট্যান্ড থেকে প্রচুর চেঁচিয়েছেন জ্যাসমিন। প্রসঙ্গত, 'সোনু কে টিটু কী সুইটি' ছবির 'বম ডিগি ডিগি' গানে নৃত্যরত জ্যাসমিন কিন্তু বেশ জনপ্রিয়। তা হলে বোঝাই যাচ্ছে, সঙ্গিনীর বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হার্দিকের পছন্দের প্যাটার্ন একরকম। এই এক জায়গায় গিয়ে ছবি পোস্ট করেই নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছিলেন শুভমন গিল। এই যে তিনি খেলতে নামলেই 'হমারি ভাবি ক্যায়সি হো'





■ লন্ডনের ক্যাফেতে শুভমন ও সারার আলাদা আলাদা ছবি

এবং 'সারা ভাবি' নামের কীর্তন শুরু হয়ে যায়, তাতে পুরো দোষ দর্শককে তো দেওয়া যায় না। সচিন তেন্ডুলকরের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের আভাস তো তিনি নিজেই দিয়েছেন! দেবেন না-ই বা কেন। ভারতের ক্রিকেটদেবতার মেয়ের সঙ্গী হওয়া কি মুখের কথা? তাও নবপ্রজন্মের ব্যাটসম্যানের কাছে? ২০২৩-এ লন্ডনে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন শুভমন। কালো ট্রেঞ্চ কোট পরে শুভমন লন্ডনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, একটু পিছনে সারা তেন্ডুলকর... এমন ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। তারপর আবার একটি ক্যাফেতে সারা একার ছবি পোস্ট করেন। সেই একই ক্যাফেতে শুভমনও নিজের ছবি পোস্ট করেন, সামনে একই কফির কাপ! তবে সচিনকন্যাকে ছেড়ে আবার বিনোদনজগতের দিকে চেয়েছেন শুভমন গিল। অভিনেত্রী, মডেল এবং নত্যশিল্পী অভনীত কওরের সঙ্গে শুভমন গিলের ছবি ভাইরাল হওয়ার পর চর্চার বিষয়, তা হলে কি অভনীতই এখন শুভমনের বর্তমান বান্ধবী? অভনীতের দাদা এবং শুভমন নাকি ভাল বন্ধু। জল্পনা আরও বাড়িয়ে তুলে অভনীত শুভমনের জন্মদিনে ইনস্টাগ্র্যামে স্টোরি দেন, শুভমনের গা-ঘেঁষে, বোঝাই যাচ্ছে বেশ ঘনিষ্ঠ তাঁরা। এর আগে সারা আলি খানের সঙ্গেও শুভমনের নাম জড়িয়েছিল। তবে দুই সারার পরিবর্তে অভনীতই তাঁর সঙ্গিনী কিনা, তার উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

ভারতবর্ষে ক্রিকেটই সবচেয়ে বড় বিনোদন। বারবার ক্রিকেটাররা প্রেমে পড়েছেন স্বপ্নসুন্দরীদের। বিয়ে করেছেন, কখনও প্রেমেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। শর্মিলা-পটৌডি, ভিভ রিচার্ডস-নীনা গুপ্ত, আজ়হারউদ্দিন-সঙ্গীতা বিজলানির মতো জুটি তৈরি হয়েছে। আবার পরের প্রজন্মে জ়াহির খান, হরভজন সিংহ, যুবরাজ সিংহও জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন সাগরিকা ঘাটকে, গীতা বসরা, হেজ়েল কিচকে। বিরাট কোহলি এবং অনুষ্কা শর্মার বিয়ে তো রূপকথা রচনা করেছে। তারপরের প্রজন্মও প্রেমে ও বিতর্কে বেঁচে রয়েছে বিনোদন জগতের মাঝে। কখনও তাঁদের প্রেমজীবনই হয়ে উঠেছে বিনোদনের বিষয়।

ফের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই

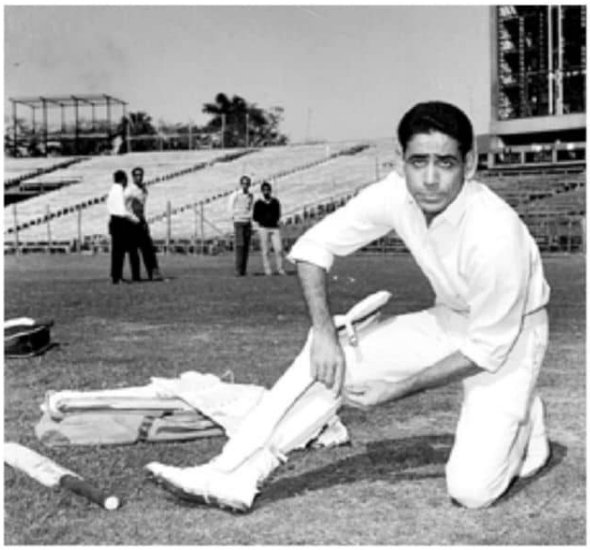
ফের মহিলা আইপিএল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল হরমনপ্রীত কউরের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আর উল্টোদিকে তিন বার ফাইনালে উঠে, তিনবারই হারল দিল্লি ক্যাপিটালস। ফলে ডব্লিউপিএলে ‘চোকার্স’ তকমা কি বসে গেল দিল্লির টিমের মাথায়? প্রথমে ব্যাট করে মুম্বই নির্ধারিত ২০ ওভারে তোলে ১৪৯-৭। একটা সময় ১৫ রানে তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল তাদের। ম্যাচটায় রান করেন হরমনপ্রীতই। অধিনায়কের মতো ইনিংস খেলেন। তাও মনে হচ্ছিল, দিল্লি ম্যাচটা জিততে পারে। কিন্তু শুরু থেকেই ব্যাটাররা উইকেট হারাতে থাকায় সেই কাজ কঠিন হয়ে যায়। সর্বোচ্চ ২৬ বলে ৪০ রান করেন মারিজ়েন। হেলি ম্যাথিউসের বলে ব্রান্ট তাঁর ক্যাচ ধরতেই কার্যত ট্রোফি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল মুম্বইয়ের।



ট্রোফি জেতার পর মুম্বই ইন্ডিয়ানস

প্রয়াত আবিদ

প্রয়াত হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সৈয়দ আবিদ আলি। বয়স হয়েছিল ৮৩। ভারতের হয়ে তিনি ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ২৯টি টেস্ট খেলেছিলেন। উইকেট নিয়েছেন ৪৭টি। শুধু রান নেওয়ার সময় দ্রুত দৌড়ের জন্যই নয়, তিনি ভারতীয় ক্রিকেটে স্মরণীয় হয়ে আছেন অন্যতম সেরা ফিল্ডার হিসেবেও। ১৯৬৭-’৬৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে তিনি ৫৫ রানে ৬ উইকেট নেন। সেটাই তাঁর সেরা বোলিং। ছয়ের দশকের শেষের দিকে এবং ১৯৭০-এর গোড়ায় আবিদ হায়দরাবাদ থেকে উঠে আসেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন ওই সময়ে দেশের অন্যতম নজরকাড়া ক্রিকেটার হিসেবে। ব্যাটিং অর্ডারে শেষের দিকে নামতেন, পাশাপাশি মিডিয়াম পেস বোলিং করতেন। পরে তিনি ক্রিকেটের প্রচারের কাজও করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায়। ক্যালিফোর্নিয়াই তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি ছিল। সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আবিদ।



আবিদ আলি



মারাদোনা

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু

শেষমেশ কি এটাই প্রমাণিত হল যে, চিকিৎসার গাফিলতিতে মারা গিয়েছিলেন দিয়েগো মারাদোনা? ঘটনাপ্রবাহ সেই দিকেই এগোচ্ছে। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন মারাদোনা। এর পরেই তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক লিয়োপোলদো লিউক, ফিজ়িয়ো অগস্তিনা কোসাকভ ও আর এক ডাক্তার কার্লোস দিয়াসের সঙ্গে দু’জন নার্সের দিকেও অভিযোগের আঙুল তোলে মারাদোনার পরিবার। তাঁর দুই কন্যা দাবি করেন, মারাদোনার মৃত্যুর জন্য দায়ী চিকিৎসদের দল। তাঁরাই নাকি যাবতীয় ষড়যন্ত্র করেছেন। সম্প্রতি তদন্তকারী পুলিশ কর্তা লুকাস ফারিয়াস সান ইসিদরো আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় জানিয়েছেন, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পরে যে বাড়িতে চিকিৎসা হচ্ছিল মারাদোনার, সেখানে কোনও চিকিৎসার সরঞ্জামই তিনি দেখেননি। এমনকি, মারাদোনার মুখ এবং তলপেট এতটাই ফুলেছিল যে মনে হচ্ছিল ফেটে যাবে! এখন যেদিকে ঘটনা যাচ্ছে, তাতে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্তদের ৮ থেকে ২৫ বছরের জেল হতে পারে।



এই প্রতিবেদন যখন আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে, তখন আইপিএলে দু'টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। শাহরুখ খান-জুহি চাওলার এই দলের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ গতবারের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে সেই খেলাটা ধরে রাখা। কিন্তু দল কি আদৌ সেরকম হয়েছে? বলতে বাধা নেই, আইপিএলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা, শক্তিশালী দল ছিল কলকাতার। কিন্তু সেই দলের অনেক খেলোয়াড়ই এবার নেই। নীতীশ রানা, ফিল সল্ট, স্টার্ক... তাও কলকাতার দল কিছু খেলোয়াড়কে ধরে রাখতে পেরেছে। কিন্তু তাতে দলের ব্যালেন্স থাকবে কি? কুইন্টন ডি কক এবং নারিন ওপেনিংয়ে সেই ধারাবাহিকতা এবং টিকে যাওয়ার বিশ্বাস দিতে পারবেন কি না সন্দেহ আছে। রাহানেকে বেস প্রাইজে কিনে তাঁকে অধিনায়ক করে দিয়ে কলকাতা বোঝাতে চেয়েছে, অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এটাও মাথায় রাখতে হবে, কলকাতাই এবার একমাত্র দল, যারা সহ



আজিঙ্ক রাহানে

KKR একাদশ

কেমন হল ২০২৫ সালের কলকাতা নাইট রাইডার্সের দল? পারবে কি গত বছরের গৌরব বজায় রাখতে? নাকি গ্রুপ স্টেজ পেরনোও সম্ভব হবে না?



কুইন্টন ডি কক ও নারিন

সম্ভাব্য একাদশ

সুনীল নারিন
কুইন্টন ডি কক/ গুরবাজ়
ভেঙ্কটেশ আইয়ার
আজিঙ্ক রাহানে
রিঙ্কু সিংহ
আন্দ্রে রাসেল
রমনদীপ সিংহ
হর্ষিত রানা
বৈভব অরোরা
বরুণ চক্রবর্তী
আনরিখ নোখিয়া
ইমপ্যাক্ট সাব: রভম্যান পাওয়েল



■ গুরবাজ়, রাসেল, নারিন ও ডি কক

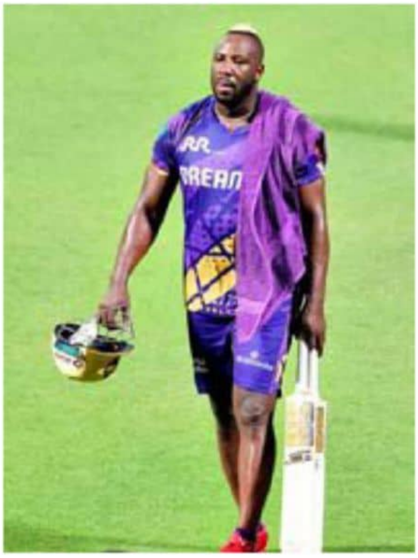


■ ট্রেনিং সেশনে রমনদীপ, রিঙ্কু ও অঙ্গকৃষ

অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে ভেঙ্কটেশ আইয়ার। তার মানে কি রাহানে একটু ফ্লপ করলেই আইয়ারকে অধিনায়ক করে দেওয়া হবে? এর আগে এমনটা ঘটেছিল সৌরভ-ম্যাককালামের সময়। তারপর ইয়ন মর্গানের সময়। তাতে দলের যে ভাল হয়নি, সেটা সকলেই জানেন। তাছাড়া ব্যাটিং গভীরতাও কলকাতার দলের বিশেষ সমস্যা। ওপেনিংয়ের পর রাহানে। তাঁরা ব্যর্থ হলেই সঙ্গে সঙ্গে রাসেল, রিঙ্কু ও রমনদীপের উপর চাপ পড়ে যাবে। বোলিংয়ের ক্ষেত্রে এবারও হর্ষিত, বৈভবের পেস অ্যাটাকের উপরেই নির্ভর করতে হবে কেকেআরকে। ইতিমধ্যে উমরান মালিক চোট পেয়ে বেরিয়ে গিয়েছেন। পরিবর্তে এসেছেন চেতন সাকারিয়া। কিন্তু দল হয়তো আনরিখ নোখিয়ার উপরেই ভরসা রাখবে। ইমপ্যাক্ট সাব হিসেবে খেলতে পারেন রভম্যান পাওয়েল। সেক্ষেত্রে অলরাউন্ডারের শক্তি বাড়বে। দেখা যাক, কেকেআর কোন দিকে এগোয়। তবে সবদিক বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে, এবার কলকাতা নাইট রাইডার্স হয়তো গ্রুপ স্টেজও পেরোতে পারবে না। কারণ দলের ভারসাম্য এখনও নেই। সেদিক থেকে বাকিরা অনেক এগিয়ে আছে কেকেআরের চেয়ে। যেদিন দল ভাল খেলবে, সেদিন হয়তো ২৫০ রানও উঠতে পারে। নয়তো জঘন্যভাবে হারবে। কোন কেকেআরকে মাঠে দেখা যাবে, সেটা সময়ই বলুক।



■ খেলছেন গুরবাজ়



■ প্রভাব ফেলতে পারবেন রাসেল?

HOLLYHO













সেলেনার 'দান'

শিশুশিল্পী হিসেবে 'দ্য উইজ়ার্ডস অফ ওয়েভারলি প্লেস' ধারাবাহিকে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন সেলেনা গোমেজ়। সেখানে তাঁর চরিত্রটি যে জাদুদণ্ডটি ব্যবহার করত, সেই ওয়ান্ডটি এবার রীতিমতো দান করে দিলেন সেলেনা! সম্প্রতি নিজের বিউটি ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে একটি চ্যারিটি গিভঅ্যাওয়ে করছেন তিনি। তাতে নিজের ব্যবহৃত নানা জিনিস নিলামে চড়াচ্ছেন। এই জাদুদণ্ডটি সেলেনার এতটাই প্রিয় যে এতদিন সেটি বাড়ির দেওয়ালের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। এবার সেই প্রিয় বস্তুটি মাত্র চার ডলারে অকশন করলেন। বলাই বাহুল্য, মুহূর্তে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও সাড়ে তিন হাজার ডলারে কেনা হিরের আংটি মাত্র ১২ ডলারে নিলাম করলেন সেলেনা!

সেলেনা গোমেজ়। (ইনসেটে) ওয়ান্ড হাতে ছোট্ট সেলেনা



মিকি ম্যাডিসন

একটু সিনেমা, অনেকটা ফ্যাশন

অস্কার মঞ্চে ওঠার আগে রেড কার্পেটে আবার ফ্যাশন গোল সেট করলেন হলিউডের প্রথম সারির সেলেবরা। রইল সেরা ফ্যাশনিস্তাদের ছবি।



অস্কার ২০২৫-এর রেড কার্পেটে সেলেবরা তাঁদের সেরা লুক নিয়ে হাজির হন। সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার বিজয়ী মিকি ম্যাডিসন ডিওরের পোশাক এবং টিফানি অ্যান্ড কোং-এর অভিজাত গয়নায় ছিলেন উজ্জ্বল। সেরা অভিনেতার দৌড়ে শামিল কোলম্যান ডমিঙ্গো ১৯৫৬-র রিবন ক্লিপ দেওয়া কাস্টম মেড ভ্যালেন্টিনো সুট পরে আসেন। সেরা অভিনেতার পুরস্কারপ্রাপ্ত এড্রিয়েন ব্রডি জর্জিও আরমানির মেড টু মেজ়ার সুটে ফিনিক্স ব্রুচ পরে আনেন অভিনবত্ব। জর্জিও আরমানির কাস্টম মেড এমবেলিশড পোশাকে তাক লাগান ডেমি মুর।



জ়োয়ি সালদানা



এড্রিয়েন ব্রডি



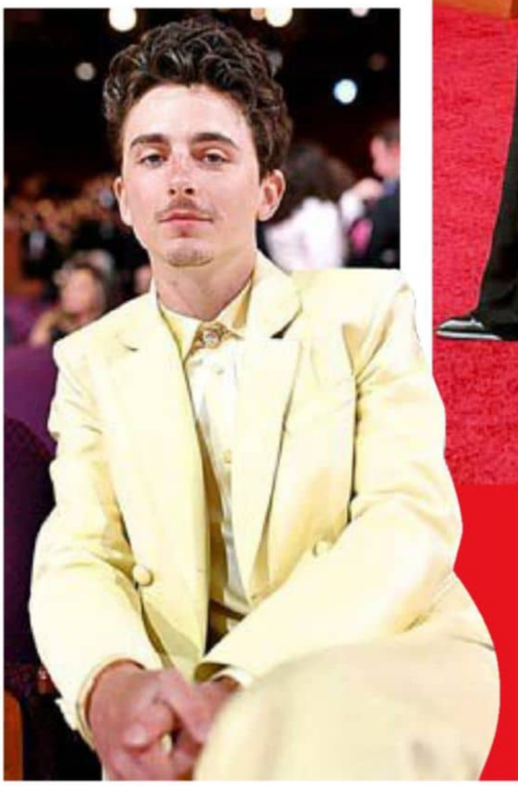
কোলম্যান ডমিঙ্গো



মাইলি সাইরাস



স্কারলেট ইয়োহানসন



টিমোথি শ্যালামে

জিভ্যানশির লেমন ইয়েলো থ্রি-পিস সুটে টিমোথি শ্যালামে ছিলেন মহিলাদের মধ্যমণি। আরিয়ানা গ্রান্ডে শিয়াপারেলির ক্যানক্যান ড্রেসে চমকে দেন। সেলেনা গোমেজ়ের



■ আরিয়ানা গ্রান্ডে





■ পেনেলোপি ক্রুজ়



■ এল ফ্যানিং



■ ডেমি মুর



■ সেলেনা গোমেজ়



■ অ্যানা ডি আরমাস

ইন্ট্রিকেট রাল্ফ লরেন গাউনে ১৬০০০ কাচের টুকরো লাগানো ছিল! জোয়ি সালদানার টিয়ারড গাউনে ছিল সেন্ট লরঁর সিগনেচার। গুচির ব্রাউন সুটে অ্যান্ড্রু গারফিল্ড, থিয়েরি মাগলার কুটুরের ব্লু ভেলভেট গাউনে স্কারলেট ইয়োহানসন, কাস্টম মেড জিভ্যানশি অট কুটুর ড্রেসে এল ফ্যানিং, শানেলের ভেলড ড্রেসে পেনেলোপি ক্রুজ়, ম্যাকুইন ব্ল্যাক গাউনে মাইলি সাইরাস, লুই ভিতোঁর ব্ল্যাক স্যাটিন গাউনে অ্যানা ডি আরমার ফ্যাশন গোল দিয়েছেন ভক্তদের। বছরের সেরা বিনোদন অনুষ্ঠানে নিজের সেরা লুক তৈরি করতে কে



■ অ্যান্ড্রু গারফিল্ড

আমি একা থাকি, কিন্তু একাকিত্ব

প্র ‘মায়ানগর’ ছবিতে ‘এলা’ হিসেবে তো আপনি বিপুল প্রশংসা পেয়েছেন সকলের কাছ থেকে। এখন শ্রীলেখা মিত্রর হাতে কাজের সংখ্যা কীরকম?

অভিনয়ের কথা বলছেন? একটিও নেই। আর বিপুল প্রশংসার কথা আপনি বলছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে ইন্ডাস্ট্রির খুব কম মানুষই কাজটা নিয়ে কথা বলেছেন।

প্র একটি কাজও নেই! এরকম কেন হল বলে মনে হয়?

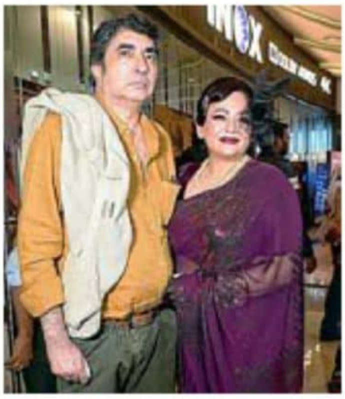
কারণ তো খুব পরিষ্কার। আমার স্পষ্টবাদিতা নিয়ে অনেকের সমস্যা আছে। ইন্ডাস্ট্রির এই সময়ের মহীরুহদের বিরুদ্ধে আমি যেভাবে কথা বলেছি, তাদের অন্যায্য প্রভাবের যেভাবে সমালোচনা করেছি, বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছি, তাতে তো এটা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে আমি যে এতে খুব দুঃখে আছি, তা কিন্তু নয়। কাজ খুব বেশি এলেও আমি করতাম না। কারণ আমি এখন যে মানসিকতার জায়গায় আছি, সেখানে বেছে বেছে কাজ করাটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আগেও তাই ছিল। তাই মুম্বই থেকে আসা কাজ ও বড় বিজ্ঞাপনের অফারও আমি ছেড়ে দিয়েছি। এখন এসবে কিছু যায় আসে না।

প্র কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায় যে, আপনি মুখটা এখন খুলছেন কেন? আপনি যে সময় থেকে শুরু করেছেন, সেই সময়ের অন্যায়ের কথা আপনি এখন তুলে আনছেন...

দেখুন, আমি সেই সময়ও বলতাম। হ্যাঁ, তখন সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না বলে, ব্যাপারটা মানুষের কাছে অত পৌঁছত না। তবে আপনি যদি বলেন, যে-কোনও বিষয়েরই সমালোচনা করি, তা হলে হয়তো ব্যাপারটা ভুল বলা হবে। আমি অন্যায় দেখলেই প্রতিবাদ করি। কারণ একটা অহংবোধ আমার আছে। বাংলাদেশের জমিদার বংশের মেয়ে আমি। আক্ষরিক অর্থেই নীল রক্ত। সেই পরিবেশে থেকে



একা বেড়াতে যেতে ভালবাসেন



অনীক দত্তর সঙ্গে

তিনি অতিরিক্ত স্পষ্টবাদী। ইন্ডাস্ট্রির প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। তাতে তাঁর কাজেরও ক্ষতি হয়। কিন্তু **শ্রীলেখা মিত্র** এসবকে পাত্তা দেন না। তিনি চলেন নিজের মতো। কীভাবে সংসার চলে তাঁর? খোলসা করলেন **সায়ক বসুর** কাছে

আমি বুঝেছি, অত দেখনদারি বা গা ঘষাঘষির কোনও দরকার নেই। আমি আমার ক্রাফট এবং স্কিল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস আছে আমার অভিনয়ে। তা হলে ইন্ডাস্ট্রির বড় দাদা-দিদিদের অন্যায় প্রভাব মেনে নিতে হবে কেন?

প্র আপনার কি মনে হয় না, অতিরিক্ত স্পষ্টবাদিতা মানুষের ক্ষতি করে?

সে তো করেই। আমারই তো করেছে। কিন্তু আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে থাকার জন্য নিজেকে পালটে ফেলতে পারব না। কারণ আমি এখানে শুধু কাজ করতে এসেছি। ইনসাইডার হতে আসিনি। কিন্তু এখানে যে ‘প্যাকেজ’, ‘লবি’, ‘সম্পর্ক’-এর সূত্রে কাজ চলে, তাকে কি অস্বীকার করা চলে? সেটা নিয়ে কথা বলব না? ওই যে বললাম অহং। আমি এখানে একটা সময় সিরিয়ালে সবচেয়ে বেশি টাকা রোজগার করতাম। সিরিয়ালে ডাবল শিফট কাজ শুরু করেছি আমি। সেসব তো নিজের দমেই।

প্র কিন্তু এই যে ফেসবুক লাইভ করে সকলের নাম করে করে বিষোদ্গার, এত সমালোচনা... এসব কি আগে থেকেই করতেন?

মানুষ না কিছু কিছু ঘটনায় ট্রিগার্ড হয়। আমার ক্ষেত্রে ওই ঘটনাটা ছিল সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যু। এত কম বয়সের একটা ছেলেকে এইভাবে মারা যেতে দেখে, আমার টলিউডের পরিস্থিতির কথা বেশি করে মনে পড়তে শুরু করেছিল। তাই...

প্র আপনার এখন কাজ নেই বলছেন। সংসার চলছে কীভাবে?

খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। অনেকের মনেরই প্রশ্ন এটা। হয়তো ভাবেন, অসৎ উপায়ে টাকা আসছে। তা হলে খুলে বলি শুনুন। আমি যখন এখানে একটা



আমাকে গ্রাস করে না: শ্রীলেখা মিত্র



সময় মাচা এবং সিরিয়াল থেকে প্রচুর টাকা রোজগার করতাম, তখন টাকা জমিয়ে রাখতাম। আমাকে সংসার চালানোর জন্য কোনওদিন একটা পয়সাও দিতে হয়নি। বাবা মাথার উপর ছাতার মতো ছিলেন। তখন আমি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টস করি। পিপিএফ, মিউচুয়াল ফান্ড, গোল্ড কয়েন, গোল্ড বন্ড। ফলে আমি হয়তো তেমন বড় গাড়ি চড়িনি, দেখনদারি করিনি। কিন্তু টাকা সব জমিয়ে রেখেছিলাম। এখন আমার তাতেই চলছে। আমি যে বাড়িতে থাকি, তার লোনও আমি ফোরক্লোজ় করে দিয়েছি। হ্যাঁ,



'মায়ানগর'-এ শ্রীলেখা ও সত্রাজিৎ

আমার হয়তো মাসের খরচ মেপে চালাতে হয়। কিন্তু অসুবিধে হয় না।

প্র আপনি একা থাকেন, একাকিত্ব কখনও আসে কি?

মাঝে মাঝে যে আবার সংসার করার কথা মনে হয়নি, তা নয়। কিন্তু পরে মনে হয়েছে, কেন আবার এসবের মধ্যে জড়াব! আর ইন্ডাস্ট্রির মানুষদের সঙ্গে প্রেম ব্যাপারটা আর হবে না। কারণ এখানে খুব ইকুয়েশন এবং তার থেকে কাজ পাওয়ার ব্যাপার চলে। ফলে এখন একা থাকি, একা বেড়াতে যাই, পোষ্যদের সঙ্গে নিয়ে থাকি। অনেক ভাল আছি। যেটুকু ভালবাসা বেঁচে আছে, সেটা ওদেরই দিতে চাই।

প্র এখন তাহলে কাজের কথা কী ভাবছেন?

একটা পরিচালনার কাজের কথা ভাবছি। সেটা নিয়ে একটু কথাবার্তা চলছে। তাছাড়া সিরিয়ালে অভিনয়ের অফারও আছে। কিন্তু মনের মতো না হলে কাজ করব না। নিজের দিক থেকে ঠিক থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।



■ নুসরতের সঙ্গে ‘ও মন ভ্রমণ’-এর সেটে পরিচালক রাজর্ষি দে

অনর্থের মূলে অর্থ

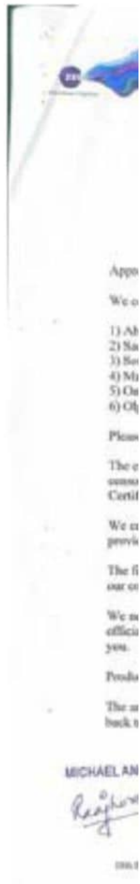
পরিচালক রাজর্ষি দে-র নতুন ছবি ‘ও মন ভ্রমণ’ নিয়ে বাঁধল বিস্তর গণ্ডগোল! প্রযোজক জুটি প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য ও অরিন্দম ঘোষ করলেন একগুচ্ছ অভিযোগ।

সন্ধানে **আসিফ সালাম**

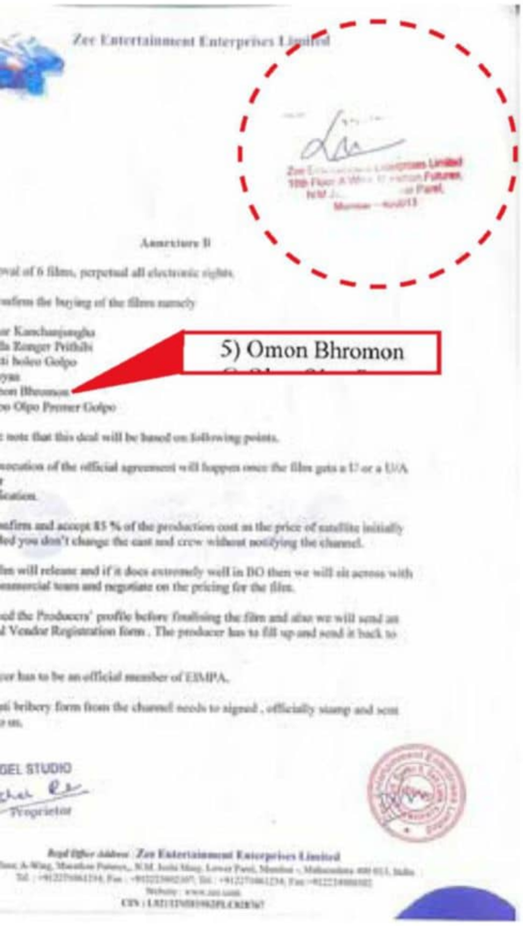
ছবি তৈরির বাজেট ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। পরিচালক রাজর্ষি দে পেলেন ৮০ লাখ টাকা। সেই টাকা দিয়ে তিনি সারলেন কলকাতায় ন’দিনের শেডিউল। সঙ্গে নুসরত জাহান, শ্রাবন্তী, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়সহ অন্যান্য অভিনেতা এবং ক্রু মেম্বারের পারিশ্রমিক। বাকি টাকা আর পাওয়া গেল না। তাই ছবির শেষ চারদিনের ব্যাংকক শেডিউল ভেস্তে গেল! শুরু হল প্রযোজক এবং পরিচালকের একে-অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ির খেলা! গল্পটা খুব সহজভাবে বললে, এরকমই দাঁড়ায়। তবে আদতে গল্পটি মোটেই অতটা সহজ নয়। যা আসলে ঘটেছে এবং যা দেখানো হচ্ছে, তার মধ্যে যে বিস্তর অমিল! তবে কোন পক্ষ সত্যি বলছে, কোন পক্ষ মিথ্যে বলছে বা সত্যির মধ্যে কতটা সত্য রয়েছে আর কতটা জল মেশানো রয়েছে, তার কোনওটাই বিচার করার এক্তিয়ার আনন্দলোক-এর নেই। আমরা স্রেফ যা-যা ঘটনা ঘটেছে, সেটাই প্রমাণ সহকারে পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম। সঙ্গে রাখলাম কিছু প্রশ্ন।

চ্যানেলের সঙ্গে চুক্তি করলেন কে, পরিচালক নাকি প্রযোজক?

পরিচালক রাজর্ষি দে-র বিরুদ্ধে তাঁর পরিচালিত ‘ও মন ভ্রমণ’ ছবির প্রযোজক অরিন্দম ঘোষ, সহকারী প্রযোজক প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য এবং একটি সর্বভারতীয় বেসরকারি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ এনে মামলা করেছেন। ছবি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আগাম বিক্রি হয়ে গিয়েছে বলে প্রযোজকের কাছ থেকে টাকা নেওয়া, শুটিংয়ের সময়ে টাকার হিসেবে গরমিল, অভিনেতাদের যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে তার তুলনায় বাড়িয়ে দেখানো-সহ একগুচ্ছ অভিযোগ রাজর্ষি দে-র বিরুদ্ধে। তবে ঠিক কী-কী অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে, সেটা বোঝার আগে ফ্ল্যাশব্যাকে জেনে নেওয়া যাক এই ছবি তৈরির নেপথ্য পটভূমিকার কথা। ২০২৪ সালে মুক্তি পায় রাজর্ষি দে পরিচালিত ‘সাদা রঙের পৃথিবী’। সেই ছবি মুক্তির প্রাক্কালে এক পার্টিতে রাজর্ষির সঙ্গে আলাপ হয় জনৈক অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্যর। রাজর্ষির বক্তব্য অনুযায়ী, প্রিয়াঙ্কার সূত্রেই তাঁর পরিচয় হয় অরিন্দম ঘোষের সঙ্গে, যিনি পরিচালকের পরের ছবির প্রযোজক হতে রাজি হন। প্রিয়াঙ্কা শর্ত রেখেছিলেন যে, প্রযোজক খুঁজে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁকে নতুন ছবিতে একটি চরিত্রে সুযোগ দিতে হবে। রাজর্ষি সে সময়ে ‘ও মন ভ্রমণ’ বলে ছবির পরিকল্পনা করছিলেন এবং এক নতুন ওটিটি প্ল্যাটফর্মের (সেই প্ল্যাটফর্মের অস্তিত্ব তখনও ছিল না, আজও নেই) প্রযোজনায় ছবিটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নতুন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম কোনও ছবি প্রযোজনা করলে, সেটা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠিত ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করা যাবে না বলে, প্রিয়াঙ্কা ও তাঁর ব্যবসায়ী বন্ধু অরিন্দমকে এই ছবির প্রযোজক হিসেবে আনেন রাজর্ষি। প্রসঙ্গত, অরিন্দমের এটাই প্রথম প্রযোজনা, তাঁর আসল ব্যবসা হল মিষ্টির। রাজর্ষির ছবির গল্প নাকি অনেকটা বলিউডি ছবি ‘জ়িন্দগী না মিলেগি দোবারা’র কনসেপ্টে তৈরি। টলিউডের নিরিখে এটি নাকি একেবারে নতুন ভাবনা থেকে জারিত। মূল চরিত্রে টলিউডের তিন তাবড় নায়িকা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় ও নুসরত জাহান। ফলত, ছবির বাজেটও যে বড়সড়ই হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ছবির বাজেট ঠিক হয় ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। তবে এটি শুধুই শুটিংয়ের খরচ। অর্থাৎ ডিস্ট্রিবিউশন, প্রচার বাবদ পোস্ট প্রোডাকশনের অঙ্ক এর মধ্যে ধরা ছিল না। ঠিক হয়, কলকাতার পাশাপাশি ব্যাংককেও ছবির শুটিং হবে। প্রযোজকদের বক্তব্য অনুযায়ী, রাজর্ষি বলেছিলেন, তাঁকে পুরো



টাকা প্রথমেই দিয়ে দিতে হবে। শুধু তাই নয়, তিনি নাকি এ-ও দাবি করেছিলেন যে, ছবির স্বত্ব তিনি ইতিমধ্যেই একটি বেসরকারী চ্যানেলের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। রাজর্ষি একটি চুক্তিপত্রও দেখিয়েছিলেন। তাতে বলা ছিল, ওই চ্যানেল পরিচালকের মোট ছ'টি ছবি কিনবে। তার মধ্যে 'ও মন ভ্রমণ' ছবিটিও ছিল। এই প্রসঙ্গে প্রিয়াঙ্কা জানান, "রাজর্ষিদা জ়ি-তে চাকরি করতেন। আমাদের প্রযোজক হিসেবে প্রথম ছবি। ফলে কাউকেই চিনতাম না। রাজর্ষিদা নিজেই জ়ি-র চুক্তিপত্রটি আমাদের দেখান। উনি আমাদের সঙ্গে সুজয় কুট্টির আলাপ করিয়ে দেন চ্যানেলের সিইও পরিচয় দিয়ে। আর শুক্লা বি হাজরার আলাপ করান ওদের ওটিটি হেড হিসেবে। অনেক পরে আমরা জানতে পারি যে, ওঁদের দু'জনেরই পরিচয় ভুয়ো। আমার আর অরিন্দমের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য রাজর্ষিদা বলেন যে ওঁর আগের ছবি 'আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা' ইতিমধ্যেই ওই চ্যানেলের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আছে। ওই চুক্তিপত্রে লেখা ছিল, বক্স অফিস কালেকশনের পর ৮৫ শতাংশ টাকা প্রোডাকশন কস্ট হিসেবে ফেরত দেবে চ্যানেল। আর বক্স অফিসে ভাল ব্যবসা করলে রিটার্নের অ্যামাউন্ট হবে ১০০ শতাংশ। যেহেতু চ্যানেলটি প্রবল জনপ্রিয়, তাই ওই চুক্তিটি দেখেই আমরা


Zee Entertainment Enterprises Limited

Annexture B

5) Omon Bhromon

...note that this deal will be based on following points.

...firm and accept 85 % of the production cost as the price of satellite initially ...ded you don't change the cast and crew without notifying the channel.

...lm will release and if it does extremely well in BO then we will sit across with ...mmercial team and negotiate on the pricing for the film.

...er has to be an official member of EIMPA.

...GEL STUDIO

Proprietor

Regd Office Address : Zee Entertainment Enterprises Limited

■ রাজর্ষির দেখানো চ্যানেলের চুক্তিপত্রে সিনেমার তালিকায় লেখা 'ও মন ভ্রমণ'-এর নাম। প্রযোজকদের দাবি, এই নথিটি ভুয়ো





■ দুই প্রযোজক প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য ও অরিন্দম ঘোষ

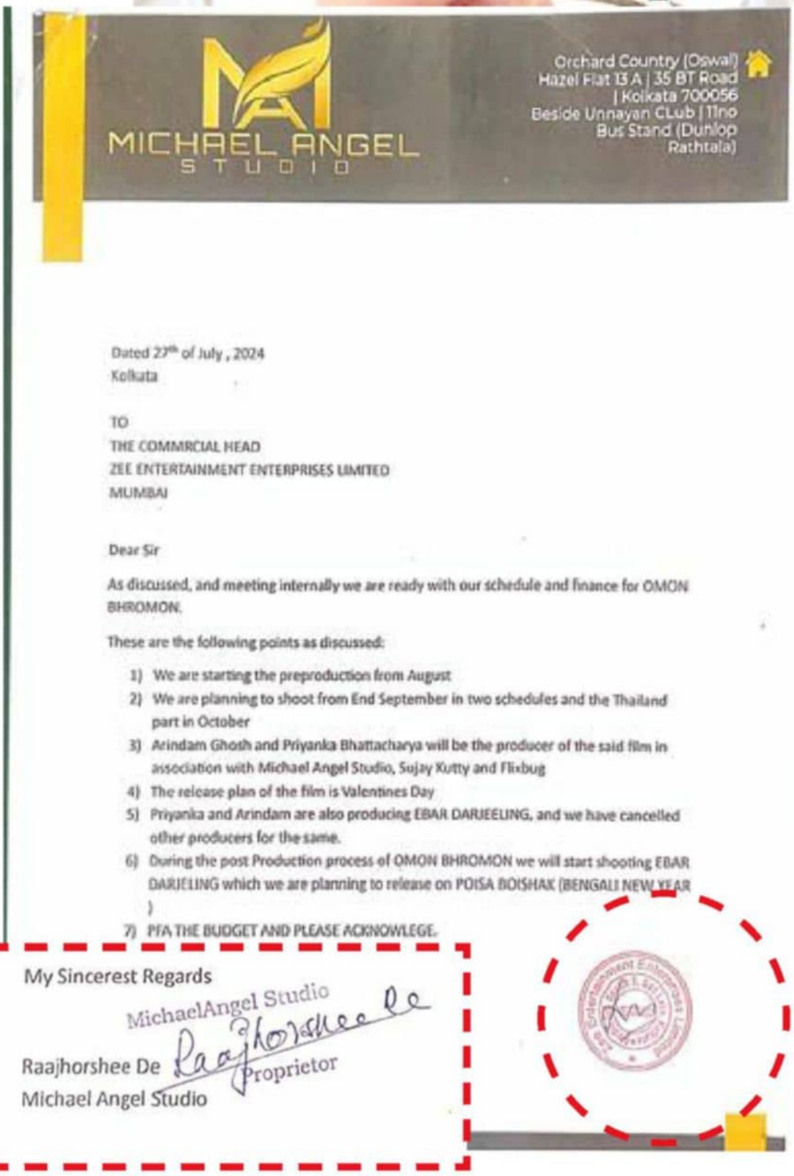
রাজি হই। ধরে নিই, প্রজেক্টটি বিক্রি হয়েই যাচ্ছে। ফলে আর্থিক ক্ষতি হলেও তা কমই হবে।'' তবে এসব কিছুই উড়িয়ে দেন রাজর্ষি। প্রযোজকদের তরফ থেকে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথা অনুসারে,চ্যানেলের সঙ্গে এই চুক্তিটি তিনি করেননি! সুজয় কুট্টির সঙ্গে যা ডিল হয়েছে, সেটা অরিন্দম করেছেন। তিনি নন। রাজর্ষির কথায়, "জ়ি-র নথিটি সই করা হয়েছে ২০২২-২৩ নাগাদ। তখন সুজয় কুট্টি ছিলেন চ্যানের সিইও। ফলে নথিটি অথেন্টিক কি না, আমার জানার কথাই নয়। আর প্রযোজকরা তখন কেন কথা বলেননি? চ্যানেলের সঙ্গে এই নথি সই হওয়ার সময়ে ছবির শুটিংই শুরু হয়নি। অথচ সেখানে লেখা ছিল, প্রোডাকশনের খরচের একটি অংশ চ্যানেল দেবে! অরিন্দমের সঙ্গে চুক্তির সময়ে জ়ি-এর নাম আমি উল্লেখ করিনি।'' এই কথা শুনে খুব অবাক হয়ে অরিন্দম জানান, তিনি মার্কেটে নতুন। সুজয় কুট্টি কে, তাঁরা জানতেনই না! তাই তাঁর পক্ষে এত বড় প্ল্যাটফর্মে ছবি বিক্রির জন্য মিটিং ফিক্স করা অসম্ভব। শুধু তাই নয়, তাঁরা এই সংক্রান্ত নানা তথ্যপ্রমাণও আনন্দলোক-এর হাতে দেন। অরিন্দম এও প্রশ্ন তোলেন, ''আমি যদি জ়ি-কে প্রজেক্ট বিক্রির ক্ষমতা রাখি, তাহলে আমরা চ্যানেলকে অভিযোগ জানিয়ে মেল করলাম কেন? চ্যানেলের সঙ্গে হওয়া চুক্তিপত্রে আমাদের সই নেই কেন?" পরবর্তীকালে অরিন্দম ও প্রিয়াঙ্কা এও জানতে পারেন যে, রাজর্ষির সঙ্গে চ্যানেলের কোনও চুক্তিই হয়নি। তারপরই তাঁরা ওই চ্যানেলের উপর তলার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এবং গোটা বিষয়টা জানতে পেরে, বিধাননগর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানায় জ়ি এন্টারটেনমেন্ট এন্টারপ্রাইজ় লিমিটেড এফআইআর দায়ের করে রাজর্ষির বিরুদ্ধে। তারপর প্রিয়াঙ্কারাও রাজর্ষির নামে এফআইআর করেন। এইটুকু পড়েই বুঝতে পারছেন তো যে, প্রিয়াঙ্কা-অরিন্দম যা বলছেন, রাজর্ষি ঠিক তার উল্টোটা বলছেন! অর্থাৎ কে সত্যি বলছেন, আর কে মিথ্যে, সেটা গল্পের শুরু থেকেই ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছে। যদিও আনন্দলোক-এর কাছে প্রিয়াঙ্কা যে তথ্যপ্রমাণ তুলে দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে চুক্তিপত্রে সুজয় কুট্টির সঙ্গে রাজর্ষির সই রয়েছে। যদিও রাজর্ষির বক্তব্য, সেগুলো পুরোটাই ভুয়ো। এই ব্যাপারে সুজয়বাবুর মতামত জানতে চেয়ে বারংবার ফোন করা হলে, সেই নেটওয়র্ক সীমার আওতার বাইরে বলেই জানা যায়।

কলকাতায় ন'দিনের শেডিউল, খরচ প্রায় ৮০ লাখ!

আগেই বললাম, রাজর্ষি নাকি বলেছিলেন, প্রযোজককে ছবি তৈরির পুরো টাকা প্রথমেই দিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ ১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। এও নাকি ঠিক হয় যে, শিল্পী এবং কলাকুশলীদের পারিশ্রমিকের লেনদেন হবে রাজর্ষির সংস্থা, মাইকেল অ্যাঞ্জেল স্টুডিয়ো-র মাধ্যমে। কারণ, প্রিয়াঙ্কা কিংবা অরিন্দম কারওরই ট্রেড লাইসেন্স কিংবা ইমপা রেজিস্ট্রেশন ছিল না। ''পরিচালক হিসেবে এটা আমার কাজ নয়, কিন্তু তাও আমি অরিন্দম আর প্রিয়াঙ্কাকে 'তারা মা এন্টারটেনমেন্ট'এর নামে ট্রেড লাইসেন্স বানিয়ে দিই। ওদের ইমপা-র রেজিস্ট্রেশনও করিয়ে দিই। ওরা বলে, ক্যাশ ট্রানজ়াকশন করতে পারবে না। আমার সব ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ইত্যাদি দেওয়া আছে। তাই



■ 'ও মন ভ্রমণ'-এর শুটিং সেটে



Orchard Country (Oswal)
Hazel Flat 13 A | 35 BT Road
| Kolkata 700056
Beside Unnayan CLub | 11no
Bus Stand (Dunlop
Rathtala)

MICHAEL ANGEL STUDIO

Dated 27th of July, 2024
Kolkata

TO
THE COMMRCIAL HEAD
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED
MUMBAI

Dear Sir

As discussed, and meeting internally we are ready with our schedule and finance for OMON BHROMON.

These are the following points as discussed:

1) We are starting the preproduction from August
2) We are planning to shoot from End September in two schedules and the Thailand part in October
3) Arindam Ghosh and Priyanka Bhattacharya will be the producer of the said film in association with Michael Angel Studio, Sujay Kutty and Flixbug
4) The release plan of the film is Valentines Day
5) Priyanka and Arindam are also producing EBAR DARJEELING, and we have cancelled other producers for the same.
6) During the post Production process of OMON BHROMON we will start shooting EBAR DARJEELING which we are planning to release on POISA BOISHAK (BENGALI NEW YEAR)
7) PFA THE BUDGET AND PLEASE ACKNOWLEGE.

My Sincerest Regards

MichaelAngel Studio
Proprietor

Raajhorshee De
Michael Angel Studio

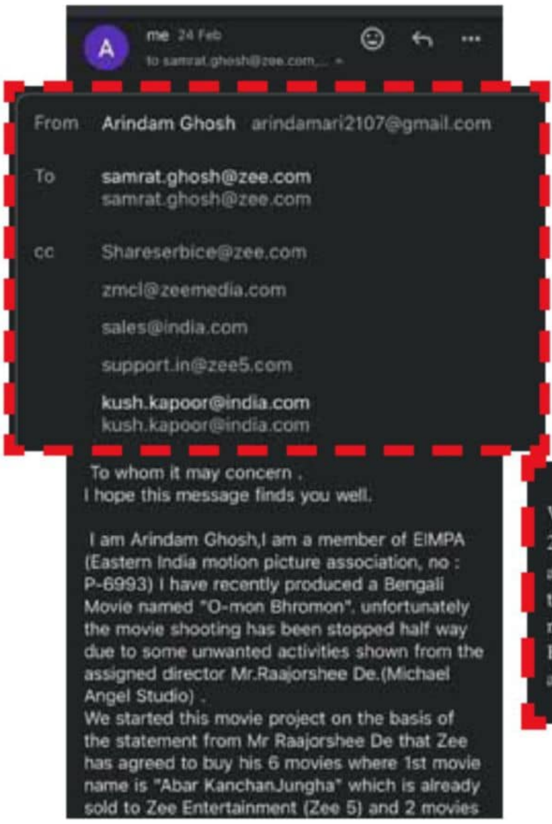
■ চ্যানেলের সঙ্গে হওয়া রাজর্ষির সংস্থার চুক্তির কপি।

ওদের সঙ্গে কনট্রাক্টেই লেখা ছিল, সকলের পারিশ্রমিকের লেনদেন আমার সংস্থার মাধ্যমে হবে,'' জানান রাজর্ষি। এদিকে এই বিষয় নিয়ে প্রিয়াঙ্কার একটা অন্য ভার্সন শোনা যায়। ''হ্যাঁ, এটা ঠিক যে রাজর্ষিদা আমাদের ট্রেড লাইসেন্স এবং ইমপা রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেবেন বলেছিলেন। তার জন্য প্রথমেই ১৮ হাজার টাকার চেক নেন। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, উনি সেই চেকটা জমাই দেননি! কারণ, এই ছবির নাম দিয়ে ইমপা-তে অলরেডি প্রযোজক হিসেবে ফ্লিক্সবার্গ-এর নাম রেজিস্টার করা আছে! তার মানে তো প্রথমদিন থেকেই উনি আমাদের মিসগাইড করেছেন! শুধু তাই নয়, পরে উনি নুসরত জাহানের প্রযোজনা সংস্থাকে ছবিটি বিক্রির দায়িত্ব দেন। আমরা এ-ও জানতে পারি যে, ছবির আইপি (ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি) উনি যেরকম আমাদের দিয়ে রেখেছেন, একইসঙ্গে নুসরতদির সংস্থাকেও দিয়ে রেখেছেন! এগুলোও তো এক রকমের প্রতারণা।'' যাই হোক, এবার সেই শুরুর গল্পে ফিরি। রাজর্ষি পুরো টাকা প্রথমে চাইলেও, অরিন্দম তাঁকে জানান যে, সেটা সম্ভব নয়। যেমন যেমন ফান্ড আসবে, সেই মতো তিনি টাকা দিতে থাকবেন। সিকিয়োরিটি হিসেবে চারটি চেক তিনি রাজর্ষিকে দেন, যার সামগ্রিক মূল্য ছিল ৭৩ লাখ টাকা। কলকাতায় ন'দিনের শেডিউল কমপ্লিট হওয়া অবধি প্রযোজকের তরফ থেকে ক্যাশ ও আরটিজিএস-এর মাধ্যমে রাজর্ষিকে মোট ৮০ লাখ টাকা দেওয়া হয়। আর রাজর্ষিকে বলা হয়েছিল সেই ৭৩ লাখের (সামগ্রিক মূল্য) চেকগুলোর কোনওটিই আপাতত ব্যাঙ্কে না ফেলতে। কলকাতা শেডিউল শেষ হলে নড়েচড়ে বসেন প্রিয়াঙ্কা ও অরিন্দম। শহরে ন'দিনের শুটিংয়ে কীভাবে ৮০ লাখ

টাকা খরচ হয়, সেই হিসেব চান প্রযোজকরা। কিন্তু রাজর্ষি নাকি প্রথমে সেই হিসেব দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, ‘শুটিংয়ের মাঝে কেউ হিসেব চায় নাকি!’ পরে অনেক চাপ দিলে, তিনি যেটা দেন, তাতে নাকি স্বচ্ছতার অভাব ছিল। ‘‘দু’বার দু’রকমের মাস্টারশিট দেন রাজর্ষিদা। এডিটর, জুনিয়র আর্টিস্টদের টাকা দেওয়া হয়েছে বলে হিসেবে লেখা ছিল। কিন্তু তাঁদের ফোন করে জিজ্ঞেস করলে ওঁরা বলেন, টাকা পাননি। এডিটর সংলাপদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। উনি বলেন ‘এডিট শুরুই হয়নি, টাকা কী নেব!’ আসলে শুটিংয়ের বিভিন্ন খাত ও কলাকুশলীদের পারিশ্রমিকের থেকে একটি অংশ পরিচালক নিজে রাখতেন।



ছবির সেটে নুসরতের সঙ্গে রাজর্ষি



me 24 Feb
to samrat.ghosh@zee.com,...

From Arindam Ghosh arindamari2107@gmail.com

To samrat.ghosh@zee.com
samrat.ghosh@zee.com

cc Shareserbice@zee.com
zmcl@zeemedia.com
sales@india.com
support.in@zee5.com
kush.kapoor@india.com
kush.kapoor@india.com

To whom it may concern .
I hope this message finds you well.

I am Arindam Ghosh,I am a member of EIMPA (Eastern India motion picture association, no : P-6993) I have recently produced a Bengali Movie named "O-mon Bhromon", unfortunately the movie shooting has been stopped half way due to some unwanted activities shown from the assigned director Mr.Raajorshee De.(Michael Angel Studio) .
We started this movie project on the basis of the statement from Mr Raajorshee De that Zee has agreed to buy his 6 movies where 1st movie name is "Abar KanchanJungha" which is already sold to Zee Entertainment (Zee 5) and 2 movies

প্রযোজকদের তরফ থেকে চ্যানেল কর্তাকে করা মেল এবং তার উত্তর



Sucheta Burman 25 Feb
to me

Translate to Bangla

ear Mr. Ghosh,

he appended mail has been forwarded to me by mrat Ghosh, the Chief Cluster Officer – East, N Premium Cluster • Programming to respond to ail and concerns as under:

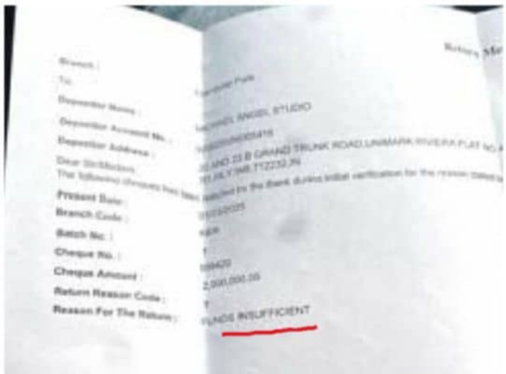
We have to inform you that the attached Letter dated 27th July 2024 for the Bengali Film "*Omon Bhromon*" and the Director Agreement dated 1st March 2023 for the slate deal of 6 films are forged documents and are not executed, signed and confirmed by Zee Entertainment Enterprises Limited from its Mumbai and/or Kolkata office.

r. Raajhorshee De was an ex-employee of the mpany and have misused the company logos an dress details of the company to forge the said

ফলে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ হতে থাকে ও সেই খরচের হিসেবও তিনি দেখাতে পারেননি। এছাড়া, শিল্পীদের পারিশ্রমিকের যে অঙ্ক রাজর্ষিদা আমাদের বলেছিলেন, তার চেয়ে অনেক কম টাকায় তিনি শিল্পীদের কাজ করিয়েছেন। আমাদের বলা হয়েছিল, নুসরতের পারিশ্রমিক ১৫ লাখ টাকা। কিন্তু উনি আদতে ১০ লাখ টাকা নিয়েছেন। নুসরতের সই নকল করে রাজর্ষিদা একটি ১৫ লাখ টাকার চুক্তিপত্র আমাদের দেখিয়েছিলেন। কলকাতা শেডিউলের পর যখন আমরা রাজর্ষিদার কারসাজি ধরে ফেলি এবং শুট বন্ধ রাখি, তখন বাইপাসের ধারে এক পাঁচতারা হোটেলে নুসরতদি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কী সমস্যা হচ্ছে, সেই নিয়ে আলোচনা করতে। তখন জানতে পারি, ওঁর পারিশ্রমিক ১০ লাখ টাকা! তার মধ্যে ন’লাখ টাকা পেয়েছেন। আমি বলি রাজর্ষিদা যে এগ্রিমেন্ট পাঠিয়েছেন তাতে ১৫ লাখ টাকা লেখা আছে। নুসরতদি বলেন, একদিন রাজর্ষিদার সঙ্গে বসতে। পরে নুসরতদিকে হোয়াটসঅ্যাপে রাজর্ষিদার ওই এগ্রিমেন্টটা পাঠাই। উনি বলেন, ওই চুক্তিপত্রে ওঁর সই জাল করা হয়েছে,’’ জানালেন প্রিয়াঙ্কা।

পাল্টা দিলেন পরিচালক

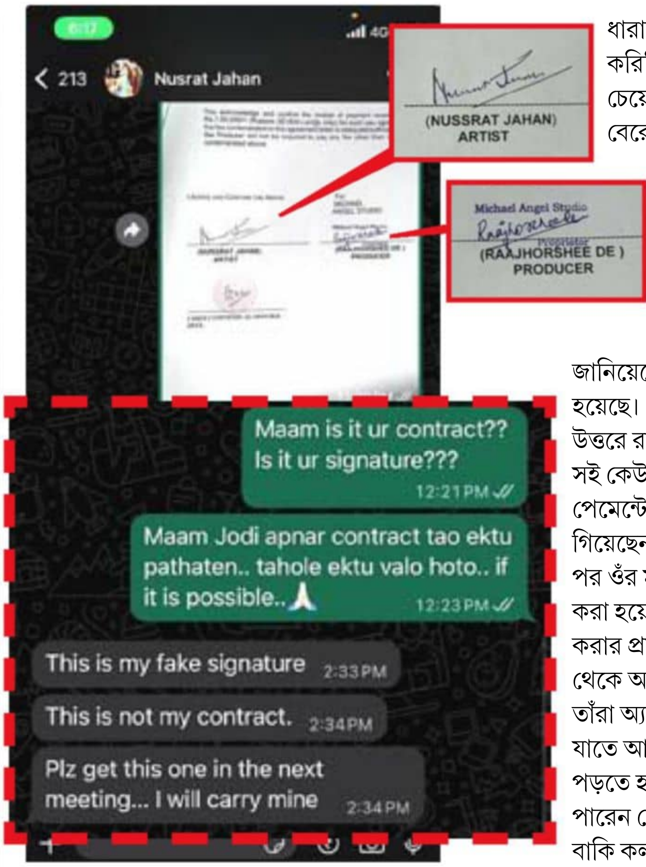
প্রযোজকদের তরফ থেকে টাকা নয়ছয় করার



চেক বাউন্সের নথি

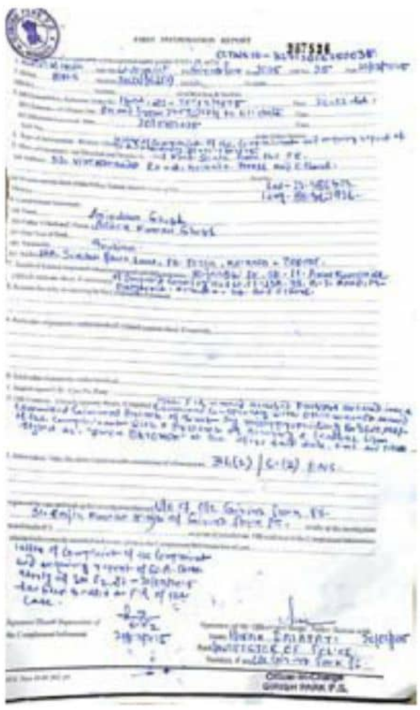
অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে উড়িয়ে দেন রাজর্ষি। তাঁর বক্তব্য, “অরিন্দমবাবু ও প্রিয়াঙ্কাকে আমি চিনতাম না। চেনার ছ’মাস পর অরিন্দম-প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কাজ শুরু করি। প্রথম থেকে ওঁদের টাকাপয়সা সংক্রান্ত সমস্যা ছিল। কলকাতার শুটিং শেষ হওয়ার পর ওঁরা টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেন। প্রযোজক প্রথমে ১০ লাখ টাকা দেন। তারপর কখনও পাঁচ লাখ, কখনও তিন লাখ... এভাবে তিন মাস ধরে টাকা পেয়েছি। ৮ নভেম্বর ২০২৪ অবধি আমি টাকা পেয়েছি। ৮০ লাখ টাকা পেয়েছিলাম ততদিনে। চারদিনের ব্যাংকক শেডিউল বাকি ছিল খালি। ৯০ শতাংশ অভিনেতাদের পেমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। তার মূল্য ৩০-৩৫ লাখ টাকা। বাকি টিমের জন্য আরও ১৫ লাখ টাকা ধরুন। ন’দিন কলকাতায় শুটিং হয়েছে। প্রতিদিন ৩ লাখ টাকা খরচ হলেও ২৭ লাখ টাকা। ৭৭ লাখ টাকার হিসেব তো মুখেমুখেই দিয়ে দিলাম! তা হলে আমি চুরি কোত্থেকে করলাম? আমি এখনও অবধি এক টাকাও পারিশ্রমিক পাইনি। ইমেলে আমি প্রযোজকদের বলি, আমার পারিশ্রমিক দিতে হবে না। শুটিং শেষ হওয়ার পর টাকা বাঁচলে আমাকে দিও। নুসরতের সঙ্গে প্রথম থেকেই চুক্তি হয়েছিল যে, ও ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব নেবে। অভিনেতারা সকলেই টাকা পেয়ে গিয়েছিলেন, বেশিরভাগ টেকনিশিয়ানও টাকা পেয়েছেন।





■ প্রযোজকের সঙ্গে নুসরতের চ্যাট ও চুক্তিপত্র

ওঁরা পারিশ্রমিক না পেলে কি মুখ খুলতেন না?" এখানেই থেমে না থেকে রাজর্ষি বলেন, "ব্যাংককে শুটিংয়ের আগে প্রযোজকদের দেওয়া ৭৩ লাখ টাকার চেক (মোট চারটি চেক) বাউন্স করে। এমনটা কেন হবে? আজ অবধি আমাকে কখনও মিথ্যে এগ্রিমেন্ট দেখিয়ে প্রযোজক পেতে হয়নি। তাহলে 'আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা' বিক্রি হত না জ়ি-তে। 'মায়া', 'সাদা রঙের পৃথিবী' বিক্রি হয়নি। প্রতারণা করলে তো ওইগুলিও সহজেই বিক্রি করে দিতাম।" কিন্তু প্রযোজকের চেক বাউন্স করার ঘটনা তো গুরুতর অভিযোগ। তাহলে রাজর্ষি চুপ ছিলেন কেন? এর উত্তরে রাজর্ষি বলেন, "কে বলল চুপ করেছিলাম? প্রথমে ভাবুন, কোনও প্রযোজক অগস্ট মাসে বিনিয়োগ করে পরের ফেব্রুয়ারিতে এসে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের ডকুমেন্ট চেক করবেন কেন? ৭৩ লাখ টাকার চেক বাউন্স করার পর? জানুয়ারির ডেটে ব্যাংককে শুটিংয়ের জন্য ওই টাকার চেক দিয়ে রেখেছিল। ওরা কিন্তু আগেই হিসেব চেয়েছিল, নভেম্বরেই সেই হিসেব দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জিনি লাহা বলে একটি বাড়িতে শুট করেছিলাম। ওরা আমাদের বিল দেয়নি, কারণ একটি ট্রাস্টের অধীনে বাড়িটি। কিন্তু চার দিনের হিসেব করে জিনি লাহার প্যাডে লিখে দেওয়া হয়েছিল। ৭৩ লাখের ওই চারটি চেক বাউন্স হওয়ার পর


FIRST INFORMATION REPORT

■ রাজর্ষির নামে করা এফআইআর

ওদের এ কথা বলি। চেক বাউন্স করার পর নুসরত নিজে প্রযোজকদের সঙ্গে কথা বলে। ওরা বলে, দু'তিন দিনের মধ্যে জানাচ্ছে কী করা যায়। দেড় মাস পরেও ওরা কিছু বলেনি। বরং, দে মেড ইট পাবলিক। সেকশন ১৩৮-এ ধারায় মামলা করতে পারতাম। করিনি একটাই কারণে। আমি চেয়েছিলাম কোনও সমাধানসূত্র বেরোক। এমনও প্রস্তাব দিয়েছি যে, আমরা সকলে টাকা দিয়ে শুটিং শেষ করে নিচ্ছি। রিলিজ় করার পর ওরা ওদের শেয়ার নিয়ে নিক।" নুসরত যে নিজে প্রযোজকদের জানিয়েছেন তাঁর সই নকল করা হয়েছে। সেই বিষয়ে কী বলবেন? উত্তরে রাজর্ষি জানান, "নুসরতের সই কেউ জাল করেনি। নুসরত পেমেন্টের ৯৫ শতাংশ পেয়ে গিয়েছেন। ন'দিন শুটিং করার পর ওঁর মনে হয়েছে ওর সই জাল করা হয়েছে!" এদিকে চেক বাউন্স করার প্রসঙ্গে প্রযোজকদের তরফ থেকে অরিন্দম জানান, ইচ্ছে করেই তাঁরা অ্যাকাউন্টে টাকা রাখেননি। যাতে আরও ক্ষতির মুখে তাঁদের না পড়তে হয়। "যখন রাজর্ষিদা জানতে পারেন যে আমরা নুসরতদি এবং বাকি কলাকুশলীদের ফোন করে জানতে চেয়েছি তাঁরা পেমেন্ট পেয়েছেন কি না, তিনি বেজায় চটে যান। এই নিয়ে আমাদের হুঁশিয়ারিও দেন। উনি আমাদের এও বলেন, 'তোমাদের ভাগ্য ভাল ওই চারটে চেক এখনও জমা দিইনি!' তারপর রাজর্ষিদা ব্যাঙ্কে ওই চারটে চেক ফেলে দেন যাতে আমাদের ইমেজ খারাপ হয়। আমরা ইচ্ছে করেই ব্যালান্স রাখিনি। কারণ, উনি হিসেব দেখাতে পারেননি। আর উনি থ্রেট দিয়েই গিয়েছেন। আমাদের না হয় ফান্ড ছিল না। কিন্তু 'সাদা রঙের পৃথিবী'র প্রযোজকও তো অভিযোগ করেছেন যে উনি ১ কোটি ৬২ লাখ টাকা পেমেন্ট করে, এক টাকাও ফেরত পাননি! উনিও তো প্রতারণার কথা বলেছেন। কলকাতায় ন'দিনের শুটিংয়ে ৮০ লাখ টাকা খরচ হতে পারে না। রাজর্ষিদা বলেছিলেন, এরপরেও নাকি ২৬ লাখ টাকা বাকি আছে! আমরা বলি, পেমেন্ট ক্লিয়ার করে দেব, আমাদের হিসেব দিন। তারপরই ঝগড়া বাঁধে," জানান প্রিয়াঙ্কা ও অরিন্দম।

ঘটনা যাই হয়ে থাকুক না কেন, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পক্ষে এরকম ঘটনা যে ভীষণ হতাশজনক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরকম ঘটনা যত ঘটবে, ততই নতুন প্রযোজক ইন্ডাস্ট্রিতে পা দিতে ভরসা পাবেন না। আর প্রযোজকরাই যদি হাত গুটিয়ে নেন, তাহলে ছবি হবে কী করে!

(এই লেখা সংক্রান্ত প্রচুর তথ্যপ্রমাণ আনন্দলোক-এর কাছে রয়েছে। স্থানাভাবে সেগুলো সব এই লেখায় দেওয়া গেল না)



সৃজিতের ছবিতে অ্যাঞ্জেলিনা জোলির জীবন

আর কিছুদিনের মধ্যেই মুক্তি পাবে সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘কিলবিল সোসাইটি’। ছবির গল্প কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা চারিদিকে। কারণ ইতিমধ্যেই পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রের ইন্ট্রো সামনে এসেছে। আনন্দ কর থেকে মৃত্যুঞ্জয় কর হয়েছেন তিনি।



জীবনকে ভালবাসার পাঠের বদলে এবারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে জীবন নিতে। এর মধ্যেই সৃজিত মুখোপাধ্যায় কিছুক্ষণ আগে ছবির গল্পের একটি আভাস দিলেন। তিনি জানান, অ্যাঞ্জেলিনা জোলির একটি সাক্ষাৎকারই এই ছবির গল্পের আধার। ২০০৩ সালে অ্যাঞ্জেলিনা ডিপ্রেশনের বশে নিজের জীবন শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজের হাতে নয়। একজন কনট্র্যাক্ট কিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, তাঁকে মেরে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সেই কিলারই তাঁকে জীবনের পথে নিয়ে আসে! সেই সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণাতেই তৈরি হয়েছে সৃজিতের এই ছবি। সৃজিত জানিয়েছেন, যে কোনওরকম জল্পনা শুরুর আগেই ঘোষণাটা করে দিলেন তিনি।

■ সৃজিত মুখোপাধ্যায় ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলি

ছোট ছবি, বড় বার্তা

৪০ মিনিটের একটি ছোট ছবি তৈরি করলেন পরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারী। কিন্তু ছবি ছোট হলেও, বার্তাটি খুব বড় করেই দিলেন। এই দেশে প্রতি ৬৮ মিনিটে একজন করে নারীর মৃত্যু হয়। সেটা অত্যাচারের কারণে আত্মহত্যা হোক, পণের জন্য হত্যা হোক বা ধর্ষণ... এই সব কিছুকে ‘এভরি 64 মিনিটস’ নামক ছবির মাধ্যমে ধরেছেন পরিচালক। সম্প্রতি এই ছবিটির স্ক্রিনিং হয়ে গেল কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন রিচা শর্মা, আদিল হুসেন, টোটা রায়চৌধুরী, লাবনি সরকার, চন্দন সেন, ভরত কওলের মতো অভিনেতারা। বলা বাহুল্য ছবিটি



■ টোটা রায়চৌধুরী ও রিচা শর্মা

ভীষণভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

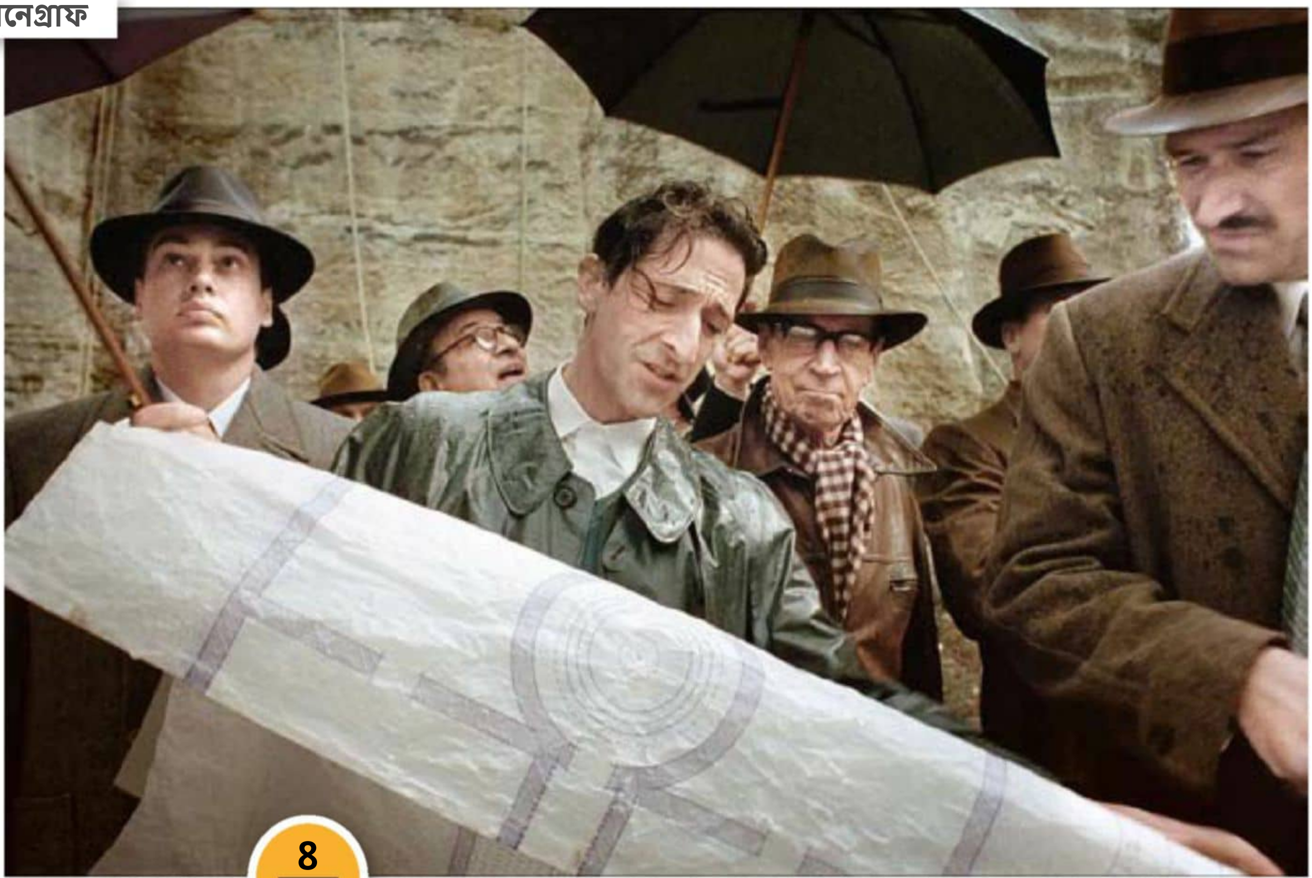












দ্য ব্রুটালিস্ট

8/10

সত্য এবং স্বপ্নের সেতুবন্ধন

পরিচালনা: ব্র্যাডি করবেট
অভিনয়: এড্রিয়েন ব্রডি, ফেলিসিটি জোনস, জো অলউইন, রাফি ক্যাসিডি

বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত ইউরোপ এবং প্রাচুর্যে ভরা আমেরিকার মধ্যে একটা স্বপ্নের সেতুবন্ধন হয়েছে 'দ্য ব্রুটালিস্ট' ছবিতে। হাঙ্গেরিয়ান আর্কিটেক্ট লাজ়লো টথের জাহাজ যখন ইউরোপ থেকে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হয় এবং সে বন্ধুর সঙ্গে জাহাজের ডেকে আসে, তার চোখে 'দ্য গ্রেট আমেরিকান ড্রিম'। ছবিটিও একটি আদ্যন্ত আমেরিকান ছবি। কিন্তু যে পরিচালক নিজে ইহুদি নন, তিনি কীভাবে ইহুদিদের চোখ দিয়ে আমেরিকা দেখলেন? প্রায় সাড়ে তিনঘণ্টার ছবিজুড়ে এই প্রশ্ন তাড়া করে। টথ একজন জিনিয়াস আর্কিটেক্ট, কিন্তু ছবির শেষ দশ মিনিট অবধি তাঁর একটিই সৃষ্টি দর্শক দেখে... একটি লাইব্রেরি। যে দৃশ্যে তিন ইহুদি চরিত্র বলে, শরীর থেকে ইহুদি হওয়ার শেষ চিহ্নটুকুও তারা মুছে ফেলতে চায়, সেখানে গিয়ে স্পষ্ট হয় পরিচালকের অভিসন্ধী। রোমান পোলানস্কির 'দ্য পিয়ানিস্ট' (কাকতালীয়ভাবে যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহের প্রেক্ষাপটে তৈরি) অভিনেতা হিসেবে এড্রিয়েন ব্রডিকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল, তা অন্য কোনও ছবিতে তিনি ছুঁতে পারেননি। আবার তা 'দ্য ব্রুটালিস্ট'-এ তিনি সেই উচ্চতায় পৌঁছলেন। টথ বুঝতেই পারে না, কখন মার্কিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে সে নিজের পরিচয় ভুলতে শুরু করে। সেই দোলাচলের মুহূর্তগুলোতে এড্রিয়েন ব্রডি অসাধারণ। তাঁর অভিব্যক্তিতে সেই মরিয়া হয়ে ওঠা স্পষ্ট! ভাল লাগে টথের স্ত্রীর ভূমিকায় ফেলিসিটি জোনসকে। পুঁজিপতি ভ্যান বুরেনের চরিত্রে জো অলউইনও এবং জ়োফিয়া চরিত্রে রাফি ক্যাসিডিও অনবদ্য। ভ্যানের সঙ্গে টথের কথোপকথনগুলো মনে রাখার মতো। একসময় টথ একটি প্রশ্ন করে ভ্যান বুরেনকে, যা ছবিটির ব্যাখ্যা হিসেবেও উঠে আসে, 'Is there a a better description of a cube than that of its construction?' পরিচালক উত্তর দর্শকের হাতেই ছেড়েছেন।

গৃহস্থ

6/10

সিনেগ্রাফ স্ট্র্যাপ

পরিচালক: মৈনাক ভৌমিক
অভিনয় : ঋতাভরী চক্রবর্তী, সৌরভ দাস, সাহেব ভট্টাচার্য, অনুষা বিশ্বনাথন, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আরিয়ান ভৌমিক

এর আগে পরিচালক মৈনাক ভৌমিক আমাদের চমকে দিয়েছিলেন 'ভাগ্যলক্ষ্মী' দিয়ে। যে পরিচালক স্রেফ 'মিষ্টি' ছবি নির্মাণের জন্য পরিচিত ছিলেন, তিনি 'ভাগ্যলক্ষ্মী'র মতো থ্রিলার বানাতে পারেন তা কেউ ভাবতে পারেননি। 'গৃহস্থ' দিয়ে মৈনাক প্রমাণ করলেন, আগের ছবিটা ফ্লুক ছিল না, তিনি সত্যিই থ্রিলারটা ভাল বানাতে পারেন। সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার থেকে আমাদের যা-যা প্রত্যাশা থাকে, মৈনাক প্রায় প্রতিটা পূরণ করেছেন। গল্পে অপর্ণা (ঋতাভরী) লন্ডনে একা থাকে। তার স্বামী পার্থর (সৌরভ) অফিস অনেকটা দূরে বলে সে অফিসের কাছে একটা জায়গায় থাকে। অপর্ণাকে তার কাছে শিফট করতে বললেও, অপর্ণা তা করে না কারণ সে বাড়ির বাইরে বেরোতেই চায় না। সারাক্ষণ গৃহবন্দি হয়ে

সিসি ক্যামেরায় নজর রাখে তার বাড়ির চারপাশে কী হচ্ছে। সে মানসিকভাবে ঠিক জায়গায় নেই এবং অনেককিছু হ্যালুসিনেট করে, আবার অনেককিছু করেও না! এটা নিয়েই সাসপেন্স তৈরি হয় কারণ অপর্ণা দেখে তার পাশের বাড়িতে একটা খুন হচ্ছে। কিন্তু আদৌ কি সে সেটা হ্যালুসিনেট করছে নাকি সত্যি কোনও ঘটনা ঘটেছে? ছবিতে ঋতাভরী অসামান্য অভিনয় করেছেন। কোথাও তাঁর অভিনয় এতটুকু অতিরঞ্জিত লাগে না। এছাড়া অন্যান্য চরিত্র সাহেব, অনুষা, কনীনিকা, আরিয়ান সকলেই যথাযথ অভিনয় করেছেন। সৌরভের এই ছবিতে কিছুই করার নেই। তবে কিছু প্রশ্ন থেকে যায় যেমন যে ঘটনাটি আসলে অপর্ণা দেখে সেই ঘটনাটা তাহলে কি ঠিক না ভুল। সেটা নিয়ে ছবির শেষ অবধি কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। তাই যেহেতু অপর্ণা হ্যালুসিনেট করে তাই কিছু কিছু জিনিস দর্শকদের ধরে নিয়ে হয়। তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজ়িক প্রশংসনীয়।





বলরাম কাণ্ড

কাণ্ড দেখতে মন্দ লাগে না

5/10

পরিচালক: সপ্তাশ্ব বসু
অভিনয়: রজতাভ দত্ত, গার্গী রায়চৌধুরী, ঐশ্বর্য সেন, আর্য দাশগুপ্ত, অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়

আজকাল নিখাদ মজার ছবি আর ক'টাই বা দেখতে পাই আমরা? সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে চিত্রনাট্যে বেশ কিছু খামতি থাকা সত্ত্বেও পরিচালক সপ্তাশ্ব বসুর এই ছবি হলে বসে দেখতে মন্দ লাগে না। কিশোর (রজতাভ দত্ত) ও তারা (গার্গী রায়চৌধুরী) বিবাহবিচ্ছিন্ন দম্পতি। কিন্তু বিচ্ছেদের বহু বছর পর তারা জানতে পারে তাদের মেয়ে অবন্তী (ঐশ্বর্য সেন) পালিয়ে বিয়ে করতে চলেছে। মেয়ের এই সিদ্ধান্ত আটকাতেই হবে, এমন ভাবনার জেরে দু'জনেই জোট বাঁধেন। কিশোর ও তারা নৈনিতালে পৌঁছে দেখে বিয়ের প্রস্তুতি তুঙ্গে। মেয়ের বিয়ে আটকাতে গিয়ে পুরনো দম্পতির মিলন, প্লটটি মজাদার হলেও তাতে প্রচুর খামতি রয়েছে। তারার বয়স নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে গল্পে। গল্প অনুযায়ী, তারা ও কিশোরের বিচ্ছেদ হয় ১২ বছর আগে। তখন অবন্তীর বয়স হওয়ার কথা ছ'বছর। কিন্তু ছবিতে প্রি-টিন মেয়েকে মায়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। বয়সের হিসেব মেলানো দুষ্কর! অন্যদিকে অবন্তী নতুন প্রজন্মের মেয়ে। নতুন প্রজন্ম খালি রিল ও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে থাকে, এমন দেখানোটাও একটু একপেশেই। প্লটের এই খামতিগুলি না থাকলে বোধহয় গল্প আরও বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। ছবির সেরা প্রাপ্তি রজতাভ ও গার্গীর অভিনয়। তাঁদের অভিনয় যাবতীয় খামতি ঢাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পার্শ্বচরিত্রে অপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, উদয় মোদী, ঐশ্বর্য সেনের অভিনয় ভীষণ দুর্বল। ছবির মিউজ়িকও মনে দাগ কাটে না।

সুনেত্রা সুন্দরম

ভাবনা ভাল, কিন্তু চিত্রনাট্য?



4/10

পরিচালনা: শিবরাম শর্মা
অভিনয়: পার্নো মিত্র, রূপাঞ্জনা মিত্র, শকুন্তলা বড়ুয়া, সোমরাজ মাইতি, খরাজ মুখোপাধ্যায়

ভাল একটি বিষয় নিয়ে ছবি তৈরি করার কথা ভেবেছেন পরিচালক। এই সময়ে দাঁড়িয়ে এখনও মহিলাদের শৌচাগার ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে মানুষের। সেই জায়গাটি ধরতে চেয়েছেন পরিচালক। ছবির মুখ্য চরিত্র ছোটবেলা থেকে কিডনির অসুখে জর্জরিত, যেখানে তার বারবার শৌচাগার যাওয়ার দরকার পড়ে। এই সূত্রেই একটি অ্যাক্সিডেন্টে সে তার বাবা মাকে হারায়। তারপর বড় হয়ে, চাকরি করে সে কীভাবে এই নোংরা শৌচাগার এবং অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাই নিয়েই ছবির গল্প। তবে বিষয় ভাল হলেও, ছবির নির্মাণ নিয়ে খুব বেশি ভাবিত হননি পরিচালক। সেই কারণে কোনও চরিত্রের প্রতিই কোনও টান তৈরি হয় না। অদ্ভুতভাবে একটির পর একটি দৃশ্য খাপছাড়া ভাবে আসতে থাকে। এমনকি, রিসার্চও ঠিকভাবে করা হয়েছে বলে মনে হয় না। না হলে সুনেত্রা কী নিয়ে রিসার্চ করে, কী তার পড়াশোনা... এসব কিছুই জানা যায় না। যেন মনে হয় শেষটা মেলানোর জন্য, যেভাবে হোক কিছু লিখে দেওয়া হয়েছে। ফলে অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভাল অভিনয়ের চেষ্টা করলেও, তা চিত্রনাট্যের খামতির কারণে মনে দাগ ফেলেনি। শকুন্তলা বড়ুয়া থেকে শুরু করে খরাজ মুখোপাধ্যায়ের মতো অভিনেতাদের প্রতিভা নষ্ট হয়েছে।

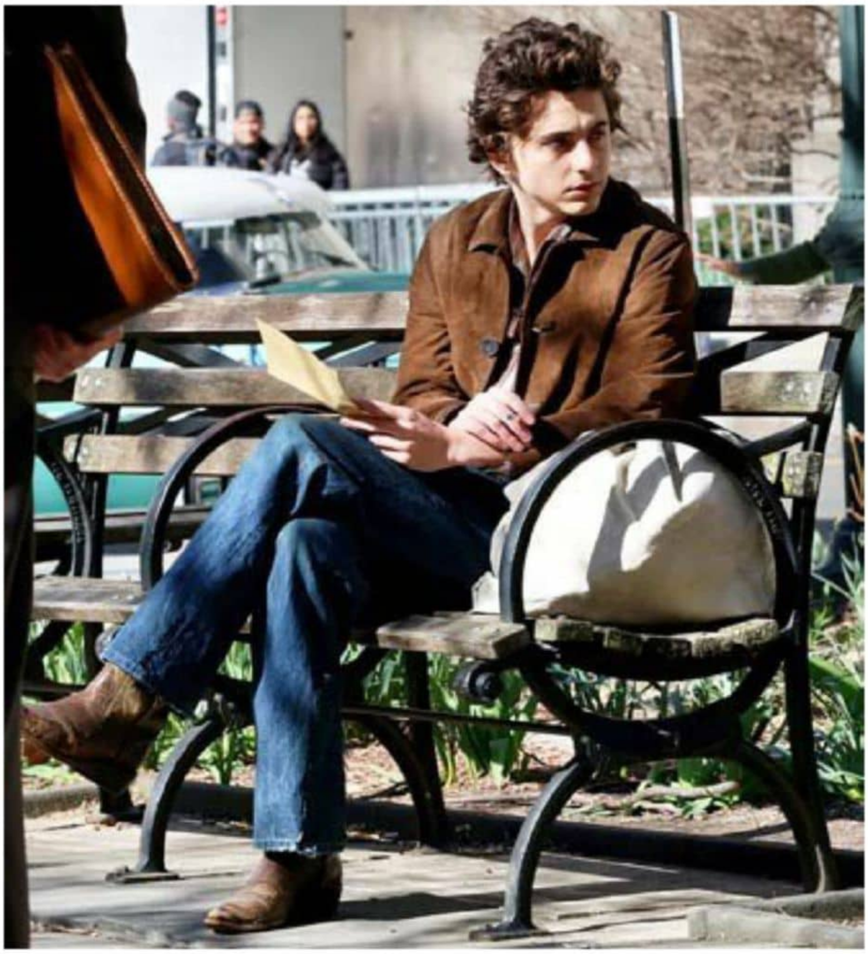
আ কমপ্লিট আননোন

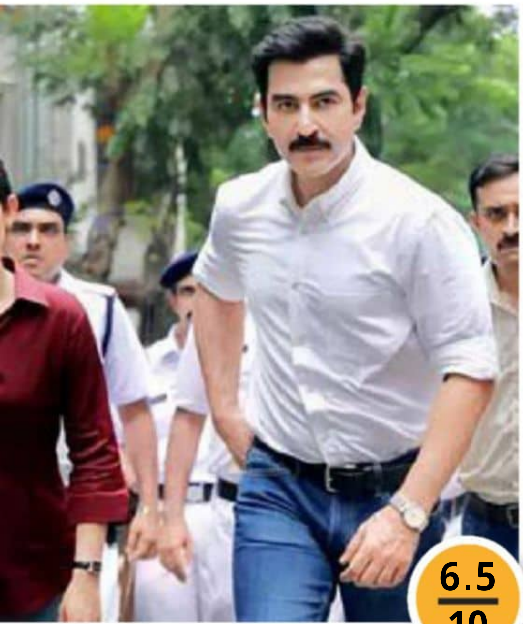
জীবন্ত মুহূর্তের কোলাজ

7/10

পরিচালনা: জেমস ম্যানগোল্ড
অভিনয়: টিমোথি শ্যালামে, এডওয়ার্ড নর্টন, এল ফ্যানিং, মনিকা বারবারো

১৯ বছরের গোলগাল বব (টিমোথি) মিনেসোটা থেকে নিউ ইয়র্ক আসে তার প্রিয় লোকসঙ্গীতশিল্পী উডি গুথরিকে দেখতে। হাসপাতালে তাঁর বিছানার পাশে বসে বব লোকগায়ক এবং সমাজকর্মী পিট সিগারকে (এডওয়ার্ড) মুগ্ধ করে ফেলে। সিগার তাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন, লোকসঙ্গীতমহলে তার পরিচয় করান। সেই কাফেতে গান গাওয়া বব যেভাবে ধূমকেতুর মতো বব ডিলান নামক কিংবদন্তি হয়ে ওঠে... 'আ কমপ্লিট আননোন' সেই যাত্রার গল্প। বব ডিলান এখনও জীবিত এবং তৎকালীন বান্ধবী সুজ় রোটোলোর নাম ব্যবহার না করার অনুরোধ করেছিলেন বলে (যদিও ডিলানের দ্বিতীয় অ্যালবাম 'দ্য ফ্রিহুইলিং বব ডিলান'-এর কভারে সুজ়কে মানুষ দেখেছে) সুজ় হয়েছে সিলভি (এল ফ্যানিং)। টিমোথি শ্যালামে এই ছবিতে ৪০টি গান গেয়েছেন, গিটার এবং হারমনিকা বাজিয়েছেন। তিনি এই মুহূর্তে নিজের শ্রেষ্ঠ ফর্মে রয়েছেন। যে দৃশ্যে বব ডিলান এবং জোন বায়েজ় (মনিকা) চিরন্তন ব্রেকআপ সং 'ইট এন্ট মি বেব' গাইছেন, তা একটি অন্য মাত্রা লাভ করেছে টিমোথি এবং মনিকা বারবারোর অভিনয় এবং গানে। অনেক দৃশ্যে ডিলানরূপী টিমোথি যখন গান কম্পোজ় করছেন, বেরিয়ে আসছে টুকরো টুকরো কালজয়ী শব্দ, সেই দৃশ্যে দর্শকের নস্টালজিয়া কাজ করবেই। ছবিতে অভিনয়ের মাত্রা বেশি, আবার সেই নাটকীয়তাই যেন ছবিটিকে ধরে রেখেছে। মিষ্টি, সুদর্শন টিমোথি নিজের জানপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন বটে। তবে যে মানুষটি নিজের নোবেল প্রাইজ় পাওয়ার অনুষ্ঠানে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি, সেই ক্ষ্যাপাটে শিল্পীর নামভূমিকায় কি মূর্ত হতে পেরেছেন? প্রশ্নটা থেকেই যায়।





6.5/10

দেখতে ভাল লাগে

খাকি: দ্য বেঙ্গল চ্যাপ্টার

পরিচালনা: দেবাত্ম মণ্ডল, তুষার কান্তি রায়
অভিনয়: জিৎ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক ভৌমিক, চিত্রাঙ্গদা সিংহ, আদিল জ়াফর খান

জাতীয় স্তরে বাংলা-কেন্দ্রিক পলিটিক্যাল ক্রাইম থ্রিলার খুব একটা দেখা যায় না। বাঙালি দর্শক হয়তো এই জঁরের গল্পের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু জাতীয় স্তরে, তাও আবার একটি আন্তর্জাতিক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিকায় এমন গল্প ভাবার জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ। গল্পের প্রেক্ষাপট ১৯৮৮ থেকে ২০০০-এর দশকের শুরুর দিক অবধি। বাংলাকেন্দ্রিক গল্প বলে নীরজের দুই সহ লেখক বাঙালি, দেবাত্ম মণ্ডল ও সম্রাট চক্রবর্তী। সাত পর্বের সিরিজ়ে সৎ পুলিশ অফিসার, ধূর্ত রাজনীতিবিদ, হিংস্র মাফিয়া ডন, হিটম্যান, গুন্ডা...পলিটিক্যাল ক্রাইম থ্রিলারের চেনা চরিত্ররা সকলেই হাজির। চেনা ট্রোপের মধ্যে দিয়ে গল্প এগোলেও বেশ কিছু সিনেম্যাটিক মুহূর্ত তৈরি করেছেন পরিচালকরা। শঙ্কর বড়ুয়া ওরফে বাঘা (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়) শাসক ঘনিষ্ঠ ডন। শাসক দলের নানা অসাধু কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বিরোধী পক্ষ। বাঘার বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছে, এটা প্রমাণ করার জন্য শাসক দল এক সৎ পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করে। বাঘাকে যাবতীয় খবর জোগাড় করে দেয় পার্টিরই ক্ষমতাবান সদস্য বরুণ রায় (প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়)। কিন্তু বাঘার দুই গুন্ডার হাতে (সাগরের ভূমিকায় ঋত্বিক ভৌমিক, রঞ্জিতের ভূমিকায় আদিল জ়াফর খান) খুন হয় ওই পুলিশ অফিসার। শাসক দলের মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে এই খুন। বাঘা ও তার সঙ্গীরা এবার আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে কাজকর্ম চালাতে শুরু করে। এসআইটি-র হেড হিসেবে সরকার অর্জুন মৈত্রকে (জিৎ) নিয়োগ করে। সৎ পুলিশ অর্জুন বাঘার পিছু নেয়। এরপরেই গল্পে রয়েছে টুইস্ট। পুলিশ, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আন্ডারওয়ার্ল্ডের অসাধু আঁতাতের পরত একটু একটু করে খুলতে থাকে অর্জুনের কাছে। যে সময়ের গল্প তাতে অনেকেই বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনীতিবিদের মিল খোঁজার চেষ্টা করবেন। তা খুব একটা অমূলকও নয়। তবে থ্রিলার গোত্রের হলেও তাতে অথেন্টিসিটির ছাপ স্পষ্ট। তা সে নেপথ্যের রিসার্চের ক্ষেত্রেই হোক বা বাংলার তৎকালীন সময়কে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টাতেই হোক। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে এমন ধূসর শেডের রাজনীতিবিদের চরিত্রে আগে দেখা যায়নি। তবে কিছু কিছু দৃশ্যে তাঁর শরীরীভাষায় জড়তা ধরা পড়ে। শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় গুন্ডার চরিত্রে থাকলেও, কিছু মূল্যবোধ রয়েছে তাঁর চরিত্রের মধ্যে। কিন্তু অভিনয়ের দিক দিয়ে তাঁকে দেখতে একঘেয়ে লাগে। জিৎ সৎ পুলিশের চরিত্র আগে করেছেন ঠিকই, কিন্তু এই সিরিজ়ে তিনি যেন প্রাণভোমরা! সর্বভারতীয় স্তরে জিৎকে আরও বেশি কাজে দেখার আশা রইল। ঋত্বিক ও আদিল দু'জনেই অসামান্য। বিরোধী নেত্রী হিসেবে চিত্রাঙ্গদা সিংহ, আইপিএস অফিসারের চরিত্রে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় যথাযথ। আলাদা করে বলতে হয় খল চরিত্রে আদিল জ়াফরের কথা। চিত্রনাট্যে দু'একটি খুঁত খুঁজে বার করা যায়। মাঝে মাঝে গল্প বেশ প্রেডিক্টিভ লাগে। এছাড়া বাঙালি চরিত্রদের মুখে হিন্দি ভাষা শুনতে কিছুটা বেমানান লাগে, বিশেষ করে যখন কিছু কিছু দৃশ্যে তারা বাংলাতেও কথা বলছে।

ডাইনি

গল্প ভাল

পরিচালনা: নির্ঝর মিত্র
অভিনয়: মিমি চক্রবর্তী, সুদীপ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ দাস, সুজিত কুমার বর্মন, কৌশানী মুখোপাধ্যায়

5/10



'ডাইনি' অপবাদে পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে গ্রামের এক মেয়েকে। প্রত্যন্ত গ্রামে এ দৃশ্য নতুন নয়। সেই সত্য ঘটনাকেই সিনেমার আকারে তুলে ধরেছেন পরিচালক নির্ঝর মিত্র। প্রথমেই প্রশংসা করা যায় চিত্রনাট্যর। বেশ কিছু গলদ থাকলেও বেশ ভাল ভাবে এরকম একটা ঘটনাকে পর্দায় প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তবে ছয়টি পর্ব নিয়ে এই সিরিজ় দেখানো অর্থহীন। চাইলে গল্প বলায় রাশ টানা যেত অনায়াসেই। মুখ্য চরিত্রে মিমি চক্রবর্তী। কিন্তু ঠিক টিম গেমের মতো সিরিজ়কে এগিয়ে নিয়ে যায় বাকি অভিনেতারা। জানগুরুর চরিত্র বিশ্বজিৎ দাসের অভিনয় সকলকে ছাপিয়ে যায়। দীর্ঘদিন থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত বিশ্বজিতের কাছে এমন অভিনয় আশা করাই যায়। কিন্তু মিমি চক্রবর্তীর কাছে প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি। অ্যাকশন দৃশ্যে তাঁর অভিনয় কিছুটা অতিনাটকীয় ঠেকবে। তার চেয়ে 'লতা'র চরিত্রে কৌশানী অনেক বেশি সচ্ছল। কিছু দৃশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বারবার। তার মধ্যে অন্যতম জানগুরু ও গ্রামবাসীরা প্রথমে বলে, তারা প্রশাসনকে মেনে চলে ও সন্মান করে। কিন্তু তারাই আবার পুলিশের গায়ে হাত তোলে। আইন মানে না একটা সময়ের পর। সিরিজ়ের প্রথমে এই দৃশ্য দেখালে হয়তো

অহেতুক এতগুলো পর্বের সংযোজন হত না। আরও একটা দিক, দূর থেকে ক্ষতবিক্ষত বোনকে প্রথমবার দেখেই কীভাবে চিনে ফেলল তার দিদি পাতা? যেখানে তাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল অনেক বছর আগে। ভুল-ত্রুটি একাধিক থাকলেও বাংলার প্রথম সারভাইভ্যাল থ্রিলার সিরিজ় হিসেবে 'ডাইনি' এগিয়ে থাকবে শুধুমাত্র গল্পের জন্যই।

অ্যাডোলেসেন্স

আতঙ্ক এবং চিন্তার মিশ্রণ

8/10



পরিচালনা: ফিলিপ বারান্তিনি
অভিনয়: আওয়েন কুপার, স্টিভন গ্রাহাম, অ্যাশলি ওয়াল্টার্স

থ্রিলার বলতেই সাধারণত দর্শক বোঝে 'হুডানিট'। 'অ্যাডোলেসেন্স' সিরিজ়ের শুরুতেই দর্শক জেনে যায়, ১৩ বছরের কিশোর জেমি তার স্কুলের কেটি বলে একটি মেয়েকে কুপিয়ে খুন করেছে। তা হলে কি থ্রিল শেষ? না, বরং কেন সে এই অপরাধটি ঘটিয়েছে, তার ভিতরে প্রবেশ করে সিরিজ়টি দর্শকের মনে রীতিমতো আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ১৩ বছরের কিশোর, যার পরিবারের মা-বাবা-দিদির ভালবাসা আছে, লেখাপড়ায় সে দিব্যি ভাল, বন্ধুহীনও নয়... কেন একটি মেয়ের প্রতি এত হিংসাত্মক হয়ে পড়ে? 'অ্যাডোলেসেন্স'-এর চারটি দীর্ঘ পর্বে দর্শক কেবল জেমি নয়, তার মা-বাবার অসহায়তার সাক্ষী হয়। ছেলেদের একটি বিষাক্ত ইকো সিস্টেম, যাকে ডিজিটাল দুনিয়ায় বলা হয় 'ম্যানোস্ফিয়ার', তা ভেদ করতে পারে না জেমির বাবা-মা। সেখানে তদন্তকারী অফিসারকে (অ্যাশলি) কেটির ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ইমোজি, শব্দ ডি-কোড করতে সাহায্য করে তার ১২ বছরের ছেলে, কারণ সে নিজেও সেই ইকো সিস্টেমেই বড় হচ্ছে।
জেমির চরিত্রে অভিনয় করেছে আওয়েন কুপার, যার জীবনের এটাই প্রথম অভিনয়, বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এত সাবলীল কী করে হতে পারল সে? থেরাপিস্টের সঙ্গে তার কথোপকথনের দৃশ্যে বুকে ভয় ধরিয়ে দিল এত সহজে? জেমির বাবার চরিত্রে স্টিভন গ্রাহাম অপূর্ব! শুধুমাত্র নির্মাণ এবং বিষয়বস্তুর গুণে একটি সিরিজ় এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ফোকাস করেও থ্রিলার জঁরে টিকে থেকেছে, তা সাধুবাদের দাবিদার। এই সিরিজ় দেখার পর হয়তো হোয়াটসঅ্যাপে বেশ কিছু ইমোজি ব্যবহার করার আগে হাত কাঁপবে দর্শকের।

দুপহিয়া

হাস্যরসে নিমজ্জিত

7/10

পরিচালনা: সোনম নায়ার
অভিনয়: স্পর্শ শ্রীবাস্তব, গজরাজ রাও, ভুবন অরোরা, রেনুকা সাহানে, শিবানী রঘুবংশী



দুপহিয়ার সিরিজ়, দুপহিয়াকে নিয়েই সিরিজ়। পুরোপুরি হাস্যরসে নিমজ্জিত একটা সিরিজ় বলা যেতে পারে দুপহিয়াকে। হিংসা, দ্বন্দ্ব থাকলেও তা কত সুন্দর ভাবে একটা গল্পের মাধ্যমে হাসির ছলে দেখানো যায়, তা প্রমাণ করে এই সিরিজ়টি। প্রতিটি চরিত্রকে অত্যন্ত ভালভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সকলের অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল, যা সহজেই মন জয় করবে। স্পর্শ শ্রীবাস্তবের অভিনয় এবারও অবাক করবে সকলকে। 'লাপতা লেডিজ়' তাঁর অন্যতম সেরা কাজ হলেও, প্রতিটি কাজেই নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিচ্ছেন তিনি। গজরাজের রাওয়ের অভিনয় নিয়ে বিশেষ কিছু বলার থাকতেই পারে না। ছোট ছোট চরিত্ররাও স্বল্প পরিসরে নিজেদের অনন্যভাবে মেলে ধরেছেন। ছবির প্রেক্ষাপট একটা গাড়িকে নিয়ে। একই ধাঁচের নিয়ে একাধিক পর্ব হলেও, তা দেখতে কখনও একঘেয়ে লাগবে না। অ্যাকশন ছবি কিংবা সিরিজ়ের ভিড়ে এরকম নির্ভেজাল গ্রাম্য গল্প দর্শকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন রয়েছে এখনও।



DS GROUP
সহজেই আমি,
রজনীগন্ধা
হয়ে যাই না ®
Premium
Rajnigandha®
FLAVOURED
PAN MASALA
RG
Superb in Freshness and Taste!
SCAN AND BUY
Rajnigandha.com
পান মশলা চেবানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক.
চিত্রগুলি শুধুমাত্র উদাহরণের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে